ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৫ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 03 July 2019 ■ আগরতলা, ৩ জুলাই, ২০১৯ ইং ■ ১৭ আষাঢ় ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সভাপতি পদে রাহুলকেই চাই, ধরণা কংগ্রেস কর্মীদের, আত্মহত্যার চেষ্টা এক সমর্থকের

নয়াদিল্লি, ২ জুলাই।। কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্তে অনড় রাহুল গান্ধী। এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে মঙ্গলবার তাঁর বাসভবনের সামনে অনির্দিষ্ট কালের জন্য ধরনায় বসেন একাধিক কংগ্রেস নেতানেত্রী। পাশাপাশি এই কর্মসূচীতে যোগ দেন বহু কংগ্রেস কর্মী ও সমর্থক। লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের ভরাডুবির দায় স্বীকার করে সভাপতির পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন রাহুল গান্ধী। কিন্তু তাঁর এমন সিদ্ধান্ত মানতে নারাজ দলের অন্যান্য বর্ষীয়ান নেতারা।

তাঁর এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে দলীয় পদ থেকে গণইস্তফা দেন বহু কংগ্রেস নেতা। এদিন রাহুল গান্ধীর বাসভবনের সামনে অনির্দিষ্ট কালের জন্য ধরনায় বসেন মহেন্দ্র যোশী, নাসিব সিং, রাজেশ লিলোথিয়া, শোভা ওঝা, জগদীশ টাইটেলার সহ বহু কংগ্রেস কর্মী ও সমার্থকরা। রাজেশ লিলোথিয়া বলেন, কংগ্রেস সভাপতির পদে আমরা রাহুল গান্ধীকে দেখতে চাই। শোভা ওঝা বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে রাহুল গান্ধী পারে দলকে নেতৃত্ব দিতে।

সোমবার কংগ্রেস মুখ্যমন্ত্রীরা রাহুল গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেন। রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট, মধ্যপ্রদেশের কমল নাথ, পঞ্জাব এবং পুদুচেরির মুখ্যমন্ত্রীরা দলের সভাপতির পদে রাহুল গান্ধীকেই দেখতে চায়। ংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্তে অনড় রাহুল গান্ধী। এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে মঙ্গলবার কংগ্রেস দফতরের সামনে একটি গাছ থেকে আত্মহত্যার চেষ্টা করলেন এক কংগ্রেস কর্মী। কিন্তু, কপালজোড়ে বেঁচে গিয়েছেন তিনি। পুলিশ এসে তাঁকে উদ্ধার করে।

লোকসভা নির্বাচনে দলের বিপর্যয়ের জেরে কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার সিদ্ধান্তে অনড় রাহুল গান্ধী। দলের সভাপতির এহেন সিদ্ধান্তের পাশে দাঁড়িয়ে একের পর এক কংগ্রেস নেতার পদত্যাগের হিড়িক পড়ে গিয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে সোমবার ৫ কংগ্রেস শাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা রাহুল গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেন। রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট, মধ্যপ্রদেশের কমল নাথ, পঞ্জাব এবং পুদুচেরির মুখ্যমন্ত্রীরা দলের সভাপতির পদে রাহুল গান্ধীকেই দেখতে চান। প্রতিবাদে কংগ্রেস অফিসের সামনে একটি গাছ থেকে আত্মহত্যার চেষ্টাও করেন এক কংগ্রেস কর্মী। পরে পুলিশ এসে তাঁকে উদ্ধার করে। ওই কংগ্রেস কর্মীর মতে, 'রাহুল গান্ধীর উচিত এখুনি তাঁর পদত্যাগের প্রস্তাব ফিরিয়ে নেওয়া, না-হলে আমি আত্মহত্যা করব।'

কৈলাসহর থানায় আত্মসমর্পণ করল পলাতক আসামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২ জুলাই ।। নেশা সামগ্রী পাচারকারী জেল পলাতক মবসির আলি মঙ্গলবার কৈলাসহর থানায় আত্মসমর্পণ করেছে। গত ২ এপ্রিল বিকেলে জেলা সংশোধনাগার থেকে সে পালিয়ে গিয়েছিল। কৈলাসহরের ধলিয়ার কান্দির বাসিন্দা মবসির আলি। দীর্ঘদিন দরেই নেশা সামগ্রী পাচারের সাথে যুক্ত। সাত মাস আগে একটি মামলায় ইরানি থানার পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। কিছুদিন জেল হাজতে রাখার নির্দেশ দেয় আদালত। সেই মোতাবেক তাকে জেলা সংশোধনাগারে পাঠানো হয়। গত ২ এপ্রিল বিকেলে কোর্ট থেকে প্রিজন ভ্যানে করে জেলা সংশোধনাগারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। মূল গেইটে একে একে অন্যান্য বিচারাধীন বন্দিদের নামানো হচ্ছিল। এসময় আগে থেকে বাইক নিয়ে অপেক্ষা করছিল এক যুবক। ওই বিচারাধীন বন্দি বাইকে উঠে এবং ঘটনাস্থল থেকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গন্ডাছড়ায় আইপিএফটির তান্ডব, ভাঙচুর, পুলিশসহ আহত দুই, শূণ্যে গুলি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুলাই ।। রাজ্যে ফের শাসকদলের জোট শরিক আইপিএফটি-র মারে আক্রান্ত বিজেপি নেতা-সহ পার্টি অফিস। ধলাই জেলার গন্ডাছড়ায় এই ঘটনায় পরিস্থিতি থমথমে হয়ে রয়েছে। মঙ্গলবার গন্ডাছড়া বাজারে সভা চলাকালীন হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে আইপিএফটি কর্মীরা তাণ্ডব শুরু করেন। ওই সময় তারা বিজেপির শ্রমিক সংগঠনের অফিসে ভাঙচুর করেছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। শুধু তাই নয়, গাড়ি, বাইকও ভাঙচুর করার পাশাপাশি এক পুলিশ অফিসারের ওপর হামলাও করেছে তারা। পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে উঠে যে পুলিশকে শূন্যে দুই রাউন্ড গুলিও ছুঁড়তে হয়েছে।

গন্ডাছড়া মহকুমা পুলিশ অফিসার (এসডিপিও) জানিয়েছেন, পরিস্থিতি বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে। এলাকায় প্রচুর পুলিশ ও টিএসআর মোতায়েন করা হয়েছে। তবে, পঞ্চায়েত নির্বাচনের মুখে ত্রিপুরায় রাজনৈতিক উত্তেজনার পারদ চড়েছে বলে মনে হচ্ছে।

আজ দুপুরে ধলাই জেলার গন্ডাছড়া বাজারে হরিপুর মটরস্ট্যান্ডের পাশে আইপিএফটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় স্থানীয় কর্মীদের তুলনায় বহিরাগতদের উপস্থিতি বেশি ছিল। প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য, সভা শেষে আইপিএফটি কর্মীরা ফিরে যাওয়ার সময় হরিপুর মটরস্ট্যান্ডে বিএমএস সমর্থিত অটো, গাড়ির উপর অতর্কিত আক্রমণ চালান তারা। শুধু তা-ই নয়, মটর স্ট্যান্ডের পাশেই অবস্থিত বিজেপি-র শ্রমিক সংগঠনের অফিসেও তারা ভাঙচুর করেছে বলে অভিযোগ। পাশাপাশি, বিজেপি মণ্ডল সভাপতি বিকাশ চাকমা আক্রান্ত হয়েছেন। আইপিএফটি কর্মীদের হাতে আক্রান্ত হলে তাকে হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। এছাড়া গন্ডাছড়া থানার সাব-ইন্সপেক্টর রাকেশ দেববর্মা উত্তেজিত আইপিএফটি কর্মীদের হাতে আক্রান্ত হয়েছেন। তাকে প্রথমে গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় রাতে তাকে টেপানিয়স্থিত গোমতী জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করেন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিভিন্ন স্থানে নেশা সামগ্রী সামগ্রী বাজেয়াপ্ত, ধৃত মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/তেলিয়ামুড়া, ২ জুলাই ।। রাজ্যের ফের ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে বিএসএফ। সিপাহিজলা জেলার অধীন মধুপুর থানাধীন কমলাসাগর বিওপি এলাকায় সবজির ব্যাগে করে ইয়াবা ট্যাবলেট পাচার করার সময় বিএসএফ-র হাতে ধরা পড়েছে। পাচারকারী পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিএসএফ-এর ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের জনসংযোগ আধিকারিক সঞ্জীব কুমার। তিনি আরও জানান, সোনামুড়া থানাধীন এনসিনগর বিওপি এলাকায় সন্দেহভাজন পাচারকারীর বাড়ি থেকেও ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে বিএসএফ।

সঞ্জীব কুমার জানান, সীমান্ত এলাকায় টহলদারির সময় কমলাসাগর বিওপি-র জওয়ানদের কাছে কয়েকজনের গতিবিধি সন্দেহজনক বলে মনে হয়েছিল। তখন বিএসএফ জওয়ানরা তাদের দাঁড়াতে নির্দেশ দেন। কিন্তু, বিএসএফ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

টিএসএফ ও টিএসইউ যৌথ আন্দোলন করবে শিক্ষার সমস্যা নিয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুলাই।। তুইপ্রা স্টুডেন্টস ফেডারেশান এবং অল ত্রিপুরা স্টুডেন্টস ইউনিয়ন রাজ্যের ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষা ক্ষেত্রের বিভিন্ন সমস্যা সহ গুরুত্বপূর্ণ বেশকিছু বিষয়ে যৌথ আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সংগঠনদ্বয়ের নেতৃবৃন্দ মঙ্গলবার আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেন। তারা জানান তিনটি বিষয়ে যৌথ আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

রাজ্য সরকারের ও এডিসির নিয়ন্ত্রণাধীন ২০টি স্কুলের পরিচালন ব্যবস্থা বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়া এবং ছাত্র-ছাত্রীদের স্থানান্তর করার যে সিদ্ধান্ত রাজ্য মন্ত্রিসভা গ্রহণ করেছে তার বিরুদ্ধে জনমত গঠন করা হবে। এর বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করা হবে। টিএসএফ এবং এটিএসইউ মনে করে রাজ্য মন্ত্রিসভার এই সিদ্ধান্ত গ্রাম পাহাড় এবং পিছিয়ে পড়া অংশের ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্তরায় হবে। একই সাথে শিক্ষা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিদ্যুৎ যন্ত্রণা ঃ কর্মী স্বল্পতা দূর ও বিকল ট্রান্সফরমার দ্রুত সারাইয়ের নির্দেশ মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুলাই ।। কর্মী স্বল্পতা এবং নিম্নমানের ট্রান্সফরমার ত্রিপুরায় নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবায় সবচেয়ে বড় বাধার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই, বিদ্যুৎমন্ত্রী তথা উপ-মুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা বিদ্যুৎ নিগমকে অবিলম্বে কর্মী স্বল্পতা দূর করার পাশাপাশি বিকল ট্রান্সফরমাগুলি দ্রুত সারাইয়ের নির্দেশ দিয়েছেন। মূলত, ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্ত সরেজমিনে পরিদর্শন করে বিদ্যুৎ পরিষেবায় ব্যাঘাত সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই সমস্যাগুলি তিনি অনুভব করতে পেরেছেন।

টানা তিনদিন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত ঘুরে দেখেছেন বিদ্যুৎমন্ত্রী তথা উপ-মুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা। আজ মঙ্গলবার তিনি বিদ্যুৎ পরিষেবা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে নিগমের শীর্ষ আধিকারিকদের সাথে বৈঠক করেছেন। বৈঠকে বিদ্যুৎমন্ত্রী গত ১২ জুন প্রজ্ঞাভবনে বিদ্যুৎ নিগমের সকল স্তরের আধিকারিকদের নিয়ে অনুষ্ঠিত রাজ্য ভিত্তিক পর্যালোচনা বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তের অগ্রগতি সম্পর্কে সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে বিস্তারিত তথ্য জেনে নেন। গত তিনদিনে নিগমের যে সকল পরিকাঠামোগত সমস্যা ও বিভিন্ন স্তরের কর্মী স্বল্পতা সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন তা নিয়েও এদিনের বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা করেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী।আজকের বৈঠকেই তিনি কর্মী স্বল্পতা দূর করার জন্য জরুরি ভিত্তিতে নিয়োগের ব্যবস্থা করতে নিগমের শীর্ষ আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। পাশাপাশি যে সকল ট্রান্সফরমার বিকল হয়ে রয়েছে সেগুলি অতি দ্রুত মেরামত করতেও নির্দেশ দিয়েছেন আধিকারিকদের। তাছাড়া, বিদ্যুৎ উপভোক্তাদের কাছ থেকে বিদ্যুৎ পরিষেবা সংক্রান্ত কোনও অভিযোগ আসলে দ্রুত কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করতেও নিগমের আধিকারিকদের বলেছেন বিদ্যুৎমন্ত্রী।

এদিনের বৈঠকে বিদ্যুৎ পরিষেবা ও পরিকাঠামো উন্নয়নে জরুরি ভিত্তিতে কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন এ-বিষয়ে মন্ত্রীকে অবহিত করেন নিগমের আধিকারিকরা। বিদ্যুৎমন্ত্রী সাফ জানিয়েছেন, ত্রিপুরায় নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা সুনিশ্চিত করতেই হবে।

খারাপের বদলে ভাল দাঁত ফেলায় আইজিএমে ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জানুয়ারি।। আইজিএম হাসপাতালে ১০ বছরের এক বালিকার খারাপ দাঁত ফেলার পরিবর্তে ভাল দাঁত ফেলে দেওয়ার ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। অনামিকা ঋষি দাস নামে ঐ বালিকাকে চিকিৎসকের পরামর্শ মত দাঁতের এক্সরে করিয়ে বৃহস্পতিবার দাঁত ফেলার জন্য আইজিএম হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। কর্তব্যরত চিকিৎসক অনামিকা ঋষি দাসের খারাপ দাঁতটি না ফেলে একটি ভালো দাঁত ফেলে দেন। এ বিষয়ে সোমবার চিকিৎসকের কাছে জানতে চাওয়া হলে অভিভাবককে জানানে হয় ভুল হয়ে গেছে। আইজিমে হাসপাতালে দন্ত বিভাগে এধরনের ভুল চিকিৎসায় জনমনে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

দুর্বল ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস উপযোগী গড়ে তুলতে ১৭ হাজার শিক্ষককে প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুলাই।। সমাজ গড়তে হলে শিক্ষিত হওয়া খুবই প্রয়োজন। এই উপলব্ধি থেকেই ত্রিপুরায় প্রকৃত শিক্ষার খোঁজ শুরু হয়েছে। এই দাবি করে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, শুধু ছাত্রছাত্রী নয়, শিক্ষকদেরও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। তাই, শিক্ষকদের মধ্য থেকে ২৫০ জন প্রশিক্ষক খুঁজে বের করা হয়েছে। তাঁরা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেবেন। কারণ, রাজ্যে ১ লক্ষ ৮০ হাজার দুর্বল ছাত্রছাত্রীকে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাদের ক্লাসের উপযোগী করে তুলতে হবে।

মঙ্গলবার আগরতলায় শিক্ষা দফতরের উদ্যোগে বিশেষ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। তাতে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের রোডম্যাপ এঁকে দিয়েছেন দফতরের পদস্থ আধিকারিকরা। এ-বিষয়ে এসসিআরটি দফতরের অধিকর্তা বিশ্বজিৎ গুপ্ত বলেন, ত্রিপুরায় সরকারি বিদ্যালয়ে তৃতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ১ লক্ষ ৮০ হাজার দুর্বল ছাত্রছাত্রীদের চিহ্নিত করা হয়েছে। তাঁদের ক্লাসের উপযোগী করে তোলাই এখন বিরাট চ্যালেঞ্জ। তবে এই পরীক্ষায় আমাদের সাফল্য অর্জন করতেই হবে।

বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকর্তা ইউকে চাকমা জানান, আজকের কর্মশালায় ২২৬ জন কি-রিসোর্স পার্সন (এনসিইআরটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক) অংশ নিয়েছেন। তাঁরা রাজ্যের ১৭ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকাকে প্রশিক্ষণ দেবেন। তাঁর কথায়, ১ লক্ষ ৮০ হাজার দুর্বল ছাত্রছাত্রীদের পুরো তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তাদের দুর্বলতাও চিহ্নিত করা গিয়েছে। সাথে যে শিক্ষকদের ওই ছাত্রছাত্রীদের দায়িত্ব দেওয়া হবে তা-ও চিহ্নিত করা হয়েছে। তিনি বলেন, সাধনা ও প্রেরণা, এই দুটি বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের ক্লাসের উপযোগী করে তুলার লক্ষ্য নিয়েছে শিক্ষা দফতর।

তিনি মনে করেন, তিন মাসের মধ্যে লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হবে। সে-ক্ষেত্রে প্রথমে ১৭ হাজার শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। মূলত, ছাত্রছাত্রীদের দুর্বলতা কাটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি নিয়ে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এর পর ওই শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রীদের দুর্বলতা দূর করবেন, বলেন ইউ কে চাকমা। তিনি আরও জানান, শিক্ষকদের মধ্য থেকেই অ্যাকাডেমিক লিডার বাছাই করা হবে। তাঁদেরকে ৫-৮টি বিদ্যালয়ের দায়িত্ব দেবে শিক্ষা দফতর।

আজকের কর্মশালায় শিক্ষা দফতরের সচিব সৌম্যা গুপ্তা বলেন, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অল্টো ও অটোর সংঘর্ষে কুর্তিতে গুরুতর জখম চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২ জুলাই।। পথ দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তরের মধ্য রাজনগর এলাকায় তীব্র উত্তেজনা। মারুতি অল্টো ও অটো গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত ৪ অটো যাত্রী। ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, উত্তর জেলার কদমতলা থানাধীন কুর্তি মধ্য রাজনগর এলাকায় মারুতি অল্টো এবং যাত্রীবাহী অটোর মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। মুখোমুখি সংঘর্ষে অল্প বিস্তর উভয় গাড়ির ক্ষয়ক্ষতি হলেও যাত্রীবাহী অটোতে থাকা চালকসহ চারজন বেশ কিছুটা আঘাত প্রাপ্ত হন। আঘাতপ্রাপ্ত চারজন হলেন অটোচালক তথা অটো গাড়ির মালিক উত্তম দেব, উনার স্ত্রী ও একটি ছোট ছেলে। পাশাপাশি অটোতে থাকা কুর্তি গ্রামপঞ্চায়েতের ১ নং ওয়ার্ডের বিজেপি দলের মনোনীত প্রার্থী হৃদয় দেবও বেশকিছুটা আঘাত প্রাপ্ত হন।তবে দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হওয়ার পর মারুতি অলটো গাড়ি থেকে চালক সহ অন্যান্য যাত্রীরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। তাই স্থানীয়দের সন্দেহ উল্টো গাড়ি বেপরোয়াভাবে এসে অটো গাড়ি কে সজোরে ধাক্কা মেরেছে। এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান কদমতলা থানার এস আই বিনোদ দেববর্মা সহ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণকে ঘিরে শিল্প প্রসারে কর্মশালা সম্পূর্ণ আলাদা নীতি প্রনয়ণে ভাবছে রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুলাই ।। কৃষি ও উদ্যানপালন ক্ষেত্রে রাজ্যে যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। তাই, আগামী ৫ জুলাই ব্যবসায়ীদের নিয়ে একটি কর্মশালার আয়োজন করেছে রাজ্য সরকার। মূলত, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পকে ঘিরে ব্যবসার প্রসারের লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ বলে দাবি সূত্রের। কারণ, কেন্দ্রীয় সরকার খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প গড়ে তুলতে ৫০ শতাংশ ভর্তুকী দেবে। তাই, ওইদিন কর্মশালায় উপস্থিত থাকবেন খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী রমেশ তেলি। এরই পাশাপাশি ত্রিপুরা সরকার খাদ্য প্রক্রিয়াকরণকে কেন্দ্র করে শিল্প প্রসারে সম্পূর্ণ আলাদা নীতি প্রণয়ন করতে চলেছে বলে সূত্রের খবর। প্রসঙ্গত, রাজ্যে শিল্পের শ্রীবৃদ্ধির জন্য সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রগুলিকে ব্যবহার করার পরিকল্পনা রয়েছে রাজ্য সরকারের। এক্ষেত্রে কৃষি এবং উদ্যানপালন ক্ষেত্রে রাজ্যের বিশেষ সম্ভাবনা রয়েছে। বর্তমানে রাজ্য সরকার কৃষকদের কাছ থেকে ধান ক্রয় করছে। কিন্তু, প্রয়োজনীয় মিলের অভাবে রাজ্যে উৎপাদিত সমস্ত ধান রাজ্য সরকার কিনতে পারছে না। রাজ্যে ১ লক্ষ মেট্রিকটন ধান উৎপাদিত হচ্ছে। অথচ মিলের অভাবে মাত্র ১০ হাজার মেট্রিকটন ধান ক্রয় করছে ত্রিপুরা সরকার। তেমনি, ত্রিপুরায় প্রচুর শাকসব্জির ফলন হচ্ছে এখন। কিন্তু, হিমঘরের অভাবে ওই শাকসব্জি মজুত রেখে বহিরাজ্যে রপ্তানির সুযোগ হচ্ছে না। ফলে, এখানেও মার খাচ্ছে বাণিজ্য।

সূত্রের দাবি, আগামী ৬ আগরতলায় প্রজ্ঞা ভবনে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ মন্ত্রক, চেম্বার্স অব কমার্স এবং রাজ্য সরকারের যৌথ ব্যবস্থাপনায় এক কর্মশালার আয়োজন করা হচ্ছে। ওই কর্মশালায় ১৫০ থেকে ২০০ ব্যবসায়ীদের আমন্ত্রণ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে দুইদিনে ২২৭টি মনোনয়ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুলাই।। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে দুই দিনে ২২৭টি মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে। তার মধ্যে মঙ্গলবার ১৬৫টি মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে। রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সচিব প্রসেনজিৎ ভট্টাচার্য্য জানিয়েছেন, আজ গ্রাম পঞ্চায়েতের ১০৫টি যার মধ্যে সিপিএম প্রার্থী ২০জন, কংগ্রেসের ১০জন এবং বিজেপির ৭৫জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। এদিকে, পঞ্চায়েত সমিতির ২৬টির মধ্যে সিপিএমের ১২জন এবং বিজেপির ১৪জন প্রার্থী মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। এছাড়া জিলা পরিষদের ৩৪ জন বিজেপি প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

এদিকে, সোমবার ৬২টি মনোনয়নপত্র জমা পড়েছিল। তার মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৯টির মধ্যে সিপিএমের ১৬জন ও কংগ্রেসের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পঞ্চায়েত ভোট ঃ মনোনয়নপত্র জমা দিলেন সিপিএম প্রার্থীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জানুয়ারি ।। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে সিপিআইএম লড়াই করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। মঙ্গলবার পশ্চিম জেলার বর্তমান সভাধীপতি সহ ছয় জন জেলা পরিষদের সদস্য হিসেবে মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন। পাঁচটি পঞ্চায়েত সমিতির আসনেও মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়া হবে। গ্রাম পঞ্চায়েতেও লড়বে সিপিআইএম। এজন্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবী জানানো হয়েছে।

আগামী ২৭শে জুলাই ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন রাজ্যের শাসক দল বিজেপি সবক'টি আসনেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য তাদের প্রার্থীদের নাম ধাম ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছে। প্রধান বিরোধীদল সিপিআইএম কিছুটা বিলম্ব হলেও ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা ঘোষণা করেছেন। মঙ্গলবার সিপিআইএম পশ্চিম জেলা সম্পাদক পবিত্র কর সাংবাদিক সম্মেলনে জানান প্রথম ধাপে পশ্চিম জেলার পঞ্চায়েত সমিতির এবং জেলা পরিষদের আসনগুলিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার কাজ শুরু করেছেন দলীয় প্রার্থীরা। পশ্চিম জেলার জেলা সভাধীপতি দীপিল দাস সহ ছয় জন মঙ্গলবার পশ্চিম জেলার জেলা শাসক অফিসে মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন। এর মধ্যে দুজন মহিলাও রয়েছেন। রাজ্যের অন্যান্য স্থানেও ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন শাসক দল।

এ প্রসঙ্গে সিপিআইএম পশ্চিম জেলা সম্পাদক পবিত্র কর বলেন, নির্বাচন অবাধ ও শান্তিপূর্ণ করতে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সকলের সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমেই সবুজ ত্রিপুরা গড়ে তুলতে হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুলাই ।। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় একটি করে গাছ লাগান। গাছ লাগানোর পর ঐ গাছকে পরিচর্যা করুন। ২-৩ বছরের মধ্যে ঐ গাছ জীবনদায়ী হয়ে উঠবে। আজ জোলাইবাড়ীর সাচিরামবাড়ী শহীদ ধনঞ্জয় ত্রিপুরা স্মৃতি ইংরেজী মাধ্যম বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ৭০তম রাজ্যভিত্তিক বনমহোৎসবের উদ্বোধন করে এই আহ্বান রাখেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভারতীয় সংস্কৃতি ও পরম্পরার সাথে বনায়ণের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। আমাদের দেশে অনেকেই গাছকে পুজো করে থাকেন, এটা আমাদের দেশের ঐতিহ্য। রাজ্যে ৬০ শতাংশের উপর বনভূমি রয়েছে, রয়েছে প্রচুর বনজ সম্পদ। এই বনজ সম্পদ কেবল রাজ্যের ৩৭ লক্ষ ত্রিপুরাবাসীই নয়, ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যগুলিও এই বনজ সম্পদের সুফল ভোগ করছেন। তিনি বলেন, শুধুমাত্র জুন-জুলাই দুই মাসই বৃক্ষরোপন নয়, যেহেতু আমাদের রাজ্যে ৬ থেকে ৭ মাস প্রায়ই বৃষ্টি হয় তাই ঐ সময়গুলিতেও গাছ লাগানো যেতে পারে। এই কাজে সমস্ত সরকারী প্রতিষ্ঠান, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৫ ◻ সংখ্যা ২৬০ ◻ ৩ জুলাই
২০১৯ ইং ◻ ১৭ আষাঢ় ◻ বুধবার ◻ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

শিক্ষা বাঁচাইতে গণবদলী

রাজ্যের যেসব স্কুলগুলি শিক্ষক স্বল্পতায় ভুগিতেছে সেখানে যেসব স্কুলে অতিরিক্ত শিক্ষক শিক্ষিকা রয়েছেন তাহাদের বদলীর সরকারী সিদ্ধান্ত রূপায়ণ একটি সাহসী উদ্যোগ বলা যাইতে পারে। একথা সত্যি যে, শহর এলাকার স্কুলগুলিতেই শিক্ষক শিক্ষিকাদের বড় অংশই থাকিতে চান। প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকার স্কুলে যাইতে অনীহা কাজ করে। একই কথা ডাক্তারদের ক্ষেত্রেও। ডাক্তাররাও পারতপক্ষে গ্রামে যাইতে চাহেন না। গ্রামের প্রতি এই অনীহার কারণে গ্রামীণ এলাকায় শিক্ষা স্বাস্থ্য দুইই ব্যাহত হইতেছে। আজ গ্রামীণ এলাকার স্কুলগুলি ধুঁকিতেছে বিষয় শিক্ষকের অভাবে। ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষকের অভাবে প্রায় দিশাহারা অবস্থা। বিষয় শিক্ষকের অভাবের কারণে গ্রামীণ এলাকার অনেক ছাত্রছাত্রী শহর আগরতলার বেসরকারী স্কুলের দিকে ঝুঁকিতেছে। অথচ রাজ্যের অনেক গ্রামীণ এলাকায় বিশাল স্কুল বিল্ডিং আছে। বামফ্রন্ট সরকারের আমলেও যেসব স্কুলে অতিরিক্ত যে স্কুলে অতিরিক্ত শিক্ষক শিক্ষিকা আছেন তাহাদের গ্রামীণ এলাকায় যে স্কুলে শিক্ষক স্বল্পতা সেখানে পাঠানোর উদ্যোগ নিতে পারে নাই। কারণ, বামসরকার বাম বিপ্লবীদের চাকে আঘাত করিতে চাহে নাই। এইসব শিক্ষক শিক্ষিকারা তখন কট্টর বামপন্থী সাজিয়া একেবারে নট নড়ন চরন অবস্থায় ছিলেন। গ্রামীণ এলাকার শিক্ষকের অভাবে বহু স্কুল ধুঁকিয়াছে। ছাত্রছাত্রীদের বঞ্চিত করা হইয়াছে। অথচ শহর এলাকায় অনেক স্কুলে প্রয়োজনের অতিরিক্ত শিক্ষক শিক্ষিকা বহাল তবিয়তে আছেন।

রাজ্যের স্কুলগুলিতে পঠন পাঠনের ক্ষেত্রে সব চাইতে জরুরী হইল বিষয় শিক্ষক। কিংবা অনেক স্কুলে ছাত্র সংখ্যা আনুপাতে শিক্ষক কম। সরকারী শিক্ষকদের যদি একটি নিয়ম নীতির তৈরী করিয়া বদলী চালু রাখেন তাহা হইলে ছাত্রছাত্রীদের সামনে আশার আলো দেখা দিবে। কোনও সরকারী স্কুলে প্রয়োজনের অতিরিক্ত শিক্ষক চাকুরী করিবেন অথচ অনেক স্কুল শিক্ষক স্বল্পতায় কাবু হইতে থাকিবে তাহা অন্যায়, চরম অবিচার। এক্ষেত্রে বিজেপি জোট সরকার অতিরিক্ত শিক্ষকদের বদলীর উদ্যোগ নিয়া দীর্ঘ দিনের জট খুলিতে উদ্যোগী হইয়াছে। সোজা কথায়, শহর ছাড়িতে হইবে অতিরিক্ত শিক্ষকদের। রাজ্য সরকার পঞ্চায়েত ভোটের পরই এই বদলী কর্মযজ্ঞ সম্পন্ন করিতে চলিয়াছে। প্রকাশিত সংবাদে জানা গিয়াছে প্রায় সাড়ে চার হাজার শিক্ষক শিক্ষিকার বদলীর তালিকা তৈরী হইয়া আছে। এখন রূপায়ণের পালা। এই কর্মযজ্ঞ বাম আমলে ছিল অসম্ভব। কারণ, বহু কমরেড নেতাদের ভাই বন্ধুরা মৌরসী পাট্টা চালাইয়া গিয়াছেন। এই বিরাট বদলী কর্মযজ্ঞে বিজেপি জোট সরকার হাত দিয়া এক ঢিলে কার্য্যত দুই পাখী মারিতে চলিয়াছেন। এক, বাম আমলে একই স্কুলে বছরের পর বছর কাটাইয়া দেওয়া শিক্ষক শিক্ষিকাদের মৌরসী পাট্টায় আঘাত করা। দুই, যেসব স্কুলে শিক্ষক স্বল্পতার জন্য প্রতিনিয়ত উঠা চিৎকারের রাশ টানিয়া ধরা। তবে, এক্ষেত্রে রাজ্য সরকারকেও মানবিক দিককে একেবারে ভুলিয়া গেলে চলিবে না। গুরুতর অসুস্থ শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের বদলীর ক্ষেত্রে বিবেচনা করিতেই হইবে।

রাজ্যের সরকারী স্কুলগুলিতে যদি শিক্ষক সংকট মিটানো যায় তাহা হইলে গরীব অংশের বহু ছাত্রছাত্রীর ভাগ্যে সুফল নামিয়া আসিবে। শিক্ষক স্বল্পতা, নমঃ নমঃ করিয়া একেবারে দায়সারা ডিউটি ইত্যাদির কারণে সরকারী স্কুলগুলির উপর ছাত্রছাত্রীদের নির্ভরতা কমিয়াছে। আর এজন্য যেসব ছাত্রছাত্রীর সামর্থ আছে তাহারা বেসরকারী স্কুলে ভর্তি হইতেছে। যাহাদের সামর্থ নাই তাহারা বঞ্চিত হইতেছেন। এইভাবে মেধার উন্মেষ বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে। শিক্ষা খাতে সরকার কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিতেছে। অথচ স্কুলের পঠন পাঠন তলানীতে। একটি সরকারী স্কুলের চাইতে স্বল্প শিক্ষকে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে বেসরকারী স্কুল অনেক বেশী অগ্রণী। আসলে, তদারকি ও শিক্ষকদের পাঠদানের মানসিকতার ঘাটতি। সরকার সেখানে কতখানি পরিদর্শন, পর্যবেক্ষণ ও ঘন ঘন তদারকি ইত্যাদি চালু রাখিতে পারিবেন তাহার উপরই সাফল্য পাওয়া নির্ভর করিতেছে। শুধু বদলী করিলেই রাতারাতি স্কুলগুলির কৌলিণ্য ফিরিয়া যাইবে এমন ভাবিবার কারণ নাই। সব চাইতে বড় কথা হইল পাঠদানে শিক্ষকদের মনোনিবেশ করানো। বদলীর পাশাপাশি শিক্ষকদের পাঠদানের উপর পর্য্যবেক্ষণ, তদারকি চালু রাখা। এজন্য পরিদর্শন জারী রাখা খুব জরুরী। শিক্ষকদের পঠন পাঠনের উপর দক্ষতা পুরস্কারও চালু করা যাইতে পারে। প্রতিটি বিদ্যালয় পরিদর্শকের অধীন একটি কমিটি গড়িয়া শিক্ষকদের শিক্ষাদানের মূল্যায়ণের মাধ্যমে স্বীকৃতি প্রদান কার্য্যক্রম চালু করিতে পারিলে শিক্ষকদের মধ্যেও প্রতিযোগি মনোভাব আসিতে পারে। ইহাতে উপকৃত হইবে ছাত্রছাত্রীরাই। একমাত্র বদলীই সমাধানের পথ নহে। ইহার সঙ্গে সরকারের সদিচ্ছা ও আন্তরিকতাই বড় কথা। বদলীর ক্ষেত্রে যদি সুনির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করা হয় তাহা হইলে ক্ষোভ বিক্ষোভ হয়ত তেমন জোরালো হইতে পারিবে না। দীর্ঘ দিনের জগদ্দল পাথর সরানো সহজ কাজ নহে। বিজেপি জোট সরকার এক্ষেত্রে লক্ষ্য পূরণে কতখানি সফল হইবেন তাহাই এখন দেখিবার বিষয়।

দিল্লির হজ কাজি এলাকায় মন্দিরে ভাঙচুরের ঘটনায় পুলিশ কমিশনারের দ্বারস্থ বিশ্বহিন্দু পরিষদ

নয়াদিল্লি, ২ জুলাই (হি.স.) : পুরনো দিল্লির চাউরি বাজারের হজ কাজি এলাকায় মন্দিরে ভাঙচুর চালানোর প্রতিবাদে সরব বিশ্বহিন্দু পরিষদ। এই বিষয়ে দিল্লির পুলিশ কমিশনার অমূল্য পট্টনায়কের সঙ্গে দেখা করেন বিশ্বহিন্দু পরিষদের একটি প্রতিনিধি দল। মন্দিরের ভাঙচুরের ঘটনার সঙ্গে যুক্ত অপরাধীদের চারদিনের মধ্যে গ্রেফতার করতে হবে বলে দাবি তুলেছে তারা।

প্রতিনিধি দলের সদস্য অলোক কুমার জানিয়েছেন, মন্দিরে যারা ভাঙচুর চালিয়েছে তাদের চারদিনের মধ্যে গ্রেফতার করতে হবে। তা না হলে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের থেকে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। স্কুটি পার্ক করা নিয়ে ঝামেলার জেরে কেন মন্দিরে ভাঙচুর চালানো হল তার কৈফিয়ত চাওয়া হয়েছে পুলিশ কমিশনারের কাছে। সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়ানোর জন্যই চক্রান্ত করে এমন পরিস্থিতি তৈরি করা হয়েছে। ওই এলাকাটি মুসলমান অধ্যুষিত হলেও হিন্দুরা সেখানে ব্যবসা করছে। তারা চাইছে হিংসার পরিস্থিতি তৈরি করে হিন্দুদের উৎখাত করতে। সিসিটিভি ফুটেজে সমস্ত কিছু ধরা পড়েছে। ফলে আমাদের কাছে তথ্যপ্রমাণ রয়েছে। ভেঙে যাওয়া মন্দিরে ফের ভগবানের মূর্তি বসানো হবে কিনা সেই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে অলোক কুমার বলেন, পরম্পরা মেনে তা করা হবে। নতুন মূর্তি নিয়ে পদযাত্রা করব। এর জন্য আমাদের কোনও অনুমতি নেওয়ার দরকার নেই। উল্লেখ করা যেতে পারে গোটা ঘটনায় পুলিশ ইতিমধ্যেই এফআইআর দায়ের করেছে। এখনও পর্যন্ত তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

পূর্ব মালাডে দেওয়াল চাপা পড়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ২১

মুম্বই, ২ জুলাই (হি.স.) : পূর্ব মালাডের পিমপিরাপদ এলাকায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ২১। পাশাপাশি গোটা রাজ্যে প্রবল বৃষ্টির জেরে গুরুতর আহত ৭৮। প্রবল বৃষ্টিপাতের জন্যই এমন ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গিয়েছে প্রশাসনের তরফে।

বৃহন্মুম্বই পৌরনিগমের অতিরিক্ত পৌর কমিশনার অশ্বিনী যোশী বলেন, রাজ্য সরকারের তরফ থেকে নিহতদের পরিবারবর্গকে পাঁচ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হবে। পাশাপাশি সমসংখ্যক অর্থ বৃহনমুম্বই পৌরনিগমের তরফ থেকেও দেওয়া হবে। আহতদের চিকিৎসার যাবতীয় খরচ রাজ্য সরকার দেবে। শতাব্দী হাসপাতালে গিয়ে আহতদের দেখে আসেন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ এবং নগরোন্নয়নমন্ত্রী যোগেশ সাগর।

এর আগে দমকলের তরফ থেকে জানানো হয় যে উদ্ধার কাজ চালাতে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়েছে। দমকল ছাড়াও উদ্ধার কাজে যোগ দেয় পুলিশ এবং বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর জওয়ানরা। আহতদের কান্দিভালির যোগেশ্বরী এবং শতাব্দী হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে।

ডাক্তারীবিদ্যার সঙ্গে সঠিক ব্যবহারও শিখা জরুরী

সুব্রতা ঘোষ রায়

সাম্প্রতিক এনআরএস হাসপাতালের জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলন ও কর্মবিরতি আমাদের অনেক কিছু দেখিয়ে দিল। একটি প্রভাবশালী অডিও-ভিস্যুয়াল সংবাদমাধ্যমে ঘটনার কিছু ছবি খুব দ্রুত দেখানোর পাশাপাশি দেখিয়ে দেয় এক তরুণ ডাক্তারকে পাঁজকোলা করে অন্য ছাত্ররা নিয়ে আসছে, তেমনি দেখা যায় রোগীর এক আত্মীয়কে তিন-চারজন, লাঠিপেটা করছে, সে পড়ে যায়, তখন তাঁকে মারা হচ্ছে, এবার একজন পুলিশ তাঁকে মাটি থকে তুলে সরিয়ে দিলেন। ঘটনার দ্রুততায় ও বিষয় উপস্থাপনে আমরা জানতে পারি তরুণ ডাক্তার যাঁর নাম পরিবহ তাঁর মাথায় স্ক্যানের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে, জানা যায় কলকাতার মল্লিকবাজারের নিউরোসায়েন্সের বিখ্যাত হাসপাতালে তিনি চিকিৎসাধীন, স্বভাবতই রাজ্যবাসী দেশবাসী এই ঘটনার মর্মান্তিকতায় যথেষ্ট আঘাত পান, এনআরএসের জুনিয়র ডাক্তাররা রাজ্য সরকারের কাছে নিরাপত্তার স্থায়ী আশ্বাস পুরোপুরি না মেলা পর্যন্ত কর্মবিরতি অবস্থানের সিদ্ধান্ত নেন। এই আন্দোলনে সামিল হয় রাজ্যের অনেক মেডিকেল কলেজ। ঘটনার পরদিন অল্প কিছু সংবাদপত্র থেকে মোটামুটি জানা যায়, এক বয়স্ক রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করেই এই ঘটনা। রোগীর পরিবারের পক্ষ থেকে যা জানা যায় তা ঘণ্টা দেড়েকের চেষ্টায় রোগী ভর্তি করার পরদিন একটু ভালো হয়ে বিকেলের দিকে আবার অবস্থা একটু অবনতি হলে যখন ডাক্তারকে ডাকা হয় তখন জুনিয়র ডাক্তাররা নানারকম টালবাহানা করতে থাকেন, নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত থাকেন, পরিবারের ডাক সত্ত্বেও তাঁরা না আসায় পরিবারের একজন ডাক্তারের হাত ধরে নিয়ে আসেন, ডাক্তার রোগীকে একটি ইনজেকশন দেন, রোগী তারপর মারা যান। রোগীর পরিবারের তরফ থকে ডাক্তারকে বলা হয় ইনজেশনের নাম ও তাঁর নাম লিখে দিতে। ডাক্তার ও তাঁর সহযোগীরা অসম্মত হন এবং তখন থেকে শুরু হয় বাদামুবাদ। তারা পরিণতি এই ঘটনা। আন্দোলন দিন দুয়ক চলতে থাকে এতে সামিল হয় অন্যান্য মেডিক্যাল কলেজ। সিনিয়র ডাক্তাররা যেহেতু হাসপাতালে জুনিয়র ডাক্তার ছাড়া মোটামুটি অচল, সেই কারণেই হয়ত তাঁদের অনেকেই এই আন্দোলনকে নৈতিক সমর্থন দিতে থাকেন, দিন গড়ায়, এই আন্দোলন শক্তি অর্জন করতে থাকে, এর দুটি ভাইরাল হওয়া ভিডিও মারফত শোনা যায় জুনিয়র ডাক্তারদের পক্ষের কিছু কথোপকথন। তাতে কিছু দিক পরিষ্কার হয়ে আসে যে বাদানুবাদের পরিপ্রেক্ষিতে জুনিয়র ডাক্তাররা রোগীর পরিবারের বিশষ দু'একজনকে ওয়ার্ডে গিয়ে ক্ষমা চাইতে বলেন, না হলে তাঁরা ডেডবডি ছাড়বেন না, ডেথ সার্টিফিকেট দেবেন না-এমন শর্ত ও হুমকি দেন। ডাক্তাররা হস্টেল থেকে শতাধিক ছাত্র ও সহকর্মী ডেকে নেন। রোগীর পরিবারও ২০০ লোক আর দু'ট্রাক মানুষ নিয়ে আসেন, পুলিশেরা তখন বাকবিতাণ্ডা থেকে রোগীর আত্মীয়কে বের করে আনেন,

এরপর পরিবহ সহ কয়েকজন গেটের বাইরে যান, বলা হয় সেখানে এখজন পড়ে গেলে পরিবহ তাঁকে তুলতে যান, তখন পরিবহর কপালে ইটের টুকরো লাগে। এই ভিডিও আসার পরে পরেই সেই প্রভাবশালী সংবাদমাধ্যমের ক্লিপটা আবার মেলানো শুরু হয়, অডিওভিস্যুয়াল যে ক্লিপে রোগীর আত্মীয়কে পেটানোর ছবি পরিষ্কার আছে, এরপর আরও দুটি দিন গড়ায়। এরমধ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত সংবাদমাধ্যমের খবর ও ইউটিউবে দেওয়া রোগীর ছেলের বয়ানের কিছুটা দেখে জানা যায়, মৃত্যুর ঘটনা ঘটে সন্ধে ছ'টার আগে, এরপর বাগবিতাণ্ডার কারণে মৃতদেহ রাত এগারোটা পর্যন্ত ছাড়া হয় না, তখন গাড়িতে মৃতদেহের জন্য খাট নিয়ে কিছু মানুষ আসেন শেষযাত্রাবয় অংশ নেবার জন্য। এদিকে এখানকার ও হোস্টেল থেকে আসা জমায়েত ছাত্রদের তরফে শুরু হয় শক্তি প্রদর্শন, পরিবারের মানুষ ওপরে ওয়ার্ডে উঠে ক্ষমা চাইতে রাজি হলে ও পুলিশ রোগীর আত্মীয়কে ওপরে ছাড়তে চায় না, এর আগে এইভাবে অন্য রোগীর আত্মীয়কে ডাক্তাররা হেনস্থা করেছেন—এক্ষেত্রেও তা হতে পারে এই আশঙ্কায়। এরপর সময় যায় রোগীর কিছু আত্মীয়স্বজন হাসপাতালের গেটের বাইরে থাকেন। প্রকাশিত ভিডিওতে একজন জুনিয়র ডাক্তার যিনি পরিবহর সঙ্গী ছিলেন তাঁকে বলতে শোনা যায় গেটের বাইরের লোকেরা হস্টেল থেকে াসা ছাত্রদের মারছিল, ওদের (জুনিয়র ডাক্তারদের) একটা 'মিস্টেক' হয়, ওরাও বাইরে চলে যায়..... এইসব ঘটনার চাপানউতোর নিয়ে আন্দোলন গড়াতে থাকে, আন্দোলনে ও হাসপাতালের গেটে দেখা যায় পরিচিত কিছু দলীয় রাজনৈতিক মুখ। ডাক্তারদের নিরাপত্তার দাবিতে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল , তা আস্তে আস্তে হয়ে দাঁড়ায় ইগোর লড়াই। মূল অ্যাজেন্ডা হয়ে যায় মুখ্যমন্ত্রী এনআরএসে এসে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে হবে। বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজে বাড়তে থাকে শিশুমৃত্যুর ঘটনা, রোগী মৃত্যুর ঘটনা। এইসব চিত্রে এতদিন যাঁরা ওই প্রভাবশালী সংবাদমাধ্যমের রিপোর্টের নির্ধারিত মূল বক্তব্য ও এনলার্জড স্ক্যান রিপোর্টের আবেগ নিয়ে প্রায় একটি মতেই বিশ্বাসী হয়ে গিয়েছিলেন যে ডাক্তারকে শারীরিক আঘাত করা অন্যায় যাঁরা এতদিন বোঝেননি, বুঝতে চাননি যে এমনটা কেন ঘটল? কেন ডেডবডি আটকে রাখা হল? কেন ডেথ সার্টিফিরেট দেওয়া হল না? কেন হাসপাতলের সুপারকে না জানিয়ে ফোন করেহস্টেল থেকে চাত্র এনে জমায়েত করা হল? স্ক্যান রিপোর্ট (যা হয়ত এনলার্জড কপি) ভাইরাল করা হল অথচ সেই দুশো লোক আর দু'গাড়ির একটি সমান্য মোবাইল প্রমাণ কেন পাওয়া গেল না? হাসপাতালের বাইরে পরিবহ ও অন্যান্যরা কেন গিয়েছিল? তাঁদের মনেও তখন একটু হলেও এই প্রশ্ন তখন আসতে থাকল। খুব উদ্ধত ও বাজে ব্যবহারে মুখ্যমন্ত্রীকে হাসপাতালে আসতে বলার প্রায়-আদেশেরসুর আস্তে আস্তে মৃদু আবেদন হল, যদিও মৃদু স্বরে নানা অভিযোগ করা হল যে ন্যাশনাল মেডিকাল কলেজে আগুন (যার কোনও ছোট ছবিও দেখানো হয়নি, বা দমকলে খবর দেওয়ার কোনও তথ্য পেশ হয়নি) লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, ডাক্তারির ছাত্রীদের নানাভাবে উত্যক্ত করা হয়েছে। জুনিয়র ডাক্তাররাও আস্তে আস্তে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। এরপর নবান্নে যাওয়া মুখ্যমন্ত্রীরসঙ্গে প্রশাসনিক আলোচনা, কয়েকজন প্রবীণ ডাক্তারের মধ্যস্থতা,প্রায় আমে-দুধে মিশে যাওয়ার বাতাবরণ ও সাত দিনের অচলাবস্থার সমাপ্তি। অনুচ্ছেদহীন এই বর্ণনা এই কারণেই যে এই ঘটনাও আদতে ছিল যতিহীন, অনুচ্ছেদহীন, টানটান।

সেই পরিস্থিতিতে যা হওয়া দরকার ছিল,যা কাম্য ছিল তা হয়েছে অত্যন্ত সহনশীল পরিবেশে আলোচনা হয়েছে খুব মুন্সিয়ানায়। তবে জুনিয়র ডাক্তারদের ভিত্তিহীন অভিযোগ মাথায় রেখে বলা হয়েছে যে কোনও অভিযোগ পেলে তা যেন এফআইআর করে রেজিস্টার করা হয়। আর মুখ্যমন্ত্রী খুব সূক্ষ্মভাবে বলেছেন "ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে তা দেখা আমাদের সকলের কাজ।"

এখানে প্রশ্ন থেকে যায়, প্রবাবশালী মিডিয়া ঘটনার চলমান ছবি থাকা সত্ত্বেও কেন রোগীর আত্মীয়কে মারা যে সমান অপরাধের, আর পরিবহর আঘাত এই রোগীর আত্মীয় পেটানোর পর আবার তাঁদের সবক শেখাতে রাস্তায় চলে গিয়ে হয়েছে—তা স্পষ্ট করে কেন বলে না? যদিও এই কথা জানা যে প্রশাসনকে অনেক সময় তিন পা পিছিয়ে যেতে হয় নিজেদের এগিয়ে নিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেবার জন্য,তবু এই সকলের ব্যাপারটা কি আর একটু বিশদে বলা গেল না?

রোগীকে যেমন ডাক্তাররা দেখেন আবারতেমন অনেক সময় দেখেন না, নানাভাবে লাঞ্ছিত করেন, অবহেলা করেন, ফেলে রাখেন, গুরুত্ব দেন না---এমনটা তো আকছারই ঘটে। আমার পরিচিত এখজন তাঁর মাকে নিয় ডাক্তার দেখাতে গিয়ে একজন মরণাপন্ন রোগীর নানারকম অবহেলা দেখে জুনিয়র ডাক্তারকে অনুরোধ করেন বিষয়টি একটু ভালো করে দেখতে, জুনিয়র ডাক্তারটি বলেন কিছুই করার নেই । তখন পরিচিত ছেলেটি ডাক্তারের সামনে বলে ফেলেন---ড্যাম দ্য সিস্টেম। ডাক্তার বলেন---কী। আমাকে গালি দিলেন? পরিচিত বলেন, ---না আমি আপনাকে গালি দহিনি, সিস্টেমকে বলেছি। এরপর সে যখন গেট দিয় মাকে নিয়ে বেরোতে যায় পুলিশ তাকে আটকে দিয়ে বলে তার নামে এফআইআর করা হয়ছে ডাক্তারকে খারাপ কথা বলার জন্য তারপর নানাভোবে বুঝিয়ে ছেলেটি পার পায়।

ফলে ভাঁশের চেয়ে কঞ্চির বেশি দরের মতো এই বেশি দরের কিছু ডাক্তার নিজেদের যা মান করছেন আর যে ছাড় ও সমর্থন তাঁরা পাচ্ছেন তা রীতিমতো উদ্বেগের। সেই সঙ্গে এটাও বারবার যে তাদের ধমকি হুমকির কাছে কেন তাদের বোঝানো হচ্ছে না যে এমনটা তুমি কিন্তু করতে পারো না, চিকিৎসবিজ্ঞান একটি বিষয় যার মধ্যে থেকে যায় কিছু দায়িত্ববোধ। কোনও ভুলভ্রান্তি রোগী ও ডাক্তার দু'পক্ষেরই হতে পারে, তা নির্দিষ্টভাবে না মিটিয়ে এমন সামগ্রিক আক্রমণ করা কোনও পেশাতেই উচিত নয়। যদি একজন ডাক্তারের ভুলের জন্য একজন রোগী মৃত্যু হলেতার দায় সমস্ত ডাক্তাররা না নেন, তবে একজন ডাক্তার কখনও আক্রান্ত হলে প্রায় সমস্ত ডাক্তাররা প্রায় সমস্ত রোগীদের চিকিৎসা কেন বন্ধ করে দেন।

চিকিৎসা এমন একটি বিজ্ঞান যার মধ্যে যতটা থাকে রোগ উপশম করার বিদ্যা ও তার প্রয়োগ, তার সঙ্গ থাকে একটি পারস্পরিক নির্ভরতা, আস্থা। এই নির্ভরতা ও আস্থা না থাকলে রোগী যেমন ভালো হবেন না ডাক্তারও তেমনি ভালো করতে পারবেন না। ফলে ডাক্তারিবিদ্যা আয়ও করবার সঙ্গে সঙ্গে তার পেশার স্বার্থে ও কর্তব্যে তাঁর এই রোগী-ডাক্তার সম্পর্কের ভিত মজবুত করার শিক্ষা অর্জন করা বিশেষ জরুরি। এই শিক্ষা তাঁর চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ের একটি আবশ্যিক উপবিষয়, যা ব্যতিরেকে এই শিক্ষা সম্পূর্ণ নয়। রোগীর শুদউ রোগ নয়, রোগীর অসুবিধের সঙ্গ একাত্ম, সহমর্মী না হলে তাঁর রোগ সারত সমস্যা থাকতে পারে। রোগীর নাম জেনে তাঁর অসুবিধে প্রত্যাশা জিজ্ঞাসা জেনে তার যথাযথ উত্তরের মাধ্যমে ও চিকিৎসা পরিকল্পনারকিছু চিত্র তাঁকে দিয়ে তাঁর ও তাঁর পরিবারের আস্থাভাজন হয় চিকিৎসা শুরু করা, একসঙ্গে চিকিৎসাকালীন পথচলা ভাগ করে নেওয়া চিকিৎসা শেষে প্রয়োজনীয় উপদেশ ও ভবিষ্যৎ সহযোগের আশ্বাস দেওয়া এই সম্পর্ককে পরিপুষ্ট করে। কখনও কথায় কখনও শুশ্রূষায় কখনও উৎসাহ দিয়ে এই সম্পর্ক বিশ্বাসে পরিণত হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞঅনের পঠনপাঠনের তাই এই রোগী চিকিৎসকের সেতু মজবুত করার জন্য এই যোগসূত্রের গোড়ায় জল দেওয়া বিশষ জরুরি। সেই কারণে এথিক্স-ভ্যালু-কমিউনিকেশন স্কিল সমৃদ্ধ করতে ছাত্র ডাক্তারদের এই বিষয়ের পাঠ ও তালিম বাধ্যতামূলক হওযা অবশ্য প্রয়োজন। চিকিৎসা বিজ্ঞানের সঙ্গে মানুষের জীবনের অনেক কিছু এমনকী মৃত্যুও জড়িত সেই কারণে রোগীদের কাছে ডাক্তারের স্থান অনেক উঁচুতে। এই জায়গা তাঁকে অর্জন করতে হয়, কিন্তু তিনি নিজেই যদি নিজেকে প্রথমে সেই জায়গায় বসিয়ে দেন এবং রোগীদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেন তখন তাঁর দেবত্ব মুখ ছুবড়ে পড়ে, সৃষ্টি হয় সংকটমোটনের সংগ্রাম ও সামগ্রিক অস্থিরতা।

(সৌজন্যে দৈঃ স্টেটসম্যান)

দেহপট মনে নট সকলি আর হারায় না

অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়

আগে জানতাম, খোদার ওপর খোদকারি করতে নেই। পরে বুঝেছি, ভুল জানতাম। মানুষ—সে যেমনই হোক, তার নিজের শরীর -মনে সে নিজেই এক ঈশ্বর। সে যেমন নিজেকে ভাঙতে জানে, তেমন গণতেও। নিজের মূর্তি হোক কি ভাবমূর্তি, গড়তে পারে সে। 'যেমন ছিলাম' থেকে 'কেমন হলাম'---এক দীর্ঘ পথ পরিক্রমা। অহরহ ঘটছে আমাদের সবার জীবনে। কিছু ঘুচবে আর কিছু জুটবে—এই হল সারাৎসার।

অভিযোজনের মতো বড় সার্জেন আর বানাতে পারিনি। যোগ্যতমের উদ্‌বর্তন তো হল, তবে আরও অতিরিক্ত কিছুর অ্যাডভেঞ্চারে নামল এবার। এই কাটাছেঁড়ায় মানুষ পুরো সিদ্ধহস্ত। চলো শুরু আজ নতুন খেলাখেলি।

আগে জানতাম, 'অপারেশ' মানে বাদ যাওয়া। অ্যাপেনডিক্স থেকে আঁচিল, কশের দাঁত থেকে পায়ের আঙুল। পরে বুঝলাম, ভুল জানতাম। অপারেশন যোগও করে। চেনা ছোথের জায়গায় অচেনা চোখ, বাতিল বদনের জায়গায় নতুন চিবুক, লাজুক স্তনের বদলে অংহকারী চোলি। ফিসফাস শুরু হল। আসল না নকল? কলেজে পড়ার সময় ছেলেদের হস্টেলে হস্টেলে এক পর্নস্টারের উন্মুক্ত পোস্টার ঝুলত। তাঁর নাম সামান্থা ফক্স। সে এক জাহাবাজ বক্ষ প্রদর্শনী বটে। একটা কমন আলোচনার বিষয় ছিল—এ কি সত্য? এ কি মায়া? না কি অপারেশন? সে সময় অমন একটা-আধটা ঢিল পড়ত দুপুরবেলা। এখন পুরো শিলাবৃষ্টি । বিনোদন জগতের সঙ্গে যুক্ত সব মানুষই কিছু না কিছু গড়িয়েছেন। গয়না পড়ানোর মতো করে। কেউ নাকটা সিধে, কেউ ঠোঁটটা পাউটি। কেউ চোখের কোলব্যাগ মুছে কেই ফেসলিফ্ট—যাঁরা কিছু করাননি, তেমন লোকই বরং এখন দুর্লভ ফিলিম ফ্যাক্টরিতে। আচ্ছা, ও কী করে এতদিন একরকম আছে? নিশ্চয়ই কিছু একটা করেছে। অনুষ্কা শর্মার ঠোঁট দুটো দেখলি? শিল্পা শেঠির মুখটা? প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার নাকটা? যত বেশি নাম, তত বেশি চর্চা। এই কসমেটিক ভোলবদল এখন দেখা হচ্ছে একরকমের ইনভেস্টমেন্ট হিসেবে। দেহপট সনে নট সকলি আর হারায় না। সে নিজেকে নিজে গড়তে জানে। নিজের খুঁতগুলোকে বাছাই করে সে ঢাকচে শিকে গিয়েছে। এবং এই নিয়ে আগে যেমন একটা ঢাকঢাক গুড়গুড় ব্যাপার ছিল, তা এখন একেবারে উধাও। আমার শরীরে কী থাকবে, আর কী থাকবে না, বস্তুত নির্ধারণ করব আমিই। সবাই যে সুফল পাচ্ছেন, এমন নয়। যেমন নিকোল কিডম্যান। বোটক্স করানোর পর মুখ নাড়তে কষ্ট হত তাঁর। 'ব্লু লেগুন' নায়িকা স্বপ্নসুন্দরী ব্রুক শিল্ডস। বহু সার্জারির পর একদিন নিজেকে আয়নায় দেখে আর চিনাতে পারেননি। শেষমেশ একটা জোকারের মতো দেখতে হয়ে যাব না তো---এমন আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন কখনও। জেন ফন্ডা থেকে শুরু করে গুয়েন্থ প্যালট্রো—কিছু আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও কেউই কিন্তু পিছপা হননি অপারেশনে। অ্যাঞ্জেলিনা জোলির সিদ্ধান্তটা 'বৈপ্লবিক'। নিজের স্তনদ্বয় বেমালুম বাদ দিয়েছিলেন তিনি। তারপর করিয়েছেন রিকনস্ট্রাকটিভ সার্জারি। নিজেকে ভাঙা-গড়ারএমন 'আশ্চর্য' সভ্যতা আগে দেখেনি কখনও। যাঁরা পুরুষ থেকে নারী, বা নারী থেকে পুরুষ হতে চাইছেন—তাঁদের সমস্যার ভিত্তি অন্যরকম। কিন্তু আমি যা তাকে ছুরি-কাঁচি দিয়ে আরও উন্নততর করার প্রচেষ্টা —এ এক আলাদা ক্রাইসিস।

আগে জানতাম, শুধু পারফর্মাররাই বদলায় কেবল। পরে বুঝেছি, পুরোটাই ভুল। আসলে পারফর্মার এখন সবাই প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু লজিক আছে নিজেকে গোছানোর। আসাধারণের জন্য একরকম যুক্তি, আর সাধারণের জন্য আরেকরম—নতুন দুনিয়ায় তা হবে না। আমি 'দৃশ্যমান'--বলেই আমার লাইসেন্স আছে পাল্টানোর ---এমন অসাম্য বরদাস্ত করবে না আমজনতা । যা শাহরুখ করেন, তা আমারও চাই। রাজার ঘরে যে ধন আছে, টুনির ঘরেও সে টুনির আলোচাই। আয়নায় সবাই রাজা, আমাদের এই সাজার রাজত্বে।

আগে জানতাম 'সাধারণ' আর 'অসাধারণ' আলাদা। ত্রুটি মার্জনীয়। অপারেশনের অ-টুকু কেড়ে প্রথমে বসান। সবাই অ-সাধারণ হয়ে উঠুন। 'গো অ্যাজ ইউ লাইক'-এর নব কম্পিটিশন। যেমন খুশি সাজো। হৃৎপিণ্ড কেটে মাথায় পরো, মগজ কেটে হাঁটুতে। সত্যি হয়বদন। আসলি ফেস অফ। কী জিনিস পাঠিয়েছিল ধরায়, আর কী স্যাম্পেল ফেরত হল—খাতায় তার হিসেব রাখতে নাকানিচোবানি খেলে খাক ব্যাটা চিত্রগুপ্ত।

(সৌজন্যে প্রতিদিন)

মঙ্গলবার বোধজনং স্কুল অলামনির উদ্যোগে আয়োজিত কৃতী ছাত্র সম্মানা অনুষ্ঠানে অতিথিরা। ছবি- নিজস্ব।

অবিরাম বৃষ্টিতে নাজেহাল মুম্বই : এক দশকের সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত জনজীবন

মুম্বই, ২ জুলাই (হি. স.) : গত এক দশকের সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিতে নাকাল বাণিজ্যনগরী মুম্বই। সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে বিমান ও রেল পরিষেবা। বৃষ্টির দাপট চলছে বিগত পাঁচদিন ধরে। বৃষ্টির দাপটে মঙ্গলবার বাতিল করা হয়েছে ৫২টি উড়ান। ঘুরিয়ে দিতে হয়েছে ৫৫টি বিমানের গতিপথ। রাতভর মুষলধারে বৃষ্টির পর এদিনও বৃষ্টি থামার কোনও লক্ষণ নেই। উপরন্তু, আগামী ৪৮ ঘন্টায় মুম্বই ও শহরতলিতে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। অবিরাম বৃষ্টিতে শহরের প্রতিটি নিচু এলাকা জলমগ্ন। প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণে যান চলাচল বিপর্যস্ত হয়েছে ওয়েস্টার্ন এক্সপ্রেস হাইওয়েতে। কিং সার্কেল এলাকা-সহ মুম্বইয়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় জল জমে গিয়েছে। এমনকি ভাকোলা পুলিশ স্টেশনের ভিতরেও জল জমে গিয়েছে। অবিরাম বৃষ্টিপাতের কারণে স্কুল-কলেজ-অফিস যাওয়ার পথে রীতিমতো ভোগান্তির শিকার হতে হয় নিত্যযাত্রীদের। তাই মঙ্গলবার মহারাষ্ট্রে সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। মহারাষ্ট্রের স্কুল শিক্ষা মন্ত্রী আশীষ শেলার জানিয়েছেন, মুম্বই, নবী মুম্বই, থানে এবং কোঙ্কান এলাকায় ২ জুলাই সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি স্কুল বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও বিএমসি-র মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক জানিয়েছেন, প্রবল বৃষ্টির কারণে ২ জুলাই গ্রেটার মুম্বইয়ে সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। তবে, বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ (বিএসই)-এ এদিন অন্যান্য দিনের মতোই কাজ চলছে। অন্যদিকে, মুম্বইয়ের পূর্ব মালাদে প্রাচীর ভেঙে ১৯ জনের মৃত্যুতে উচ্চস্তরের তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। একটানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত হয়েছে রেল ও বিমান পরিষেবাও। সিওন রেল স্টেশনে রেললাইনে জল জমে যাওয়ার কারণে ট্রেন চলাচল বিপর্যস্ত হয়েছে। মুম্বই বিমানবন্দরেও উড়ান পরিষেবায় বিঘ্ন ঘটেছে। মুম্বই বিমানবন্দরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বৃষ্টির কারণে ৫৪টি বিমান নিকটবর্তী বিমানবন্দরে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্পাইসজেটের বোয়িং ৭৩৭-৮০০ বিমানটি এখনও পর্যন্ত রানওয়েতে আটকে রয়েছে। স্পাইসজেটের মুখপাত্র জানিয়েছেন, পুনে-কলকাতা রুটের বিমানটি ভিজে রানওয়ে দিয়ে ল্যান্ডিংয়ের সময় ভারী বৃষ্টির কারণে এদিন রানওয়ের কেন্দ্রস্থলের দিকে সরাসরি চলে আসে। যার ফলে রানওয়ের ধারের ৪টি লাইট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যদিও সকল যাত্রী এবং ক্রু নিরাপদ রয়েছে। এয়ারক্রাফটটিকে মূল রানওয়ে থেকে বে এরিয়ায় সরিয়ে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। দিল্লি বিমানবন্দর সূত্রে জানানো হয়েছে, মুম্বইয়ে ভারী বৃষ্টির জন্য দিল্লি বিমানবন্দর থেকে ১৬টি বিমান দেরিতে চলেছে এবং ৪টি বিমান বাতিল করা হয়েছে। এর মধ্যেই আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আপাতত প্রবল বৃষ্টি চলবে মুম্বইয়ের বিভিন্ন এলাকায়। বিদারভা এবং মারাঠওয়াড়াতেও আগামী ২ দিন ধরে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে বলে আইএমডি সূত্রে জানা গিয়েছে। রাজ্যজুড়ে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকায় পাহাড়ি অঞ্চলের কাছাকাছি না যাওয়ার পরামর্শ দিয়ে পর্যটকদের সতর্ক করেছে আইএমডি। সেন্ট্রাল রেলের প্রধান পিআর অফিসার সুনীল উদাসি জানান, মুম্বই অঞ্চলে খারাপ আবহাওয়া ও ভারী বৃষ্টিপাতের জন্য একটি ট্রেন বাতিল করা হয়েছে এবং সাতটি ট্রেন সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত মোট ৩৭৫.২ মিমি বৃষ্টি হয়েছে।

বেহাল নিলামবাজার-বিলবাড়ি পূর্ত সড়ক, বিপাকে আন্তর্জাতিক সীমান্তের প্রায় ২৫ হাজার মানুষ ও চারটি বিওপির জওয়ানরা

করিমগঞ্জ (অসম), ২ জুলাই (হি.স.) : কেন্দ্র ও রাজ্যস সরকার গ্রামের সঙ্গে শহরের যোগাযোগ ব্য বস্থাকে অগ্রাধিকার দিলেও, বাস্তবে এর প্রতিফলন ঘটছে না। বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদার ও বিভাগীয় আমলাদের যোগসাজসে সরকারের যোগাযোগের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পরিকল্পনা মাঠে মার খাচ্ছে। নিলামবাজার-বিলবাড়ি পূর্ত রাস্তাটি নরক গুলজারে পরিণত হওয়ায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী প্রায় ২৫ হাজার মানুষের পাশাপাশি চারটি বিওপির জওয়ানরাও বিপাকে পড়েছেন। দীর্ঘদিন ধরে বেহাল থাকলেও রাস্তাটি সংস্কারের কোনও উদ্যোগ নেয়নি পূর্ত বিভাগ। প্রাক্তনমন্ত্রী সিদ্দেক আহমেদের ভূমিকায় ফুঁসছেন ভুক্তভোগী জনগণ। আন্দোলনের হুমকিও দিয়েছেন এলাকার বাসিন্দা তাপস দাস, তাজ উদ্দিন, গিয়াস উদ্দিন, দীপঙ্কর দাস, গোবিন্দ দাস, নিবারণ দাস, রমিজ আলি, দীপক নমশূদ্র, কলিম উদ্দিন, ঝর্ণারানি পাল, উপেশ দাস প্রমুখ। তাঁদের অভিযোগ, নিলামবাজার পূর্ত গ্রামীণ সড়ক বিভাগের আওতাধীন ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত পূর্ত সড়কটি বর্ষার মরশুমে মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে। আঙ্গুরা ও ধলছড়া, এই দুই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় ২৫ হাজার জনগণের চলাচলের একমাত্র মাধ্যম নিলামবাজার-বিলবাড়ি পূর্ত সড়ক। গত নয় বছর আগে প্রায় ১১ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করা হয়েছিল রাস্তাটি। কিন্তু শুরু থেকেই এলাকাবাসী নির্মাণ কাজে দুর্নীতি ও নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ তুলেছিলেন তদানীন্তন মন্ত্রী এলাকার বাসিন্দা সিদ্দেক আহমেদের ঠিকাদার-ভাই মেহবুব আহমদের বিরুদ্ধে। তাঁদের অভিযোগ, তৎকালীন মন্ত্রী সিদ্দেক আহমেদের ভয়ে বিভাগীয় তরফে কোনও ধরনের ইতিবাচক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি ঠিকাদারের বিরুদ্ধে। নিম্নমানের কাজের ফলেই রাস্তাটি বেশিদিন টিকেনি বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন ভুক্তভোগীরা। তাঁদের অভিযোগ, অত্যন্ত দায়সাড়াভাবে কাজ শেষ করলেও, সরকারি নিয়ম অনুযায়ী রাস্তাটির কোনও ধরনের ম্যান্টেনেন্স করেননি ঠিকাদার। তৎকালীন বিভাগীয় কর্তাদের পরোক্ষ মদতে বিলের টাকা উঠিয়ে নিয়েছেন ঠিকাদার মেহবুব আহমেদ। তাই দীর্ঘ প্রায় পাঁচ বছর ধরে কোনও ধরনের সংস্কারের কাজে হাত দেওয়া হয়নি সড়কটিতে। বিশেষ করে ধলিসেতু থেকে শুরু করে বিলবাড়ি পর্যন্ত প্রায় আট কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের রাস্তা খুবই ভয়াবহ অকার ধারণ করায় সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর বিলবাড়ি, ফুলকান্দি, সোনাতোলা ও বালিয়া, চারটি বিওপি ক্যাম্পের জওয়ানরাও প্রচণ্ড বিপাকে পড়েছেন।

চলতি বর্ষার মরশুমেও পুকুরসম গর্তের মিছিলে যেন নরকগুলজারে পরিণত হয়েছে পুরো রাস্তাটি। বৃষ্টির জল জমাট বেঁধে হাঁটু পর্যন্ত কাদায় একাকার। চলাচলের অনুপয়োগী হয়ে পড়েছে নিলামবাজার-বিলবাড়ি পূর্ত সড়ক। বিশেষ করে দুর্গানগর, দত্তগ্রাম, কাবল, টিকরপাড়া, উজানগাঁও, খাসিয়াপুঞ্জি, গাঙ্গপার,বিলবাড়ি, নয়াগ্রাম, বাসুদেবনগর, গানিরগুল, চৌধুরীটিলা, মক্কেরগুল, পেঁচারপার, ভিতরগুল-সহ প্রায় কুড়িটির মতো গ্রামের মানুষ চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন। বেহাল রাস্তা দিয়ে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে কোনও ধরনের হালকা গাড়িও চলাচল করছে না। এই রাস্তার পাশেই রয়েছে বহু সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। বিশেষ করে নিত্য পথচারী, সরকারি অফিস কর্মী, স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী, অটো রিকশাচালক থেকে শুরু করে মুমূর্ষু রোগীদের জন্যা সাক্ষাৎ মরণফাঁদে পরিণত হয়ে পড়েছে সড়কটি।

গ্রামীণ পূর্ত সড়কটির সংস্কারের দাবি নিয়ে একাধিকবার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের দ্বারস্থ হলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি বলে অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগী গ্রামের বাসিন্দাতাপস দাস, তাজ উদ্দিন, গিয়াস উদ্দিন, দীপঙ্কর দাসরা। উপায়ান্তর হয়ে তাঁরা দক্ষিণ করিমগঞ্জের বিধায়ক আজিজ আহমেদ খানেরও দ্বারস্থ হয়েছিলেন। তিনিও এই সমস্যার কোনও সুরাহা হয়নি। বিধায়ক আজিজ সড়ক সংস্কারের আশ্বাস দিলেও বাস্তবে কোনও কাজ হয়নি বলে অভিযোগ করেছেন তাঁরা। এই সড়কের এমন দুর্দশার জন্য তাঁরা প্রাক্তন মন্ত্রী সিদ্দেক আহমেদ-সহ তৎকালীন পূর্ত বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের সরাসরি দায়ী করেছেন। তাঁদের রহস্যজনক নীরবতার ফলে আজ হাজার হাজার মানুষ রাস্তা নিয়ে দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন। তাই ম্যান্টেনেন্স না করে কীভাবে বরাদ্দকৃত টব টাকা হজম করা হল তা-নিয়ে তৎকালীন বিভাগীয় কার্যনির্বাহী বাস্তকার, দায়িত্বপ্রাপ্ত কনিষ্ঠ বাস্তকার ও ঠিকাদার মেহবুব আহমেদকে তদন্তের আওতায় এনে যাবতীয় কাজটি উচ্চস্তরীয় তদন্তের দাবিতে সরব হয়েছেন গ্রামবাসী।

আগরতলায় আয়োজিত ইসকন এর রথযাত্রা নিয়ে মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনে ইসকনের কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

মালাদে দেওয়াল ভেঙে হত ২১ - রাজ্য সরকারের সমালোচনায় কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ২ জুলাই (হি. স.) : প্রবল বৃষ্টির জেরে উত্তর মুম্বইয়ের শহরতলি পূর্ব মালাদ-এ কুঁড়েঘরের উপর বিশালাকার দেওয়াল ভেঙে কমপক্ষে ২১ জনের মৃত্যুতে এর আগে বৃহণমুম্বই কর্পোরেশন (বিএমসি)-র গাফিলতির অভিযোগকে এককথায় উড়িয়ে দিয়েছিলেন শিবসেনা নেতা সঞ্জয় রাউত। এরপর শিবসেনা-বিজেপি জোট শাসিত মহারাষ্ট্রের রাজ্য সরকারের সমালোচনায় এবার কংগ্রেস। এক দশকের মধ্যে একদিনে সর্বাধিক বৃষ্টিতে এদিন পূর্ব মালাদে দেওয়াল ভেঙে ধ্বংসস্তুপের তলায় চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে ২১ জনের। এই ঘটনায় রাজ্য সরকারকে ''ক্ষমতার অহংকারে মত্ত এবং দুর্নীতিগ্রস্ত'' বলে কটাক্ষ করল কংগ্রেস। ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও অনেকে। গত কয়েকদিন ধরে অবিরাম বৃষ্টি হচ্ছে মুম্বই-সহ মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রান্তে। এরই মাঝে মঙ্গলবার ভোররাতে পূর্ব মালাদ-এর পিম্পরিপাড়া এলাকায় কুঁড়েঘরের উপর হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে বিশালাকার দেওয়াল। ধ্বংসস্তুপে চাপা পড়ে এখনও পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২১, এছাড়াও, গুরুতর আহতদের উদ্ধার করে শতাব্দী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ), দমকল, পুলিশ ও উদ্ধারকারী দলের আশঙ্কা, এখনও বেশ কয়েকজন ধ্বংসস্তুপের তলায় চাপা পড়ে রয়েছেন। এদিন সকালে শতাব্দী হাসপাতালে গিয়ে আহতদের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন

ছয়ের পাতায়

প্রশাসনিক ব্যর্থতার জেরে রাজ্যজুড়ে সাম্প্রদায়িক উন্মাদনার বাড়বাড়ন্ত, দাবি বাম-কংগ্রেসের

কলকাতা, ২ জুলাই (হি.স.) : রাজ্যে সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা সৃষ্টি ও গনপিটুনির বিষয়টিতে বিধানসভায় সর্বদলীয় প্রস্তাবের সিদ্ধান্ত নিয়ে একমত হল না সব রাজনৈতিক দল।

রাজ্যে ভোট পরবর্তী হিংসা, সাম্প্রদায়িক অশান্তি ইত্যাদি ইস্যুতে সর্বদলীয় প্রস্তাব আনার জন্য মঙ্গলবার কোনও সমাধানসূত্র বার হল না। বিধানসভার কর্মসূচি বিষয়ক অর্থাৎ বিএ (বিজনেস অ্যাডভাইসরি) কমিটির বৈঠকে এ ব্যাপারে বাম ও কংগ্রেসের আনা প্রস্তাবে 'প্রশাসনিক ব্যর্থতা' কথাটি ছিল। এ কারণে সেই প্রস্তাবে সমর্থন জানাতে পারল না তৃণমূল। তৃণমূলের তরফে পার্থ চট্টোপাধ্যায় এই কথাটি রাখার ব্যাপারে আপত্তি জানান। তারা পৃথক প্রস্তাব পেশ করে অধ্যক্ষের কাছে।

চারদিকে 'ধর্মের নামে অস্থিরতা তৈরির' ও হিংসার ব্যাপারে মূলত বিজেপির বিরুদ্ধেই ছিল তৃণমূলের অভিযোগ। এই ইস্যুতে তারা বাম ও কংগ্রেসকে পাশে না পেলে পৃথক ভাবে অধিবেশনে প্রস্তাব করবে বলে জানা গিয়েছে। তবে এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে আগামী বৃহস্পতিবার বিএ কমিটির প্রস্তাবিত বৈঠকে।

এ দিনের বিএ বৈঠকে অধিবেশনে বিধায়কদের হাজিরা ভাতা এক হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে দু''হাজার টাকা করার আবেদন করা হয়েছে বিধায়কদের তরফে। সেই আবেদন আগেও করা হয়েছিল। কিন্তু অর্থ দফতর আগের সেই প্রস্তাব নাকচ করে দেয়। ঠিক হয়েছে, এবার নতুন করে সেই সুপারিশ পাঠাবেন অধ্যক্ষ।

এ ছাড়া, কেন্দ্রীয় বেশ কয়েকটি রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থা বেসরকারিকরণ করতে চলেছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। বার্ন স্টান্ডার্ড, বিএসএনএল, বেঙ্গল কেমিক্যাল, সাঁতরাগাছি গভর্ণমেন্ট ইন্ডিয়া প্রেস, হুগলি ডক ইত্যাদি দশটি সংস্থার নাম রয়েছে এই তালিকায়। ওই সব সংস্থার সম্ভাব্য বেসরকারিকরণ রুখতে একজোট হওয়ার কথা হয় বিএ বৈঠকে। বিজেপি এ ব্যাপারে তৃণমূল-সিপিএম-কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বাঁধতে আগ্রহী নয় বলে জানিয়ে দিয়েছে। ঠিক হয়েছে শীঘ্রই এ ব্যাপারে চলতি অধিবেশনে প্রস্তাব পেশের সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্খলা ও কাটমানি নিয়ে লোকসভায় সরব দিলীপ-লোকেট

নয়াদিল্লি, ২ জুলাই (হি.স.) : পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্খলা এবং কাটমানি ইস্যুতে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একযোগে লোকসভায় দাঁড়িয়ে সোচ্চার হলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ ও লকেট চট্টোপাধ্যায়।

মঙ্গলবার লোকসভায় দাঁড়িয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে হামলা চালানো হচ্ছে। এমনকি মিথ্যা ফৌজদারি মামলাও দেওয়া হয়েছে। লোকসভা নির্বাচনের প্রচার চলাকালীন বাবুল সুপ্রিয়, অর্জুন সিং এবং তাঁর উপর তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতিরা হামলা চালিয়েছে। ১৫০-র বেশি বিজেপিকর্মী উপর হামলা চালিয়ে তাদের জখম করা হয়েছে। এমনকি বাকিদের বিরুদ্ধে মিথ্যা গাজা মামলাও দেওয়া হয়েছে। সরকারি মদতে রাজ্য পুলিশ এমন চক্রান্ত করেছে বলে লোকসভায় দাঁড়িয়ে দাবি করেছেন দিলীপবাবু।

অন্যদিকে, হুগলির সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায় লোকসভায় কাটমানি ইস্যুতে সরব হয়ে বলেন, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কাটমানি নেয় তৃণমূল কংগ্রেস। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী স্বীকার করে নিয়েছেন যে তাদের নেতারা কাটমানি নেয়। নিচুতলা থেকে উঁচুতলা পর্যন্ত তৃণমূল কংগ্রেসের নেতানেত্রী কাটমানি নেয়। মুখ্যমন্ত্রী নিজে বলেছিলেন ২৫ শতাংশ নিজের কাছে রাখুন বাকি ৭৫ শতাংশ দলকে দিন।

উল্লেখ্য পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে কাটমানি ফেরতের দাবিতে সরব বহু মানুষ। কাটমানি ফেরতের দাবিতে পঞ্চায়ের প্রধান থেকে শুরু করে পৌর প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন এলাকায় সোচ্চার হয়েছে সাধারণ মানুষ।

পান্ডবেশ্বরে বিজেপির কর্মী সম্মেলন শেষে হামলার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে, আহত ৪

দুর্গাপুর, ২ জুলাই (হি. স.) : ফের উত্তপ্ত খনি অঞ্চল পান্ডবেশ্বর। বিজেপির কর্মী সম্মেলন শেষে সশস্ত্র হামলার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। কর্মীদের মারধর ও গাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ। মঙ্গলবার দুপুরে ঘটনাকে ঘিরে চরম উত্তেজনা ছড়াল পশ্চিম বর্ধমানের পান্ডবেশ্বর নীলকণ্ঠ ধর্মশালা এলাকা। ঘটনায় আহত হয়েছে ৪ জন। পরিস্থিতি সামাল দিতে নামল বিশাল পুলিশ বাহিনী।

ঘটনায় জানা গেছে, মঙ্গলবার পান্ডবেশ্বরে মন্ডল ভিত্তিক কর্মী সম্মেলন ছিল। সম্মেলন শেষে দুপুরে খাবারের জন্য গিয়েছিল কর্মী সমর্থকরা। অভিযোগ ওইসময় তৃণমূলের শ''দেড়ক কর্মী সমর্থক লাঠি, রড নিয়ে অতর্কিতে হামলা চালায়। বিজেপির মিটিংয়ে থাকা বিজেপির পশ্চিম বর্ধমান জেলার সহ-সভাপতি ঘনশ্যাম রাম জানান,' সম্মেলন শেষ কয়েকজন কর্মী ছিল। আমরা খেতে গিয়েছিলাম। সেই সুযোগে আমাদের কর্মীদের ওপর তৃণমূলের লোকজন লাঠি, রড ও আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়। গাড়ী ভাঙচুর করে। কয়েকটা মোটরবাইকে তুলে নিয়ে চলে যায়। আহত হয় ৪ জন। তার মধ্যে কমলেশ শ্রীবাস্তব নামে একজনের মাথা ফেটে যায়। শান্তনু দাস নামে এককর্মীকে মাটিতে ফেলে বুকের মধ্যে মারধর করে দুজনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় আসানসোল জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।' উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগে তৃণমূলের পান্ডবেশ্বর ব্লক সভাপতি নরেন চক্রবর্তীকে সশস্ত্র অবস্থা হামলা করতে এক দুষ্কৃতী ধরা পড়ে। উদ্ধার হয় একটি পিস্তল। ঘটনায় বিজেপির দিকে অভিযোগ ওঠে। ওই ঘটনার পর থেকে এলাকায় চাপা উত্তেজনা ছিল। তারপর এদিনের ঘটনায় গোটা এলাকা উত্তপ্ত।

ছয়ের পাতায়

ট্রেনে জয় শ্রীরাম বলাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত অহমেদপুর স্টেশন

আহমেদপুর, ২ জুলাই (হি. স.) : ট্রেনে জয় শ্রীরাম বলাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত অহমেদপুর স্টেশন। ট্রেন দাঁড় করিয়ে চলছে বিক্ষোভ বচসা বাঁধলে ঘটনাস্থলে যায় রেল পুলিশ। ঘটনার সূত্রপাত সোমবার রাতে বাতাসপুর স্টেশনে, কয়েকজন যুবক মালদা টাউন ট্রেনে ওঠে এবং জয় শ্রীরাম ধ্বনি দিতে থাকে। তারপরই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে দুই গ্রুপের মধ্যে। নলহাটি থেকে বোলপুর আসা এক ট্রেনযাত্রী জানান, 'বাতাসপুরে ট্রেনটি দাঁড়ালে হঠাৎ দেখা যায় জনা পঞ্চাশেক লোক লাঠি হাতে নিয়ে যেকোনো কামরার মধ্যে ধাওয়া করছে। কামরার মধ্যে উঠে বলছে কে জয় শ্রীরাম বলেছিস? এরপর ওরা যে কোনো প্যাসেঞ্জারকে ধরে মারধর করে। ট্রেনের মধ্যে থাকা বেশ কিছু নিরীহ যাত্রী

ছয়ের পাতায়

এবার বিজেপিতে যোগ দিলেন প্রাক্তন ফরওয়ার্ড ব্লক সভাপতি

মেদিনীপুর, ২ জুলাই (হি. স.) : মঙ্গলবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা বিজেপি কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপিতে যোগ দিলেন জেলার ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রাক্তন জেলা সভাপতি সুকুমার ভূঁইয়া। তার পুরনো অনুগামী সহ জেলার নারায়ণগড় ও মেদিনীপুর গ্রামীণ এলাকায় মিলিয়ে প্রায় আড়াইশো জন তৃণমূল ও অন্যান্য সংগঠনের কর্মী-সমর্থকেরা এদিন বিজেপিতে যোগ দিলেন। তাদের হাতে পতাকা তুলে দিয়েছেন বিজেপির জেলা সভাপতি সমিত দাস। বাম সরকারের পতনের পর সুকুমার ভূঁইয়া দলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দল ছেড়ে ছিলেন। এরপর বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন। অল্প দিনে বিজেপির সঙ্গে বিভিন্ন কারণে সম্পর্কে অবনতি হয়েছিল। এরপরে আবার তৃণমূলে যোগদান করেন। এই তৃণমূল থাকাকালীন একটি মহিলা কো অপারেটিভ ব্যাংক এর আর্থিক তছরুপ মামলায় জড়িয়ে যান সুকুমার ভূঁইয়া। সিআইডির তদন্তে তাকে গ্রেফতার করা হয়। বিচারাধীন এই মামলা। আর্থিক তছরুপের কারণে তৃণমূল থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় সুকুমার ভূঁইয়াকে। এরপর প্রায় এক বছর বাড়িতে বসে গিয়েছিলেন। তখন থেকেই বিজেপি যে পুনরায় যোগ দেওয়ার জন্য আবেদন করেছিলেন। কিন্তু আর্থিক তছরুপের কারণে তাকে দলে নেওয়ার বিষয়টি রাজ্য নেতৃত্বে কাছে বিবেচনা করতে বলা হয় সম্প্রতি রাজ্য নেতৃত্ব সবুজ সংকেত দিতে মঙ্গলবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা বিজেপি কার্যালয়ে তিনি বিজেপিতে যোগদান করলেন।

এদিন বিজেপি জেলা সভাপতি সমিত দাস বলেন-' আমরা সকলকেই দলে নেব। কিন্তু খুন ,মহিলা ঘটিত মামলা, আর্থিক তছরুপের ঘটনায় জড়িত থাকলে তাদের নেওয়ার ব্যাপারে রাজ্য নেতৃত্বে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তারা সবুজ সংকেত দিলে তবেই নিই। এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। তবে উনি আগেও বিজেপিতে ছিলেন, কোন কারনে সরে গিয়েছিলেন।' এদিন সুকুমার ভূঁইয়া বলেন-'সর্ববৃহৎ শান্তির রাজনৈতিক দল বিজেপি।

মঙ্গলবার টিএসএফ আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

ছবির জগত ছাড়লেন ‘দঙ্গল’খ্যাত জায়রা ওয়াসিম

আজকাল ওয়েবডেস্ক: পাঁচ বছরে একটা ব্লকবাস্টার এবং একটা উচ্চপ্রশংসিত ছবি করার পর বলিউড থেকে নিজের বিদায় ঘোষণা করলেন জাতীয় পুরস্কারজয়ী অভিনেত্রী জায়রা ওয়াসিম। রবিবার ১৮ বছরের এই কাশ্মীরী অভিনেত্রী বলিউডে তাঁর কেরিয়ারের পাঁচ বছর পূর্ণ করলেন। আর এদিনই সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে ছবির জগতের সঙ্গে নিজের সব সম্পর্ক ছিন্ন করার খবর নিজেই দিয়েছেন জায়রা।পাঁচ বছর আগে ‘দঙ্গল’ ছবিতে আমির খানের সঙ্গে ছোট বয়সের গীতা ফোগটের ভূমিকায় সবাইকে চমকে দিয়েছিলেন। এই ছবির জন্যই সেরা সহ অভিনেত্রীর জাতীয় পুরস্কারও জিতেছিলেন তিনি। তারপর আমির খানের সঙ্গেই তাঁর পরবর্তী ছবি ‘দ্য সিক্রেট সুপারস্টার’---এও কিশোরী জায়রার অভিনয় উচ্চপ্রশংসিত হয়েছিল। জায়রা নিজের পোস্টে লিখেছেন, পাঁচ বছর আগে নেওয়া তাঁর একটা সিদ্ধান্ত তাঁর জীবনের পথ বদলে দিয়েছিল। বলিউডে পা রাখতেই তাঁর নিজের পরিচিতির একটা আলাদা জগত খুলে গিয়েছিল। কিন্তু ক্রমশ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, এটা তাঁর কাঙ্খিত জগত নয়। জায়রা লিখেছেন, ‘আমি এই জগতে ঠিকঠাকভাবে খাপ খেয়ে গেলেও আমি এখানকার মানুষ নয়।’সোশ্যাল মিডিয়ার পোস্টে তাঁর অকপট স্বীকারোক্তি, নিজের কর্মক্ষেত্র বা নতুন পরিচিতি নিয়ে তিনি একেবারেই খুশি ছিলেন না। নিজেকে ভিন্ন ব্যক্তিত্ব বলে প্রতীত হচ্ছিল তাঁর। যদিও এই জগত তাঁকে অনেক ভালোবাসা, নতুন পরিচিত এবং প্রশংসা দিয়েছে কিন্তু এই জগতই ধীরে ধীরে তাঁর বিশ্বাসের পথ থেকে সরিয়ে অজ্ঞতার রাস্তায় নিয়ে যাচ্ছিল। নিজের মনের সঙ্গে কয়েকশো বার সংঘর্ষ করে এবং ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রেখেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন জায়রা।জায়রার এই সিদ্ধান্তে স্বভাবতই ভেঙে পড়েছে তাঁর অনুরাগীকুল। বলিউডেও তাঁর ঘনিষ্ঠরা দুঃখ পেলেও তরুণী অভিনেত্রীর সিদ্ধান্তকে সম্মান জানিয়েছেন। জায়রার আগামী ছবি ‘দ্য স্কাই ইস পিংক’—এ তাঁর সঙ্গে রয়েছেন প্রিয়াঙ্কা চোপরা জোনাস এবং ফারহান আখতার। মহানগর ওয়েবডেস্ক: গতকাল জায়রা ওয়াসিমের সিদ্ধান্তে অবাক হয়ে যায় বলিউডের একাংশ। মাত্র পাঁচ বছরের কেরিয়ার হয়েছে তার। এরই মধ্যে নিজের কেরিয়ার শেষ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত এই অভিনেত্রী।মূলকারণ হিসাবে তিনি নিজের ফেসবুক প্রোফাইলে লেখেন ”আমার বলিউডে কাজ নিয়ে কোনও আক্ষেপ নেই। কিন্তু আমি আর এখানে কাজ করতে পারব না। পাঁচ বছর আগে একটা সিদ্ধান্ত নিই আমি যেটা আমার জীবন বদলে দেয়, বলিউডে পা রাখার জন্য জনপ্রিয়তার দরজা খুলে যায়। মানুষের পছন্দের তালিকায় চলে আসি আমি। যুবসমাজের প্রতীক হিসাবেও আমাকে নানাদিক দিয়ে চিহ্নিত করা হয়, কিন্তু আমি এই কাজে নিজেকে আর অংশগ্রহণ করতে চাইছি না।”গতকালই বলিউড ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জায়রা ওয়াসিম। সেই ঘটনাতে বলিউডের একাধিক তারকা নানা মন্তব্য করেছেন। এদিন কার্যত একটি লম্বা বক্তব্য দিয়েছেন অভিনেত্রী তনুশ্রী দত্ত। তিনি জানিয়েছেন, ”আমি আজ সকালে নিউ জার্সিতে ঘুম থেকে উঠেই জানতে পারি জায়রা ওয়াসিমের ঘটনাটি।আমাকে এই ব্যাপারে কিছু বলতে বলা হয়। আমি চেষ্টা করেও জায়রাকে সাহায্যে করতে পারব না, যদি জায়রা সত্যিটা বলে সেটা নিজেকেই লড়াই করতে হবে। তাঁর জীবনে যা চলছে সেটা নিয়েই সিনেমা। বলিউডেই এই ধর্মের ভাবাবেগ চলে এসেছে এটা দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। কিন্তু কী কারণে বলিউডে তাঁদের ভগবানের প্রয়োজন হয়ে পড়ল? আমি জায়রার পোষ্ট পড়েছি, যেটা আমাকে খুবই আঘাত করেছে। আজকের জীবনে প্রচুর যুবক-যুবতীরা নিজেদের আদর্শের জন্য আঘাত পান। জায়রা সেটা নিয়েই আওয়াজ তোলেন দেশ তথা বিশ্বের কাছে জানান তাঁর মনের কথা। আমার মনে হয় তাঁর ইউটিউবে এসেও বলা উচিত। জায়রা এখন বাচ্চা তাঁকে নিয়ে বলিউডের এই আচরণ আমি সমর্থন করিনা। তাঁর যেটা মনে হয়েছে সেটাই করেছে জায়রা। যদি ভবিষ্যতে তাঁর কিছু নতুন মনে হয় কিন্তু তাঁর প্রতিবাদকে আমি সমর্থন করি। যদি তাঁর শান্তি হয় তাতে আমরা খুশি।”

দেবীর অকালবোধনে দেব! প্রকাশ্যে ”সাঁঝবাতি”র ঝলক

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: অকালে দুর্গাপুজো করছেন দেব? আর সেই ছবি নিজের ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করলেন অভিনেতা নিজে! তা হঠাত এখন দুর্গাপুজো? আসলে ”রিয়েল” লাইফ নয় ”রিল” লাইফে দুর্গার আরাধনায় মেতেছেন অভিনেতা। ”সাঁঝবাতি” ছবির শুটিং চলছে। আর দেব সেই ছবির শুটিংয়েই আপাতত ব্যস্ত। লীনা গঙ্গোপাধ্যায় এবং শৈবাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরবর্তী ছবির গল্পতে যে অকালেই দুর্গাপুজোর স্বাদ নিতে পারবেন দর্শকরা, তারই ইঙ্গিত দিলেন অভিনেতা দেব।নুসরতের সম্প্রীতি বার্তায় মুগ্ধ ইসকন, মৌলবাদীদের ফতোয়া উড়িয়ে থাকছেন রথযাত্রায়তা কবে মুক্তি পাচ্ছে ”সাঁঝবাতি”? জানালেন স্বয়ং দেবই। চলতি বছরের বড়দিনে সিনেপ্রেমীদের উপহার হিসেবে আসছে ”সাঁঝবাতি”। তাই কেক-পেস্ট্রির সঙ্গে দুর্গাপুজোর আমেজ উপভোগ করাটা যে এক্কেবারে অন্যরকম হবে, তা হলফ করে বলাই যায়। ”সাঁঝবাতি”, এক অন্যরকম সম্পর্কের গল্প। গতে বাঁধা সম্পর্কের গল্পের ছক ভেঙে ”সাঁঝবাতি” শোনাবে এক নতুন সম্পর্কের রসায়নের গপ্পো। ছবির গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন দেব এবং পাওলি দাম।”সাঁঝবাতি”-তে কেমন হবে তাঁদের লুক? তাও প্রকাশ্যে নিয়ে এলেন দেব। গলায় কালো সুতোয় বাঁধা তাবিজ। পরনে সাদামাটা পাঞ্জাবি। গালে, বুকে হালকা সিঁদুরমাখা দেব। অন্যদিকে, আরেকটি ছবিতে দেব এবং পাওলিকে একসঙ্গে দেখা গেল চপের দোকানের সামনে ভিড় জমাতে। নীল-গোলাপি ছাপ সালোয়ারে পাওলিকে দেখা গেল এক্কেবারে ”ডি-গ্ল্যাম” লুকে, সাধারণ এক মেয়ের চরিত্রে। দেবের পরনে অতি সাধারণ নীল টি-শার্ট। লোকসভা ভোট চলাকালীনই ”সাঁঝবাতি”-র চিত্রনাট্য চূড়ান্ত হওয়ায় কথা জানিয়েছিলেন দেব।গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেব এবং পাওলি থাকলেও এছবির গল্প গড়িয়েছে একা থাকা এক প্রবীণ নাগরিককে নিয়ে। আর সেই মুখ্য ভূমিকায় দেখা যাবে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে। বয়সকালে তাঁকে দেখাশোনা করার জন্য একটি মেয়ে রয়েছে। উপরন্তু, বাড়তি দেখাশোনার জন্য আরও একটি ছেলেকে রাখা হয়। ছেলেটি খুব কট্টর। তার নিজস্ব কিছু ধ্যানধারণা রয়েছে। তার বাইরে যেতে চায় না সে। পরিচালক লীনার ভাষায়, ”যে বয়সে সম্পর্ক গড়ার জায়গা থাকে না, সবটাই ভাঙার খেলা সেখানে নতুন করে কীভাবে তৈরি হয় সম্পর্ক? ”সাঁঝবাতি” বলবে তারই গল্প। যে কারণে ছবির নামের সঙ্গে শীর্ষক একটু অন্যধরনের- ছকভাঙা সম্পর্কের গল্প।” বাস্তব ঘটনার মিশেলে তৈরি হয়েছে ছবির প্লট।ময় নেই, সংসদীয় এলাকা দেখাশোনার জন্য ”প্রতিনিধি” নিয়োগ সানিরউল্লেখ্য, এইপ্রথম সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং দেবকে একসঙ্গে একছবিতে দেখা যাবে। যার নেপথ্যে লীনা-শৈবাল। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে স্ক্রিন স্পেস ভাগ করে নিতে পেরে যারপরনাই আপ্লুত এবং উচ্ছ্বসিত দেব। ইনস্টাগ্রামে ছবি শেয়ার করে শুটিংয়ের সেই আবেগঘন মুহূর্তের জন্য ধন্যবাদও জানিয়েছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে। গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন লিলি চক্রবর্তীও। কাস্টিং প্রসঙ্গে পরিচালক শৈবাল জানান, গল্পটা যেহেতু ছকভাঙার তাই কাস্টিংটাও এই ধরনের ছক ভেঙেই করা হয়েছে।”” নিপাট সাদাসিধে ছেলের চরিত্রে দেখা যাবে দেবকে। দেব এত দিন যে চরিত্রগুলোতে অভিনয় করেছেন, ”সাঁঝবাতি”তে তাঁর চরিত্রটা পুরোপুরি আলাদা। তার ইঙ্গিত মিলল ”সাঁঝবাতি”র সেট থেকে দেবের শেয়ার করা ছবির মধ্যেই।

লাদাখে ছুটি কাটাচ্ছেন সুশান্ত সিং রাজপুত

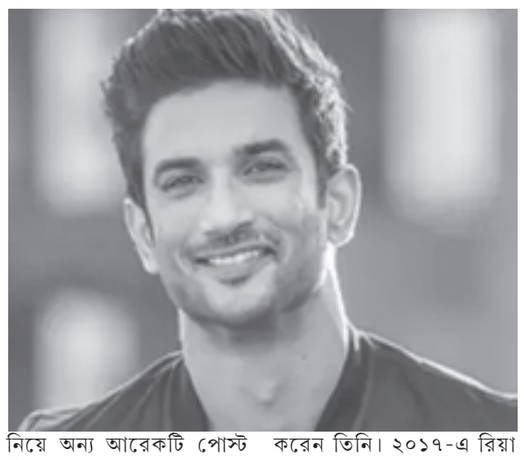

টিনএজারদের ক্রাশ এবং বলিউডের হার্টথ্রব তিনি। কখনও অঙ্কিতা লোখণ্ডওয়ালা আবার কখনও বা কৃতী শ্যানন।তাঁর নাম জুড়েছে একের পর এক বলিউড সুন্দরীদের সঙ্গে। তিনি সুশান্ত সিংহ রাজপুত।মাস খানেক ধরেই বলি মহলে গুঞ্জন, বঙ্গললনা রিয়া চক্রবর্তীর সঙ্গেই নাকি নতুন সম্পর্কে জড়িয়েছেন সুশান্ত! বিভিন্ন রেস্তোরাঁ বা পার্টিতে একসঙ্গে ”কোয়ালিটি টাইম” কাটাতে দেখা যাচ্ছে তাঁদের।যদিও এ বিষয়ে প্রথম থেকে মুখে কুলুপ এঁটেছিলেন দু’জনেই। সম্প্রতি রিয়া এবং সুশান্ত একই সময়ে লাদাখ বেড়াতে যাওয়ার ইনস্টাগ্রাম পোস্ট এই জল্পনাকে আরও উস্কে দিয়েছে। লাদাখ ভ্রমণের পর পর পোস্টে ভরে গিয়েছে এই দুই লাভ বার্ড এর অ্যাকাউন্ট। যদিও একসঙ্গে দু’জনের কোনও ছবি পোস্ট করেননি রিয়া বা সুশান্ত।তবে মজার বিষয় কী জানেন? রিয়া তাঁর একটি পোস্টে স্থানীয় যে বাচ্চাটিকে নিয়ে ছবি দিয়েছেন, সুশান্তও তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে সেই একই বাচ্চাকে নিয়ে অন্য আরেকটি পোস্ট দিয়েছেন। দুটো আলাদা মানুষের পোস্টে একই সময়ে একই বাচ্চা! নিছকই কাকতালীয় নাকি একসঙ্গেই রয়েছেন তাঁরা! প্রশ্ন জেগেছে বলি-ফ্রিকদের মনে।একই বাচ্চা কে নিয়ে ছবি সুশান্ত এবং রিয়ার।২০১২-এ তেলুগু ছবি”তুনেগা তুনেগা”দিয়ে অভিনয়ে হাতেখড়ি হয় রিয়ার। ২০১৩-এ”মেরে ড্যাড কি মারুতি”ছবির মাধ্যমে বলি ডেবিউ করেন তিনি। ২০১৭-এ রিয়া যশরাজ ফিল্মসের ব্যানারে বড় সুযোগ পান। তাদের প্রযোজনায়”ব্যাঙ্ক চোর”ও রয়েছে তাঁর ঝুলিতে। মুকেশ ভট্টের প্রযোজনায়”জলেবি”ছবিতেও অভিনয় করার সময় মুকেশ ভট্টের সঙ্গেও নাম জড়িয়েছিলতাঁর।শুধুই কি ”গুড ফ্রেন্ড”? নাকি বলিউড পেতে চলেছে আরও এক সেলিব্রিটি কাপলকে? উত্তরের আশায় বলিপ্রেমীরা।

বরুণ ধাওয়ান বিয়ে করছেন ছোটবেলার সেই প্রেমিকাকেই

খোঁজখবর ওয়েব ডেস্কঃ বলিউডে তারকাদের মধ্যে বেশ প্রিয় জুটি বরুণ ধাওয়ান ও তার প্রেমিকা নাতাশা দালাল। ছোটবেলা থেকেই তাদের বন্ধুত্ব। কলেজ জীবনে এসে সম্পর্কটি রুপ নেয় ভালোবাসায়।সেই সম্পর্ক উপভোগ করছেন তারা দীর্ঘদিন ধরেই। এবার তার পরিণতি হতে যাচ্ছে বিয়ে দিয়ে। জানা গেছে, খুব শিগগিরই বাজবে বরুণের বিয়ের সানাই। গত বছরের নভেম্বর থেকেই বলিপাড়ায় বরুণ ধাওয়ান ও তার ছোটবেলার বন্ধু-প্রেমিকা নাতাশা দালালের বিয়ের গুঞ্জন

উঠে। সে সময় করণ জোহারের ”কফি উইথ করণ” অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে পেশায় পোশাক ডিজাইনার নাতাশার সঙ্গে নিজের সম্পর্কের কথা স্বীকার করেন বরুণ। এমনকি ভবিষ্যতে তাকে বিয়ে করার সিদ্ধান্তের কথাও জানান।সম্প্রতি বরুণের বাবা পরিচালক ডেভিড ধাওয়ান সংবাদমাধ্যমে ছেলের বিয়ে নিয়ে মুখ খুলেছেন। সেখানে তিনি জানান, আসছে বছরই বিয়ে করবেন তার ছেলে।তিনি আরও বলেন, ”বরুণ এখন বেশ জনপ্রিয়। তার হাতে অনেক কাজ। তবুও সে বিয়ের কথা ভাবছে এটা পরিবারের জন্য আনন্দের সংবাদ। আমরা বেশ ধুমধাম করেই ছেলের বিয়ে দেবো। সময়মতো সবই জানানো হবে। তবে তার আগে কেউ কোনো বাজে গুজব ছড়াবেন না।

গোলাপের সুগন্ধের জিনগত রহস্য উন্মোচন

প্রথমবারের মতো গোলাপের জিনগত কাঠামো উন্মোচন করলেন বিজ্ঞানীরা। এই রহস্য উন্মোচন করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা এমন কিছু পেয়েছেন, যা বিস্ময় তৈরি করেছে।
আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানীদের একটি দল এই গবেষণা করেছে। ওই বিজ্ঞানীরা জানান, আগামীতে নতুন রং এবং গন্ধসমৃদ্ধ গোলাপ তৈরি করা যাবে ফ্রান্সের লিও শহরে এই গবেষণা প্রকল্পটিতে নেতৃত্ব দিয়েছেন মোহাম্মেদ বেনদাহমানে।
মোহামেদ বেনদাহমানে জানান, আট বছর ধরে গবেষণার পর তাঁরা খুঁজে পেয়েছেন কোন জিন গোলাপের গন্ধ তৈরি করে। আর কোন জিন রং তৈরি করে। এছাড়া কোন জিনটি ফুলের স্থায়িত্ব বাড়ায়।
এই গবেষণায় ছিলেন ফ্রান্স , জার্মানি, চীন এবং ব্রিটেনের ৪০ বিজ্ঞানী তাদের এই গবেষণা এথকে এখন জানা যাবে কেন গোলাপের রং এবং গন্ধ এত ভিন্ন ভিন্ন হয়।
গোলাপ চাষীরা এখন আরও সুন্দর গং এবং মিষ্টি গন্ধের নতুন জাতের গোলাপ চাষ করতে পারবেন।
যে গোলাপগুলোতে পোকা লাগবে এবং ফুলদানিতে আরও বেশিদিন তাজা থাকবে।
উল্লেখ্য, হাজার হাজার বছর আগে সম্ভবত চীনে প্রথম গোলাপের চাষ শুরু হয়। সুগন্ধি তৈরির জন্য রোমান সাম্রাজ্যের সময় মধ্যপ্রাচ্যে ব্যাপক গোলাপ চাষ করা হতো।এছাড়া বিভিন্ন রাজকীয় অনুষ্ঠানে গোলাপের পাপড়ি ছিটানোর চলছিল ওই সময়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে গোলাপ রাজসিংহাসন দখলের প্রতীক হয়ে উঠেছিল।

পৃথিবীর দিকে ছুটে আসছে জ্বলন্ত মহাকাশ কেন্দ্র

বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন অকেজো হয়ে পড়া চীনা মহাকাশ স্টেশনের ধ্বংসাবশেষ সোমবারের মধ্যেই ভূপৃষ্ঠে এসে আছড়ে পড়বে। তবে কোথায় পড়বে তা এখনও কেউ ধারণা করতে পারছেন না।
টিয়াংগং ১ নামে এই মহাকাশ গবেষণা স্টেশনটি চীনের উচ্চাভিলাষী মহাকাশ কর্মসূচির অন্যতম প্রধান অংশ ছিল। চীনের লক্ষ্য হচ্ছে ২০২২ সাল নাগাদ তারা মানুষের বসবাসের উপযোগী একটি মহাকাশ কেন্দ্র মহাশূন্যে পাঠাতে চায়। টিয়াংগং ১ ছিল তারই পূর্ব প্রস্তুতি।
২০১১ সালে মহাকাশ কেন্দ্রটি কক্ষপথে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়। প্রায় সাত বছর পর এটি এখন ধ্বংস হয়ে পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসছে। চীনা ও ইউরোপীয় মহাকাশ বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন, সোমবা নাগাদ মহাকাশ কেন্দ্রটি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করবে। বায়ুমন্ডলে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে এটিতে আগুন ধরে যাবে। তারপরও কিছু ধ্বংসাবশেষ মাটিতে এসে পড়বে।
চীনের মহাকাশ প্রকৌশল দফতর তাদের সোশ্যাল মিডিয়ায় নির্ভয় দিয়েছে, কোনো সায়েন্সফিকশন সিনেমার মতো ঘটনা ঘটবে না। বরঞ্চ দেখারমতো কোনো ঘটনা ঘটতে পারে, আকাশে উল্কাবৃষ্টির মতো দৃশ্য চোখে পড়তে পারে।
কোথায় এসে পড়বে এই মহাকাশ স্টেশন?
২০১৬ সালে চীন জানায়, টিয়াংগংয়ের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তারা সেটিকে আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। ফলে কোথায় গিয়ে সেটি পড়বে, তা বলা যাচ্ছে না। ইউরোপীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা জানাচ্ছে, এটি নিউজিল্যান্ড থেকে শুরু করে যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে কোনো এক জায়গায় গিয়ে পড়বে।
কীভাবে এটি বিধ্বস্ত হবে?
এস্ট্রেলিয়ার মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রের ড. এলিয়াস আবোটানিয়োস বলেছেন, বায়ুমণ্ডলে ঢোকার পর এটির পতনের গতি ক্রমে বাড়তে থাকবে।একপর্যায়ে এর গতি ঘন্টায় ২৬ হাজার কিলোমিটারে পৌঁছাতে পারে। তিনি বলেন, ভূপৃষ্ঠের ১০০ কিলোমিটারের মধ্যে পৌঁছানোর পর এটি গরম হতে থাকবে। ফলেএটি পুড়তে শুরু করবে। শেষ পর্যন্ত মাটিতে পড়ার আগে এর কত অংশ টিকে থাকে বলা কঠিন। কারণ এর গঠন নিয়ে চীন কখনও কিছু খুলে বলেনি। ভয়ের কি কোনো কারণ রয়েছে?
বিজ্ঞানীরা বলছেন না। যদিও এই মহাকাশ স্টেশনটির ওজন ৮.৫ টন , কিনতু বায়ুমণ্ডলে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে এটি টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। তবে যন্ত্রগুলো যেমন, তেলের ট্যাংক বা রকেট ইঞ্জিন হয়তো পুরোপুরি ভস্মীভূত নাও হতে পারে। যদি না হয়, তা হলেও এগুলো কোনো মানুষের ওপর এসে পড়বে সেই সম্ভাবনা খুবই কম।
আবোটানিয়োস বলছেন -এসব ক্ষেত্রে ধ্বংসাবশেষের সিংহভাগই গিয়ে পড়ে সাগরে।
টিয়াংগং১ কেমন মহাকাশ স্টেশন?
যুক্তরাষ্ট্র বা রাশিয়ার তুলনায় মহাকাশে চীনেরযাত্রা অল্প দিন আগের ঘটনা। ২০০১ সালে প্রথম চীন মহাকাশ যন্ত্র পাঠায়। তার পর ২০০৩ সালে প্রথমবার চীনা কোনো নভোচারী মহাকাশে যায়। এরপর ২০১১ সালে এসে চীন প্রথম মহাকাশ স্টেশন পাঠায়, যার নাম টিয়াংগং১ বা স্বর্গের প্রাসাদ। এই কেন্দ্রে মানুষ যেতে পারত, তবে অল্প ক'দিনের জন্য। ২০১২ সালে একজন নারী নভোচারী টিয়াংগংয়ে গিয়েছিলেন। দুবছর পর অর্থাৎ ২০১৬ সালের মার্চের পর এটি আর কাজ করছিল না।

তরঙ্গ শক্তি স্থানান্তরের মাইক্রোচিপ উদ্ভাবন

তরঙ্গের মাধ্যমেই আমাদের পরিচিত আলোক শক্তি, শব্দ শক্তি ইত্যাদি সঞ্চালিত হয়। আর তরঙ্গ শক্তি স্থানান্তরিত করে। সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক দল গবেষক এমন একটি মাইক্রোচিপ তৈরি করেছেন যা আলোর তরঙ্গকে শব্দ তরঙ্গে রূপান্তর করতে সক্ষম। মাইক্রোচিপটি আলো হিসেবে সঞ্চিত তথ্য ধীরে ধীরে এবং আরও কার্যকরীভাবে দ্রুত প্রসেস করতে সক্ষম। সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক দলটি তাদের গবেষণা জার্নালটি ‘নেচার কমিউনিকেশনে’ প্রকাশ করেছেন। এই দলে আছেন মরিসত মারক্লিন ও ডক্টর ব্রিজিট স্টিলার।দূর থেকে কোনো তথ্য আদান প্রদানের ক্ষেত্রে আলো তরঙ্গ বেশ সহায়ক ভূমিকা পালন করে। কিন্তু এর একটি দুর্বল দিক হল শব্দ তরঙ্গের তুলনায় এর গতি কম।
ফলে এটি কম্পিউটার ও টেলিযোগাযোগ সিস্টেমের জন্য সংরক্ষিত তথ্য প্রসেসকে কঠিন করে তোলে। এ কারণে শব্দ তরঙ্গ অথবা আলো থেকে পরিণত শব্দ তরঙ্গে তথ্য চলাচলের কাজ দ্রুত হয়।
গবেষকদের মাইক্রোচিপটি আলো তরঙ্গ থেকে তথ্য পাঠাতে যে সময় প্রয়োজন হয় সে সময়ের চেয়ে কম সময়ে শব্দ তরঙ্গতে রূপান্তরিত করে। যা আলো তরঙ্গ থেকে বহু গুণ দ্রুত কাজ করে। গবেষকদের মতে, বর্তমান সময়ের ল্যাপটপগুলোর চেয়ে আলোর তরঙ্গ ভিত্তিক বা ফোটোনিক কম্পিউটারগুলো ২০ গুণ বেশি দ্রুত গতিতে চলতে পারবে। ডক্টর ব্রিজিট স্টিলার বলেন, শব্দ তরঙ্গ রূপান্তরের মাইক্রোচিপটি আলোর তুলনায় ৫ গুণ দ্রুত কাজ করে। এ ছাড়া এটি আলো তরঙ্গের মতো অধিক তাপ উৎপাদন করে না।সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কম্পিউটার প্রযুক্তিও দ্রুত উন্নত হচ্ছে। তবে ডিভাইসগুলো তাপ নিয়ন্ত্রণ করা নিয়ে ঝামেলা পোহাতে হয়। শব্দ তরঙ্গ ব্যবহার করলে তাপবিষয়ক সমস্যা থেকে অনেকটা সমাধান পাওয়া যাবে বলে বিশ্লেষকদের ধারণা।গবেষক দলের মাইক্রোচিপটির উন্নয়ন ঘটনোর জন্য আরও গবেষণা চালানো হচ্ছে।

কেমন আছেন এবং বর্তমানে এখন কি করছেন অভিনেত্রী রিমি সেন?

রিমি সেনের কথা মনে পড়ে? রিমি সেনের পারিবারিক নাম শুভমিত্রা সেন। ১৯৮১ সালে কলকাতায় জন্ম তার। ২০০৩ সালে ”হাঙ্গামা” ছবির মাধ্যমে বলিউডে আত্মপ্রকাশ করেন তিনি।এরপর ২০০৪ সালে বিগ বাজেট ছবি ”ধুম”, ২০০৫ ”কিউ কি” ও ”গরম মাশালা”, ২০০৬ ”গোলমাল” মুক্তি পায় এবং ছবিগুলো বেশ সাড়া ফেলে। মিষ্টি মেয়ে রিমির রূপের জাদুতে মুগ্ধ হন দর্শক। কিন্তু পরবর্তীতে এই অভিনেত্রীর ”জনি গাদ্দার”, ”দে থালি”, ”সঙ্কট সিটি”, ”হর্ন ওকে প্লিজ”ছবিগুলো সাড়া জাগাতে পারেনি।এরপর আর বলিউডে খুঁজে পাওয়া যায়নি রিমিকে। যদিও ২০১৫ সালে ”থ্যাঙ্ক ইউ”ছবির মাধ্যমে বলিউডে ফেরার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ছবিটি বক্স অফিসে মুখ থুবড়ে পড়ে।এরপর অভিনয়ের ছেড়ে রাজনীতির ময়দানে হাজির হন রিমি। ২০১৭ সালে বিজেপির শীর্ষনেতা কৈলাস বিজয়বর্গীয়ের উপস্থিতিতে দিল্লিতে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগ দেন এই অভিনেত্রী।
সে সময় রিমি বলেছিলেন, ”শুধু আমি নয়, সমস্ত ভারত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাজে অনুপ্রাণিত। পার্টির যেখানেই প্রয়োজন হবে, আমি যাব। সরকার আমাদের একটি দায়িত্ব দিয়েছে, আমরা সেটা পূর্ণ করব।”বাঙালি হওয়ায় ফলে রিমিকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে লোকসভা ভোটে লড়ার টিকিট দেবে বিজেপি অনেকেই এমন ধারণা করেছিলেন। কিন্তু তা আর হয়ে উঠেনি।ক্যারিয়ারের শুরুতে মুম্বাই এসে প্রথমে বেশ কিছু বিজ্ঞাপনে সুযোগ পান রিমি। আমির খানের সঙ্গে ঠাণ্ডা পানীয়ের একটি বিজ্ঞাপনের পরই নজরে আসেন তিনি। তার প্রথম চলচ্চিত্র তেলুগু ”নী থডু কাভালি। আর বলিউডের অভিষেক ছবি ”হাঙ্গামা

এক গ্লাস কমলালেবুর রস সুস্থ রাখবে হৃদযন্ত্রকে

প্রতিদিন এক গ্লাস কমলা লেবুর রস আপনাকে স্ট্রোকের আশঙ্কা থেকে বেশ অনেকটাই সুরক্ষিত রাখতে পারে বলে এক সাম্প্রতিক গবেষণায় জানা গিয়েছে। গবেষণাটি প্রকাশিত হয়েছে ব্রিটিশ জার্নাল অফ নিউট্রিশনে। সেখানে দেখানো হয়েছে যারা প্রত্যেকদিন কমলা লেবুর রস খান তাদের ক্ষেত্রে ব্রেনে ক্লটের সমস্যা ২৪ কম হয়।ডেইলি মেইল”-এর রিপোর্টে প্রকাশিত।যারা নিয়মিত কমলা লেবুর রস খান তাদের মধ্যে ১২ থেকে ১৩ হার্টের রোগে ভোগার আশঙ্কা কম হয় বলে জানা গিয়েছে। কারণ কমলালেবুর রস আর্টারির ক্ষতিকে আটকাতে পারে।গবেষণাটি দেখিয়েছে যে, চিনি থাকলে সেই কমলা লেবুর রস স্ট্রোক আটকানোর ক্ষেত্রে খুব একটা কার্যকর ভূমিকা নিতে পারে না। নেদারল্যান্ডের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর পাবলিক হেলথের গবেষকরা বলেছেন, ””টাটকা কমলালেবুর রস খাওয়ার সঙ্গে স্ট্রোক আটকানোর একটা ভালো সংযুক্তিকরণ আমাদের চোখে পড়েছে।

এক নজরে বাংলাদেশ

জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের শারীরিক অবস্থার আরও অবনতির খবর দিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক

ঢাকা,জুলাই ০২।। সিএমএইচে চিকিৎসাধীন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের শারীরিক অবস্থার আরও অবনতির খবর দিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক।সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে এরশাদকে দেখে আসার পর তিনি সাংবাদিকদের বলেছেন, এরশাদ 'লাইফ সাপোর্টে' আছেন।

৯০ বছর বয়সী এরশাদ গত ২২ জুন থেকে সিএমএইচে ভর্তি; হিমোগ্লোবিন স্বল্পতা তার আগেই ছিল, এখন ফুসফুসে সংক্রমণের সঙ্গে দেখা দিয়েছে কিডনির জটিলতা। এরশাদ সরকারের মন্ত্রী অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল আবদুল মালেকের ছেলে জাহিদ মালেক বলেন,ওনার অবস্থা ক্রিটিক্যালই বলা যায়। লাইফ সাপোর্টে আছে। ওভারঅল সিচুয়েশন ক্রিটিক্যাল।

সংসদে বিরোধীদলীয় নেতা এরশাদের চিকিৎসার বিষয়ে তিনি বলেন,ডাক্তাররা সকলেই মত দিয়েছেন, এ মুহূর্তে বাইরে নেওয়ার মতো অবস্থা নেই। এখন যত ধরনের চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব, তা এখানেই দেওয়া সম্ভব। এখন বাকিটা আল্লাহর ইচ্ছা।

সিএমএইচে জাহিদ মালেকের সঙ্গে এরশাদের ভাই, জাতীয় পার্টির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জি এম কাদের ও মহাসচিব মসিউর রহমান রাঙ্গাঁও উপস্থিত ছিলেন। এরশাদকে 'ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটে' রাখার কথা জাতীয় পার্টি এতদিন বলে এলেও সকালে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এ কে এম মোস্তফার ফেইসবুক পোস্ট থেকে জানা যায়, তাকে আইসিইউতে স্থানান্তর করা হয়েছে।মোস্তফা একটি ছবি দিয়ে ক্যাপশনে লিখেছেন, পল্লীবন্ধু এরশাদ স্যারের পাশে কোরআন তেলোয়াত করছেন স্ত্রী বেগম রওশন এরশাদ। আল্লাহ স্যারকে সুস্থ করে দেও।

চিকিৎসাধীন এরশাদের অবস্থা উন্নতির দিকে বলে শনিবার পর্যন্ত জানিয়ে আসছিলেন জাতীয় পার্টির নেতারা। কিন্তু রোববার সকাল থেকে অবনতির দিকে যায়।এরপর রাতে তার মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে তা গুজব বলে উড়িয়ে দেন ভাই জি এম কাদের। ভাইয়ের শারীরিক অবস্থার খবর সময়ে সময়ে সাংবাদিকদের জানাচ্ছেন তিনি।এরশাদের রাজনৈতিক কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে জি এম কাদের মৃত্যুর খবরগুলোকে 'গুজব' আখ্যা দিয়ে কেবল আইএসপিআরের ঘোষণার উপর নির্ভর করতে বলেন সাংবাদিকদের।

এরশাদের সার্বিক শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে তিনি বলেন, সকাল পর্যন্ত উনার শারীরিক অবস্থা আগের মতোই স্থিতিশীল রয়েছে, অর্থাৎ অপরিবর্তিত আছে। ডাক্তারদের ভাষায় অপরিবর্তিত থাকা শুভ লক্ষণ। উনারা শঙ্কা করেছিলেন যে অবস্থার অবনতি হতে পারে। তা যেহেতু হয়নি, স্থিতিশীল আছে।

গত রোববার উনার লাংসের ইনফেকশান বেড়েছিল, সেটা কমের দিকে।যে শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল, আন্ডার প্রেসার অক্সিজেন দিতে হত। এখন দুই ঘণ্টা আন্ডার প্রেসার, দুই ঘণ্টা নরমাল অক্সিজেন দিচ্ছেন। এই ধরনের ট্রেন্ড চালু থাকলে নরমাল অক্সিজেন দেওয়া হবে। এরপর পরিস্থিতির উন্নতি ঘটলে অক্সিজেন সরিয়ে নেওয়া হবে। এরশাদের সংক্রমণ কিডনিতেও ছড়ানোর কথা জানিয়ে জি এম কাদের বলেন, উনার কিডনিতে ইনফেকশান একটু বেড়েছে। ডাক্তাররা এখন সেদিকে দৃষ্টি রাখছেন। তবে উনি শঙ্কামুক্ত নন। আমরা আশাবাদী উনি সুস্থ হয়ে উঠবেন।সকালে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও সড়ক পরিবহনমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এরশাদকে দেখে আসেন।

মনির হোসেন, ঢাকা,

বাংলাদেশের রিফাত হত্যার প্রধান আসামি নয়ন বন্ড বন্দুকযুদ্ধে নিহত

ঢাকা,জুলাই ০২।।বরগুনা শহরে প্রকাশ্য রাস্তায় শাহনেওয়াজ রিফাত শরীফকে কুপিয়ে হত্যার প্রধান সন্দেহভাজন সাব্বির আহম্মেদ ওরফে নয়ন বন্ড পুলিশের সঙ্গে কথিত বন্দুকযুদ্ধে নিহত হয়েছেন।

মঙ্গলবার ভোর সোয়া ৪টার দিকে সদর উপজেলার বুড়ির চর ইউনিয়নের পূর্ব বুড়ির চর গ্রামের পায়রা নদীর তীরে গোলাগুলির ওই ঘটনা ঘটে বলে বরগুনার পুলিশ সুপার মো. মারুফ হোসেনের ভাষ্য।তিনি বলছেন, সদর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. শাহজাহান হোসেনের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল রাতে নয়নকে ধরতে অভিযানে বের হয়। ভোরের দিকে বুড়ির চর গ্রামে নদীর তীরে নয়নের সহযোগীরা পুলিশের দিকে গুলি করে। পুলিশ ও তখন আত্মরক্ষার্থে পাল্টা গুলি চালায়। কিছু সময় গোলাগুলি চলার পর নয়নের সহযোগীরা পালিয়ে যায়। পরে সেখানে নয়নের গুলিবিদ্ধ লাশ পড়ে থাকতে দেখা যায়।পুলিশ সুপার বলছেন, ঘটনাস্থল থেকে একটি পিস্তল, একটি গুলি এবং তিনটি দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে।অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শাহজাহান হোসেনসহ চার পুলিশ সদস্য এই অভিযানে আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

গত ২৫ জুন সকাল সাড়ে ১০টার দিকে জেলা শহরের কলেজ রোডে রিফাত শরীফকে (২৩) স্ত্রীর সামনেই কুপিয়ে জখম করে একদল যুবক। বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে রিফাতের মৃত্যু হয়।রিফাতের ওপর হামলার ভিডিও ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়লে দেশজুড়ে শুরু হয় আলোচনা। সেখানে দেখা যায়, দুই যুবক রামদা হাতে রিফাতকে একের পর এক আঘাত করে চলেছে। আর তার স্ত্রী আয়েশা সিদ্দিকা মিন্নি স্বামীকে বাঁচানোর জন্য হামলাকারীদের ঠেকানোর চেষ্টা করছেন।বরগুনার সরকারি কলেজের ডিগ্রি প্রথম বর্ষের ছাত্রী মিন্নি হামলাকারী সবাইকে চিনতে না পারার কথা জানালেও নয়ন বন্ড, রিফাত ফরাজী ও রিশান ফরাজীর নাম বলেন।

দুই মাস আগে রিফাতকে বিয়ে করা মিন্নি বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের বলেন, বিয়ের আগে থেকেই তাকে উত্ত্যক্ত করত, হুমকি দিত নয়ন। বিভিন্ন সময় পথেঘাটে হেনস্তাও করেছে।রিফাত খুন হওয়ার পরদিন তার বাবা দুলাল শরীফ ১২ জনকে আসামি করে বরগুনা থানায় মামলা করেন।

অভিযানে নেমে পুলিশ এ পর্যন্ত নয়জনকে গ্রেপ্তার করার কথা জানিয়েছে, যাদে মধ্যে এজাহরভুক্ত রয়েছেন চারজন।নয়ন কথিত বন্দুকযুদ্ধে নিহত হলেও তার দুই সহযোগী রিফাত ফরাজী ও রিশান ফরাজীর নাগাল পুলিশ এখনও পায়নি।

বরগুনা সদর থানার ওসি আবির মোহাম্মদ হোসেন জানান, পৌর শহরের বিকেবি রোডের ধানসিঁড়ি এলাকার আবু বক্কর সিদ্দিকীর ছেলে নয়নের বিরুদ্ধে মাদক কেনাবেচা, চুরি, ছিনতাই, হামলা, সন্ত্রাস সৃষ্টিসহ নানা অভিযোগে অন্তত আটটি মামলা রয়েছে।পরিবারের দেওয়া নাম সাব্বির আহম্মেদ হলেও নিজেকে জেমস বন্ড ভাবতে ভালোবাসেন বলে ২৫ বছর বয়সী নয়ন নিজের নাম নেন নয়ন বন্ড। ওই নামেই তিনি বরগুনা শহরে পরিচিত ছিলেন।

জেমস বন্ডের কোড নম্বর '০০৭' এর সঙ্গে মিল রেখে তিনি একটি ফেইসবুক গ্রুপ খুলেছিলেন, যার মাধ্যমে তার সহযোগীদের মধ্যে যোগাযোগ হত। বলা হচ্ছে, ওই ফেইসবুক গ্রুপেই রিফাতকে হত্যার পরিকল্পনা সাজানো হয়।নয়নের গড়ে তোলা গ্যাং ০০৭ শহরের কলেজ রোড, ডিকেপি, দীঘির পাড়, কেজিস্কুল ও ধানসিঁড়ি এলাকায় নানা ধরনের অপরাধ চালিয়ে আসছিল বলে স্থানীয়দের ভাষ্য।তারা বলছেন, ওই গ্রুপে নয়নের প্রধান সহযোগী হলেন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান দেলোয়ার হোসেনের ভায়রার দুই ছেলে রিফাত ফরাজী ও রিশান ফরাজী।

বাংলাদেশে গ্যাসের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে ৭ জুলাই বাম জোটের আধাবেলা হরতাল

ঢাকা,জুলাই ০২।।গ্যাসের দাম বাড়ানোর প্রতিবাদে ৭ জুলাই দেশজুড়ে আধাবেলা হরতাল ডেকেছে বাম দলগুলো।বাম গণতান্ত্রিক জোটের কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদের জরুরি সভায় হরতালের এই সিদ্ধান্ত হয় বলে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

'জনস্বার্থ উপেক্ষা করে গ্যাসের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে, সিলিন্ডার গ্যাসের দাম কমানোর দাবিতে এবং গণদুর্ভোগের বাজেটের প্রতিবাদে' ৭ জুলাই সকাল ৬টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত হরতালের ডাক দিয়েছে বাম জোট।

বাম জোটের শরিক দল সিপিবির নেতা রুহিন হোসেন প্রিন্স বলেন, ৬ তারিখের মধ্যে গ্যাসের বর্ধিত মূল্য প্রত্যাহার করা না হয়, তাহলে ৭ তারিখে সারা দেশে সকাল ৬টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত সর্বাত্মক হরতাল পালন করা হবে। এরপরে আরও কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে। হরতাল ডাকার পাশাপাশি গ্যাসের দাম বাড়ানোর প্রতিবাদে ঢাকায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশও করেছে বাম দলগুলো।বিকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি), গণসংহতি আন্দোলন, সমাজতান্ত্রিক দলসহ (মার্কসবাদী) আরও কয়েকটি দল আলাদাভাবে কর্মসূচি পালন করে। সিপিবির ঢাকা কমিটির উদ্যোগে প্রতিবাদ সমাবেশে দলটির কেন্দ্রীয় নেতা প্রিন্স বলেন, ২০১২ সালে সমুদ্র বিজয়ের পর এখনও পর্যন্ত কেন সমুদ্রের বক্ষ থেকে গ্যাস ক্ষেত্র অনুসন্ধান করা হয়নি? কেন গ্যাস উত্তোলন করা হয় না? কেন স্থলভাগের গ্যাস তোলা হয় না?কারণ একটাই গ্যাস সংকটকে জিম্মি করে এলএনজি আমদানির নামে দেশ-বিদেশের লুটেরা সুবিধা ভোগ করবে।

শ্রমিক নেতা আবদুল কাদেরের সভাপতিত্বে এই সমাবেশে সিপিবির সাধারণ সম্পাদক শাহ আলমসহ ঢাকা কমিটির নেতারা বক্তব্য রাখেন।

গণসংহতি আন্দোলনের সমাবেশে দলটির প্রধান সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকি বলেন,কীভাবে জনগণের ঘাড়ে একের পর এক দাম বৃদ্ধির দায় চাপিয়ে দেওয়া যায়, এই সরকার বেপরোয়াভাবে সেই উদ্যোগ চালিয়ে যাচ্ছে।আমরা বার বার বলেছি- গ্যাসের দাম বাড়ানো হলে জনজীবন নাভিশ্বাস হয়ে উঠবে। দাম বৃদ্ধির ফলে দেশের শিল্প-কারখানা, কৃষি, সামগ্রীকভাবে আমাদের উৎপাদন ব্যবস্থা দারুণভাবে হুমকির মধ্যে পড়বে।সাকি বলেন, "তারা (সরকার) বলছে- গ্যাস নেই, কাজেই দ্বিগুণ দামে এলএমজি আমদানি করতে হচ্ছে, সেই দ্বিগুণ দামের ভর্তুকির হিসেব মেলানোর জন্য গ্যাসের দাম দিনে দিনে বৃদ্ধি করতে হবে।আমাদের স্থলে এবং সমুদ্রে গ্যাস উত্তোলন না করে, গ্যাসের সংকটের ধোঁয়া তারা তুলছেন। এই সংকটকে পুঁজি করে সরকারের সাথে সংশ্লিষ্ট কতিপয় কোম্পানি, যারা এলএনজি আমদানি করছে, তারা এলপিজি ব্যবসায় একচেটিয়া কায়েম করেছে।জনগণ নিরাপত্তা জ্বালানি তহবিলে নিয়মিতভাবে পয়সা দিয়ে এলেও সরকার এই তহবিলকে ব্যবহার করে বাপেক্স শক্তিশালী করছে না বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

সমাজের বিভিন্ন অংশের আপত্তির মধ্যেই সব পর্যায়ে গ্যাসের দাম গড়ে ৩২.৮ শতাংশ বাড়িয়েছে সরকার, যা কার্যকর হবে জুলাইয়ের প্রথম দিন থেকেই।আবাসিক গ্রাহকদের এক চুলার জন্য মাসে ৯২৫ টাকা এবং দুই চুলার জন্য ৯৭৫ টাকা দিতে হবে, যা এতোদিন ছিল যথাক্রমে ৭৫০ টাকা ও ৮০০ টাকা।গৃহস্থালিতে মিটারে যারা গ্যাসের বিল দেন, তাদের প্রতি ঘনমিটার গ্যাসের ব্যবহারের জন্য ১২ টাকা ৬০ পয়সা করে দিতে হবে। এতোদিন প্রতি ঘনমিটারে তাদের বিল হত ৯ টাকা ১০ পয়সা।অর্থাৎ, রান্নার গ্যাসের জন্য চুলাভিত্তিক গ্রাহকদের প্রতি মাসে ২৩ শতাংশ এবং মিটারভিত্তিক গ্রাহকদের ৩৮ শতাংশ বেশি অর্থ খরচ হবে।যানবাহনে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাসের (সিএনজি) দাম সোমবার থেকে প্রতি ঘনমিটারে ৩৮ টাকা থেকে বেড়ে ৪৩ টাকা হবে।এই হিসাবে গাড়ির গ্যাসের জন্য মালিকদের খরচ বাড়বে সাড়ে ৭ শতাংশ। স্বাভাবিকভাবেই গণপরিবহনে এর প্রভাব পড়বে; এর মাসুল দিতে হবে যাত্রীদের।

চীনের দালিয়ানে ওয়ার্ল ইকোনমিক ফোরামের বার্ষিক সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ঢাকা,জুলাই ০২।। মঙ্গলবার সকালে চীনের দালিয়ানে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের (ডব্লিওইএফ) বার্ষিক সম্মেলন আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে। চীনের দালিয়ানে ৩ দিনব্যাপী 'ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরাম'স অ্যানুয়াল মিটিং অব দ্য নিউ চ্যাম্পিয়নস ২০১৯ শীর্ষক এই সম্মেলনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান এবং সরকার প্রধান, ব্যবসায়ী, সুধী সমাজের প্রতিনিধি, শিক্ষাবিদ এবং শিল্পীসহ প্রায় ১ হাজার ৮শ'রও বেশি প্রতিনিধি যোগদান করেছেন। এটি ডব্লিউইএফ সামার দাভোস নামেও পরিচিত।

সম্মেলনের এবারের প্রতিপাদ্য হচ্ছে 'লিডারশীপ ৪.০- সাকসিডিং ইন এ নিউ এরা অব গ্লোবালাইজেশন।লিয়াওডং রাজ্যের দালিয়ান উত্তর পূর্ব এশিয়ার ব্যবসা এবং অর্থনৈতিক কেন্দ্র এবং উত্তর চীনের হংকং হিসেবেও সুপরিচিত।

চীনের প্রধানমন্ত্রী লী কেকিয়াং দালিয়ান আন্তর্জাতিক কনফারেন্স সেন্টারে সকালে এই অ্যানুয়াল মিটিং উদ্বোধন করেন।ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের নির্বাহী চেয়ারম্যান এবং প্রতিষ্ঠাতা ক্লাউস সোয়াব এবং লিআনিং প্রদেশের গভর্নর ত্যাং ইউজুন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন।

এদিকে, গতরাতে দ্বিপাক্ষিক সরকারি সফরে চীনে আগত বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে ডব্লিওইএফ'র বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধনী পর্বে যোগ দিয়েছেন। চীনের প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং সংস্কারের প্রতি তাঁর দেশের কর্মকান্ড অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে বলেন,'আমরা বিদেশি বিনিয়োগের জন্য নতুন যুগের ক্ষেত্র উন্মোচন করবো।' লী কেকিয়াং সমৃদ্ধি এবং সংস্কার অব্যাহত রাখতে একটি সমন্বিত কৌশল প্রণয়ণের ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, আন্তর্জাতিক আইনের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ বিধি-বিধান এবং আইনগুলোকে আমরা বাতিল করবো।

চীনের প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের উৎপানমুখী শিল্প কারখানাগুলোক ইতোমধ্যে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। তাঁর দেশের সেবা খাত অন্যান্য খাতের চাইতে দ্রুত বর্ধনশীল উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'আমরা তাদের জন্য সেবা খাতকে উন্মুক্ত করে দেওয়ার বিষয়েও অঙ্গীকারাবদ্ধ।লী কেকিয়াং বলেন, অর্থনীতি এবং বাজার দুটোই একসঙ্গে দ্রুত বাড়ছে। কাজেই এজন্য বৈশ্বিক নীতিকে আরো উদারিকরণের এবং ব্যবসা বান্ধব করার প্রয়োজন রয়েছে।

বিশ্ব ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বিনিয়োগের মন্থর গতির প্রসংগ উল্লেখ করে চীনের প্রধানমন্ত্রী এই অবস্থার উত্তরণে নতুন অংশীদারিত্ব সৃষ্টি এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।এই নতুন বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রয়োজন বাণিজ্য উদারিকরণ এবং সমতাভিত্তিক মুনাফা অর্জন, যোগ করেন তিনি।

অটিজম এবং নিউরো ডেভেলপমেন্ট ডিজঅর্ডার বিষয়ক জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপার্সন সায়মা ওয়াজেদ হোসেন, পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড় একে আব্দুল মোমেন, প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারী খাত বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলম এবং তথ্য প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন।

সম্মেলনে যোগদানকারী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন প্রধানমন্ত্রী।এই সম্মেলন থেকে বিশ্ব পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ, আঞ্চলিক প্রতিযোগিতা, অর্থনৈতিক অসমতা এবং প্রযুক্তিগত সংকটের বিষয়ে নতুন পরিকল্পনা প্রণয়নের আহবান জানানো হবে।

ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম (ডব্লিউইএফ) একটি সুইজারল্যান্ডের জেনেভা ভিত্তিক সংগঠন এবং ১৯৭১ সালে একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে এর জন্ম। এটি ২০১৫ সালের জানুয়ারি মাসে সুইস ফেডারেল সরকারের আইনে অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার স্বীকৃতি পায়।

ডব্লিউইএফ'র লক্ষ্যে বলা হয়েছে এটি বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহকে ব্যবসায়িক, রাজনৈতিক, প্রাতিষ্ঠানিক এবং সমাজের অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে বৈশ্বিক, আঞ্চলিক এবং শিল্প খাতকে এগিয়ে নেওয়ার অঙ্গীকার নিয়ে গঠিত হয়েছে।

গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে ও খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে বিএনপি'র বিক্ষোভ

ঢাকা,জুলাই ০২।। গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে ও খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে বিএনপি বিক্ষোভ মিছিল করেছে। বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি কার্যকর না করার জন্য দাবি জানিয়েছেন। তিনি বলেন, মূল্যবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত বাতিল না করলে বিএনপি আন্দোলন গড়ে তুলবে। তিনি বলেন, সরকার জনগণকে কষ্টে ফেলতেই ভোক্তা পর্যায়ে গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি করেছে।

মঙ্গলবার দুপুর ১২টার দিকে রিজভীর নেতৃত্বে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপি তাদের অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল করে। মিছিলটি বিএনপি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে শুরু হয়ে নাইটিঙ্গেল মোড় ঘুরে আবারও দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের এসে শেষ হয়।

গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে এবং বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে এই মিছিল হয়। একপর্যায়ে বিজয়নগরে বক্তব্য দেন রিজভী। বর্তমান সরকারকে অবৈধ সরকার উল্লেখ করে রিজভী বলেন, একের পর এক গণবিরোধী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে জনগণের ওপর নিপীড়ন চালিয়ে সরকারের

ছয়ের পাতায়

রিফাত হত্যার আসামী নয়নের মৃত্যুতে বরগুনার কাউকে আড়াল করার চেষ্টা নেই: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

ঢাকা,জুলাই ০২।। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল বলেছেন, বরগুনায় রিফাত শরীফ হত্যাকাণ্ডের প্রধান আসামি সাব্বির আহম্মেদ নয়ন বন্ডের 'বন্দুকযুদ্ধে' মৃত্যুর কাউকে আড়াল করার চেষ্টা নয়। মঙ্গলবার ভোরে বরগুনায় পুলিশের কথিত বন্দুকযুদ্ধে নয়ন নিহত হওয়ার পর সকালে ঢাকার সিরডাপ মিলনায়তনে "শতবর্ষের পথে বঙ্গবন্ধু ও সম্প্রীতির বাংলাদেশ" শীর্ষক এক অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের প্রশ্নে একথা বলেন তিনি।

গত ২৬ মার্চ বরগুনা শহরে প্রকাশ্যে সড়কে স্ত্রীর সামনে কুপিয়ে হত্যা করা হয় যুবক রিফাতকে। ওই ঘটনার ভিডিও ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়লে দেশজুড়ে নিন্দার ঝড় বয়ে যায়।

রিফাতের স্ত্রীর বর্ণনায় নাম আসা প্রধান তিন হামলাকারীকে কয়েক দিনেও গ্রেপ্তার করতে না পারার সমালোচনা চলছিল। এরমধ্যেই সোমবার সকালে পুলিশ প্রধান আসামি নয়নের কথিত বন্দুকযুদ্ধে নিহত হওয়ার খবর দেয়।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আমি আগেই বলেছিলাম, আমরা সবাইকে ধরে ফেলব এবং ধরার শেষ মুহূর্তে এ (নয়ন বন্ড) শুধু পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। আমি যতটুকু শুনেছি, পালিয়ে বেড়াচ্ছিল আর অবস্থান পরিবর্তন করছিল। তাকে জীবিত ধরার সুযোগ কি ছিল না- প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, শেষ পর্যন্ত গুলিবিনিময় কেন করতে হয়েছিল, এটা না জেনে আমি বলতে পারব না।নিশ্চয়ই সে (নয়ন) অস্ত্র দেখিয়েছিল অথবা অথবা গুলি ছুড়ে নিজেকে আড়াল করার জন্য প্রচেষ্টা নিয়েছিল। সেজন্য পুলিশ নিরাপত্তার জন্য এবং পুলিশের নিজেরা নিজেদের জীবন বাঁচানোর জন্য হয়ত এটা (বন্দুকযুদ্ধ) করেছে।

বরগুনা পুলিশ দাবি করেছে, নয়নের পালিয়ে থাকার খবর পেয়ে বরগুনার বুড়ির চর ইউনিয়নের পূর্ব বুড়ির চর গ্রামের পায়রা নদীর তীরে অভিযানে যায় পুলিশের একটি দল। নয়নের সহযোগীরা পুলিশের দিকে গুলি ছুড়লে পুলিশও পাল্টা গুলি চালায়।

এরপর নয়নের সহযোগীরা পালিয়ে গেলে তার গুলিবিদ্ধ লাশ পড়ে থাকতে দেখা যায়। ঘটনাস্থল থেকে একটি পিস্তল, একটি গুলি এবং তিনটি দেশীয় অস্ত্র উদ্ধারের কথা জানিয়েছে পুলিশ।নয়নের পাশাপাশি রিফাত ফরাজী ও নিশান ফরাজী নামে দুই ভাইকেও খুনি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন নিহত রিফাতের স্ত্রী। ফরাজীরা দুই ভাই বরগুনা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ নেতা দেলোয়ার হোসেনের আত্মীয়। স্থানীয় সংসদ সদস্য ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভুর ছেলের বিরুদ্ধে নয়নকে মদদ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

নয়নের কথিত বন্দুকযুদ্ধে মৃত্যু প্রভাবশালীদের আড়াল করার উদ্দেশ্যে বলে ইন্টারনেটে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আলোচনা উঠেছে।

এই বিষয়ে আসাদুজ্জামান কামাল বলেন,আমরা সব কয়টাকে ধরছি। প্রভাবশালী যারা থাকবে, আমরা সব কয়টাকে বের করব।

আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন, কোনো প্রভাবশালী এমনকি নির্বাচনী (জন) প্রতিনিধিকে ক্ষমা করছি না।কোনো প্রভাবশালী কোনো জনপ্রতিনিধি কিংবা কোনো নেতা, এটা আমাদের কাছে কোনো অন্তরায় নয়। যে অন্যায় করবে, সে আইনের মুখোমুখি হবেন।অন্য আসামিদের ধরার আশ্বাস দিয়ে তিনি বলেন, আপনারা নিশ্চিত থাকুন, কারা এর পেছনে ছিল, আপনারা আরও কিছু জানতে পারবেন, আরও কিছু ইনকোয়ারি করে, তদন্ত করে সব আপনারা (সাংবাদিক) জানতে পারবেন।

প্রতিনিধি নিয়োগে কংগ্রেসের সমালোচনার মুখে ক্ষুব্ধ সানি

নয়াদিল্লি, ২ জুলাই (হি. স.) : নিজের কেন্দ্র পঞ্জাবের গুরদাসপুরে নিজের অনুপস্থিতিতে কাজকর্ম দেখাশোনার জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ করে কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনার মুখে এবার ক্ষোভ প্রকাশ করলেন বিজেপি সাংসদ অভিনেতা সানি দেওল। সাংসদের অনুপস্থিতিতে এই কেন্দ্রে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক, জনগণের সমস্যা দেখার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ওই প্রতিনিধি পেশায় লেখক গুরপ্রীত সিং পালহেরিকে। সানি দেওলের এই পদক্ষেপের তীব্র সমালোচনা করে কংগ্রেস মঙ্গলবার দাবি করে, ভোটারদের সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে। এরপরই, একটি নোটিশ দিয়ে তিনি জানান, 'কিছুই যেখানে ঘটেনি এমন সামান্য বিষয় নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। গুরদাসপুরে আমার অফিস সামলানোর জন্য আমি আমার ব্যক্তিগত সহকারী নিয়োগ করেছি মাত্র।'

মঙ্গলবার সানি দেওল নিজেই একটি নোটিশ দিয়ে জানিয়েছেন, 'আমার অনুপস্থিতিতে গুরদাসপুরের কাজকর্ম স্বাভাবিক ও স্বচ্ছল রাখতে গুরপ্রীত সিং পালহেরিকে আমার ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে নিয়োগ করেছি। যাতে এখানকার কোনও কাজ বা সমস্যা পড়ে না থাকে এবং গুরদাসপুরের বাইরে থাকলেও আমি যাতে আমার কেন্দ্রের যেকোনও বিষয়ে ওয়াকিবহাল থাকতে পারি।' এর আগে অবশ্য একটি চিঠিতে সাংসদ নিজেই জানিয়েছিলেন, তিনি নিজের প্রতিনিধি নিয়োগ করেছেন এবং সেই প্রতিনিধি বিভিন্ন বৈঠকে যোগ দেবেন, কেন্দ্র গুরদাসপুরের সমস্যা নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলবেন।

তাঁর এই পদক্ষেপের সমালোচনা করে কংগ্রেস নেতা সুনীল জাখার এদিন জানান, 'একথা যে-কেউ স্বীকার করবেন যে, মার্কেটিংয়ে ক্রেতা সবসময় সঠিক এবং গণতন্ত্রে ভোটার সবসময় সঠিক। ভোটাররা শুধুমাত্র সেলফি তোলা ছাড়া তাঁর থেকে আর কিছু আশা করেন না।' পালহেরি অবশ্য জানিয়েছেন, তাঁকে নিয়োগ করার ফলে গুরদাসপুরের মানুষকে ২৪ ঘণ্টা পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হবে।

অন্যদিকে, আরেক কংগ্রেস নেতা

ছয়ের পাতায়

আইজিএম হাসপাতালে এম্বুলেন্স পরিষেবা সঠিক না থাকার প্রতিবাদে মঙ্গলবার মৌন মিছিল করেন সাধারণ মানুষ। ছবি- নিজস্ব।

বেলদায় এসইউসিআই বিজেপি সংঘর্ষ, আহত ১৭

বেলদা, ২ জুলাই (হি. স.) : বিজেপি ও এসইউসিআই সংঘর্ষে আহত হলেন দুই দলের প্রায় ১৭ জন। সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদাতে । আহতদের উদ্ধার করে বেলদা গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে । এলাকাতে উত্তেজনা থাকায় মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ ।

জানা গিয়েছে, সোমবার সন্ধ্যায় বেলদা থানার বাখরাবাদ পঞ্চায়েতের খুলিয়া এলাকায় একটি মিটিং ডেকেছিল এসইউসিআই। এলাকার সর্বস্তরের মানুষকে নিয়ে বিদ্যাসাগরের জন্মের দ্বিশতবর্ষ উদযাপন কমিটি গঠন করতে এই মিটিং ডাকা হয়েছিল। এলাকায় একটি মূর্তি গঠনের বিষয়ে আলোচনা হওয়ার কথা ছিল। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের স্থানীয় প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য ধীরেন প্রধান সহ কয়েকজনও। এসইউসিআই এর অভিযোগ- খুলিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিটিং চলাকালীন বিজেপির বেশ কয়েকজন হাজির হয় সেখানে। বিজেপির লোকজন ধীরেন বাবুকে বের করে দিতে বলে।ধীরনের কাছ থেকে কাটমানি ফেরতের দাবি তোলা হয়। এসিউসিআই এর লোকজন সেখানে বাধা দিতে যায় । অভিযোগ, এরপরই দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। দুই পক্ষের ব্যাপক সংঘর্ষে পুরুষ ও মহিলা মিলিয়ে প্রায় ১৭ জন জখম হন রাতে । তাদের উদ্ধার করে ভর্তি করা হয় হাসপাতালে । রাতে এলাকায় উত্তেজনা থাকায় বেলদা থানার বিশাল পুলিশবাহিনী এলাকায় পৌছায়। উত্তেজনা থাকায় বসানো হয়েছে পুলিশ পিকেট।

মঙ্গলবার সকাল থেকেও এলাকায় রয়েছে পুলিশ ক্যাম্প। ঘটনার অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি । এসইউসিআই এর জেলা কমিটির নেতা দীপক পাত্রের অভিযোগ- সমস্ত স্তরের মানুষকে নিয়েই বৈঠক ডাকা হয়েছিলে । সেখানে এসে পরিকল্পিত হামলা চালায় বিজেপির লোকজন । মুলত সভা ও সিদ্ধান্ত বাঞ্চাল করাটাই তাদের লক্ষ্য ছিল । সেই লক্ষ্যেই এই বামলা চালিয়েছে । পুরুষ মহিলা মিলিয়ে প্রায় ১৭ জন

ছয়ের পাতায়

কুমারঘাটে বাড়ছে চুরি, থানার ভূমিকায় ক্ষোভ জনমনে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২ জুলাই ।। রাতের আধারে চুরির ঘটনা যেন কিছুতেই পিছু ছাড়ছেনা ঊনকোটি জেলার সংস্কৃতির শহর কুমারঘাটের শহরের প্রানকেন্দ্র এবং তার আশপাশে নগরবাসীর রাতের নিরাপত্তা দেবার জন্য পুলিশি টহল জারি রয়েছে কিন্তু তা সত্তেও কুমারঘাট থানার পুলিশকে চেলেঞ্জ জানিয়ে চোরের দল অবাধে তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে আর ঠুটো জগন্নাথের মতো বসে রয়েছে কুমারঘাট থানার পুলিশ বলে অভিযোগ।রাতের আধারে জনশূন্যতার সুযোগকে পুজি করে ফের চোরের দল থাবা বসায় কুমারঘাটের কমলাশিষ ঘোষের রবারের গডাউনে। পেছনের দরজা ভেঙে দোকানে প্রবেশ করে নিয়ে যায় প্রায় ৬০০ কেজি রবার শিট এবং স্ক্রেট সহ অন্যান্য সামগ্রী বলে জানায় দোকান মালিক।

দোকানে থাকা সিসি টিভি ফুটেজে ধরা পড়ে কিভাবে দোকানে প্রবেশ করেছে চোর।পরে সেই চোর সিসি ক্যামেরার সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয় এবং কাজ সেরে পালায়। পরের দিন দোকান মালিক দোকানে এসে এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করে এবং কুমারঘাট থানায় খবর দেয়।ছুটে যায় হীরার রাজ্যের খাকি উর্দীধারীরা এবং লোক দেখানো তদন্তে নামে।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব পুলিশকে সঠিক ভাবে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন কিন্তু কুমারঘাট থানার পুলিশ কি মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মেনে কাজ করছে?যদি করতো তবে কুমারঘাট শহরের বুকে একের পর এক চুরির ঘটনা কিভাবে সংগঠিত হচ্ছে আর সরকার পরিবর্তনের পর কুমারঘাট শহরের বুকে যত চুরির ঘটনা ঘটেছে তবে এখনো পর্যন্ত একটি ঘটনায়ও কাউকে গ্রেপ্তার কেন করতে পারেনি বিপ্লব দেবের পুলিশ?প্রশ্ন কুমারঘাটবাসীর।

এবারের চুরির ঘটনার সিসি টিভি ফুটেজও কিন্তু রয়েছে কুমারঘাট থানার পুলিশের হাতে,পুলিশ এই চুরির ঘটনায় কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারে, নাকি চলতে থাকে চোর পুলিশের এই খেলা এই দিকেই তাকিয়ে কুমারঘাটবাসী।

গুলি

● **প্রথম পাতার পর**

চিকিৎসকরা।

এদিকে, খবর পেয়ে বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে হাজির হন গন্ডাছড়া থানার ওসি। গন্ডাছড়ার এসডিপিও পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য ঘটনাস্থলে ছুটে যান। এরই মধ্যে বাজার এবং আশপাশের দোকানপাট বন্ধ করে দেন দোকান মালিকরা। অনেকেই ভয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যান। পুলিশের দাবি, ঘটনাস্থলে পুলিশের উপস্থিতি লক্ষ্য করে আইপিএফটি কর্মীরা আরও উশৃঙ্খল হয়ে ওঠেন। ফলে, বাধ্য হয়ে পুলিশ শূন্যে দুই রাউন্ড গুলি ছুড়েছে। এর পরই আইপিএফটি কর্মীরা একে একে সেখান থেকে পালাতে শুরু করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পরিস্থিতি স্বাভাবকি হয়ে ওঠে। কিন্তু, আক্রান্ত বিজেপি কর্মীরা এবার আইপিএফটি কর্মীদের উপর পাল্টা আক্রমণ করে প্রতিশোধ নেবেন বলে আশঙ্কা করার হচ্ছে। কারণ, গন্ডাছড়া মহকুমা জুড়ে পরিবেশ এখনও থমথমে হয়ে রয়েছে।

কৈলাসহর

● **প্রথম পাতার পর**

চম্পট দেয়। পুলিশ বিভিন্ন জায়গায় তল্লাসী চালিয়েও তার কোন হদিশ পায়নি। শেষে মঙ্গলবার পলাতক আসামী মবসির আর কৈলাসহর থানায় আত্মসমর্পণ করে।

দূর্বল

● **প্রথম পাতার পর**

সম্প্রতি ত্রিপুরায় ৩০ হাজার শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দিয়ে অসাধ্য সাধন করা সম্ভব হয়েছে। ফলে, এখন ১৭ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া কঠিন কাজ হবে বলে মনে করি না। সে-ক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণ এবং দুর্বল ছাত্রছাত্রীদের ক্লাসের উপযোগী করে তোলার চ্যালেঞ্জ আমাদের নিতেই হবে, বলেন তিনি।

কর্মশালায় উপস্থিত শিক্ষক-শিক্ষিকারা এই উদ্যোগ সম্পর্কে নিজেদের মতামত দিয়েছেন। প্রত্যেকেই এই উদ্যোগের প্রশংসা করলেও নানা সমস্যাও যে রয়েছে তা-ও তুলে ধরেছেন তাঁরা। তাঁদের মতে, বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের অনুপস্থিতি এই কর্মসূচির সফলতায় অন্যতম প্রধান বাধা। কারণ, যারা বিদ্যালয়ে আসছে তাদের পড়াশুনার প্রতি আগ্রহ বেড়েছে। কিন্তু, এমন অনেক ছাত্রছাত্রী রয়েছে যারা প্রতিনিয়ত বিদ্যাসয়ে উপস্থিত থাকে না। এছাড়াও কিছু সমস্যা রয়েছে যেগুলি সমাধান না করা পর্যন্ত এই কর্মসূচিকে সফল করা সম্ভব হচ্ছে না।

এ-বিষয়ে শিক্ষাসচিব বলেন, বিদ্যালয়গুলিতে সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের সঠিকভাবে পড়ানো হয়নি, এ-কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। তাই, তাদের শিক্ষিত করে তোলার দায়িত্ব নেওয়ার পাশাপাশি পথ খুঁজে বের করতে হবে। তাতে প্রয়োজনীয় সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের যথেষ্ট স্বাধীনতা দেবে ত্রিপুরা সরকার।

শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথও শিক্ষাসচিবের সাথে একমত হয়ে বলেন, শিক্ষকদের যোগ্যতায় ঘাটতি রয়েছে তা কোনওভাবেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। বরং, নিষ্ঠার সাথে কাজ করলে শিক্ষকরাই হলেন সমস্ত অসাধ্য সাধনের একমাত্র কাণ্ডারি। তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর বিরাট ঝুঁকি নিয়ে এনসিইআরটি পাঠ্যক্রম শুরু করা সম্ভব হয়েছে। তাতে শিক্ষকদের কৃতিত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই। তিনি বলেন, সারা দেশে এখন ত্রিপুরাকে মডেল হিসেবে দেখানো হয়েছে। কারণ, এত অল্প সময়ে এনসিইআরটি পাঠ্যক্রম চালু ভীষণ কঠিন ব্যাপার। তাই, তিনি শিক্ষকদের কাছে অনুরোধ করেন, শিক্ষায় ত্রিপুরাকে উচ্চতার চরম শিখরে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা নিন।

শিক্ষামন্ত্রী সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষক খুঁজে বের করা হয়েছে। কারণ, ১ লক্ষ দুর্বল ছাত্রছাত্রীকে ক্লাসের উপযোগী করে তুলতে হবে। তিনি জানান, আগামী ৫ জুলাই থেকে ১৭ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণ শুরু হবে। প্রথম ধাপে ৫ জুলাই থেকে ৯ জুলাই প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। তারপর আবার ১১ জুলাই থেকে পুনরায় প্রশিক্ষণ শুরু হবে। তাঁর দাবি, এই প্রথম ত্রিপুরায় এ-ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তাতে ছাত্রছাত্রীরা উপকৃত হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

টিএসএফ

● **প্রথম পাতার পর**

আইন ২০০৯ এর সরাসরি লঙ্ঘন করা হবে। তাছাড়া এই সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা সঙ্কোচন নীতিকে প্রশ্রয় দেবে। ছাত্র নেতৃবৃন্দ বলেন, এবার উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদেরকে মহাবিদ্যালয়ে ভর্তির নিশ্চয়তা দিতে হবে। মেধার অজুহাত তুলে গ্রাম পাহাড় ও সমস্ত পিছিয়ে পড়া অংশের ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে হয়রানি বন্ধ করতে হবে।

একই সাথে রাজ্যের প্রতিটি মহকুমায় মহাবিদ্যালয়ের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে, যাতে রাজ্যের প্রতিটি মহকুমার ছাত্র-ছাত্রীরা উচ্চশিক্ষার সুযোগ পায়। স্টেট কোটায় রাজ্যের এসটি, এসসি ছাত্র-ছাত্রীদের রাজ্যের বাইরে কারিগরী শিক্ষার জন্য পাঠানোর ক্ষেত্রে সংরক্ষণে রোস্টার পদ্ধতি যথাযথভাবে মানার জন্য দাবি জানানো হয়েছে। রাজ্যের দুটি বিশ্ব বিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি কোর্সগুলির আসন সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে রাজ্যের সমস্ত স্নাতক ছাত্র-ছাত্রীদের স্নাতকোত্তর শিক্ষাগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। বন আইন মোতাবেক জমির পাট্টার জন্য যে সমস্ত আবেদনকারীর আবেদন নাকচ করা হয়েছে সেই সমস্ত আবেদনকারীদের বন থেকে উচ্ছেদ করার নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিমকোর্ট।

এটিএসইউ এবং টিএসএফ এ ধরনের নির্দেশকে অগণতান্ত্রিক এবং অমানবিক বলে মনে করে। তাই এই নির্দেশ প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়েছে। এখনো যারা জমির পাট্টা পায়নি তাদেরকে ২৫ কানি করে জমির পাট্টা প্রদান করার দাবি জানিয়েছে টিএসএফ এবং এটিএসইউ।

আহত ১৭

পাচের পাতার পর

জখম হয়ে হাসপাতালে ভর্তি । তবে অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি । বিজেপির স্থানীয় নেতা অশোক মাইতি বলেন- ওরা বহিরাগতদের নিয়ে এলাকায় বৈঠক করছিল । সেই স্থান দিয়ে আমাদের লোকজনেরা পাশ করছিল । তাদের দেখেই ওই এসইউসিআই ও তৃণমূলের লোকজন হামলা চালিয়েছে । ঘটনার পরেই পুলিশ সেখান থেকে কয়েকজনকে আটক করেছে । মোতায়েন রাখা হয়েছে পুলিশ বাহিনী । হিন্দুস্থান সমাচার /হেনা

মুখে ক্ষুব্ধ সানি

পাচের পাতার পর

কেটিএস তুলসি এদিন বিজেপি সাংসদের সমালোচনা করে বলেন, 'একজন সাংসদ সংসদে সরাসরি মানুষের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং সানি দেওল যদি মনে করেন তাঁর জায়গায় অন্য কেউ মানুষের ক্ষোভের কথা আরও ভালো তুলে ধরতে পারবেন, তাহলে তাঁর পদত্যাগ করা উচিত। ওই প্রতিনিধিই নির্বাচনে লড়ুন।'

এরপরই বিজেপি সাংসদ নোটিশ পেশ করে জানালেন, 'আমি এই কেন্দ্রের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। গুরদাসপুরের মানুষের জন্য যা কিছু করার আমার সাধ্যের মধ্যে তা পুরোপুরি পালন করতে আমি ও আমার দল প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

বিএনপি'র বিক্ষোভ

পাচের পাতার পর

লোকদের পকেট ভারী করা হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় নতুন করে জনগণের কাঁধে চাপানো হলো গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির ভারী বোঝা।

ভোক্তা পর্যায়ে দ্রুত গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি কার্যকর না করার দাবি জানিয়ে রিজভী বলেন, সরকার এ সিদ্ধান্ত বাতিল না করলে বিএনপি আন্দোলন গড়ে তুলবে। এ ছাড়া খালেদা জিয়াকে অন্যায়ভাবে আটকে রাখা হয়েছে অভিযোগ করে এই বিএনপি নেতা তাঁর মুক্তি দাবি করেন।

মিছিলে অংশ নেন বিএনপির প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক হাবিবুল ইসলাম হাবিব, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কাজী আবুল বাশার, সহসভাপতি ইউনুস মৃধা, নবী উল্লাহ নবী প্রমুখ।

আহত ৪

তিনের পাতার পরম

ঘটনার পর এলাকায় চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি সামাল দিতে নামে বিশাল পুলিশবাহীনি। যদিও অভিযোগ অস্বিকার করে তৃণমূলের পান্ডবেশ্বর ব্লক সভাপতি নরেন চক্রবর্তী জানান,' বিজেপির আচরনে মানুষ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। এলাকায় অশান্তি ছড়াচ্ছে বিজেপি।' পুলিশ জানিয়েছে,' এলাকায় পুলিশ মোতায়ন রয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক।

অহমেদপুর স্টেশন

তিনের পাতার পর

আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। যতদূর সম্ভব জয় শ্রীরাম বলাকে কেন্দ্র করেই ঝামেলা।' জয় শ্রীরাম বলতে কি কাউকে জোর করা হয়েছিল? সেই প্রশ্নের উত্তরে রেল যাত্রী জানান, 'সেটা জানা নেই। আমরা যে কামরার মধ্যে ছিলাম সেই কামরায় এরকম জোড় করে কাউকে কিছু বলার মতো কোনো ঘটনা ঘটে নাই।'

তারপরই আমোদপুর স্টেশনে ট্রেন দাঁড় করিয়ে দুই গ্রুপের মধ্যে বচসা শুরু হয়। প্রায় ৪০ মিনিট আমোদপুর স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকে মালদা বর্ধমান ডাউন। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে রেল পুলিশ ও সিআরপিএফ। কিন্তু কি কারনে এমন ঘটনা ঘটলো! কোনো ব্যক্তিকে কি জোড় করে জয় শ্রীরাম বলানোর চেষ্টা করা হচ্ছিল বা কেউ জয় শ্রীরাম শুনে চটে উঠেন? সে বিষয় এখনো পরিষ্কার নয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রেল পুলিশ।

সমালোচনায় কংগ্রেস

তিনের পাতার পর

মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়ণবিশ।

এমন পরিস্থিতিতে মানুষকে বাড়িতে থাকার পরামর্শ দিয়ে সরকারি ছুটি ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। বৃহম্মুম্বই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (বিএমসি)-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পিম্পরিপাড়া এলাকার কুরার গ্রামে উঁচু জায়গায় দেওয়ালের ধারে অবস্থিত ছিল বেশ কয়েকটি কুঁড়েঘর। মঙ্গলবার ভোররাতে বেশ কয়েকটি কুঁড়েঘরের উপর ভেঙে পড়ে বিশালাকার দেওয়াল। ধ্বংসস্তূপের তলায় চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে ২১ জনের। উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ) ও দমকল। এ ব্যাপারে এআইসিসি (অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি)-র পক্ষ থেকে রণদীপ সিং সুরজেওয়ালা টুইট করে মন্তব্য করেন, 'মুম্বইয়ে ২১ জন মারা গিয়েছেন এবং এই ভেঙে পড়া পরিকাঠামো সবাই দেখেছেন। শিবসেনা-বিজেপি কি এখনও এই ঘটনার জন্য দায়বদ্ধ থাকবে না? ১৬ জনেরও বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন এবং আর্থিক মূলধন স্থগিত হয়েছে। গত তিন বছরে রাস্তা ও ড্রেনের ''আপগ্রেডিং''-এর জন্য ৪ হাজার কোটি টাকা খরচ করেছে বিএমসি, কিন্তু এখনও মুম্বইতে কোনও পরিবর্তন হয়নি। সব টাকা কোথায় চলে গেল?'

পুত্রবধূর সঙ্গে অভব্য আচরণ ও কুপ্রস্তাব

নরেন্দ্রপুর, ২ জুলাই (হি.স.): পুত্রবধূর সঙ্গে অভব্য আচরণ ও কুপ্রস্তাব, এমনকি মারধরের হুমকি দেওয়ার অভিযোগে শ্বশুরকে গ্রেফতার করল পুলিশ। দক্ষিণ ২৪ পরগণার নরেন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত বামুনঘাটা এলাকার ঘটনা। ধৃতের নাম সত্যেন্দ্রনাথ সিংহ। অভিযুক্তকে মঙ্গলবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে তোলা হবে। নির্যাতিতা পুত্রবধূ পারমিতা বর্তমানে ছয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা।

খাদ্য

● **প্রথম পাতার পর**

জানানো হবে। সূত্রের খবর, তাঁদের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্ষেত্রে শিল্পের প্রসারে প্রয়োজনীয় প্রকল্প বুঝানো হবে। কারণ, ছোট ছোট গুচ্ছ ইউনিটের মাধ্যমে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প সাফল্য লাভ করতে সক্ষম বলে মনে করছে ত্রিপুরা সরকার।

এদিকে, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণকেই শিল্পের প্রসারে অন্যতম ক্ষেত্র হিসেবে তৈরি করার জন্য রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ আলাদা নীতি প্রনয়ণ করবে বলে সূত্রের দাবি। সূত্রের কথায়, ভারতে তামিলনাড়ু খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ নিয়ে সম্পূর্ণ আলাদা নীতি প্রনয়ণ করেছে। রাজ্য সরকারও একই পথে হাটার চিন্তাভাবনা শুরু করেছে।

অল্টো

● **প্রথম পাতার পর**

বিশাল পুলিশবাহিনী। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে দুর্ঘটনাগ্রস্ত মারুতি অল্টো ও যাত্রীবাহী অটোটিকে কদমতলা থানায় নিয়ে এসেছে। অপরদিকে কদমতলা থানার এসআই বিনোদ দেববর্মা জানান, উনারা ঘটনাটি সুষ্ঠু ভাবে তদন্ত করে দেখছেন।আঘাত প্রাপ্ত চারজন অটো যাত্রী কদমতলা গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসা হওয়ার পর চিকিৎসক উনাদেরকে আজ বাড়িতে পাঠিয়ে দেন। তবে পঞ্চায়েত নির্বাচনের পাক মুহূর্তে এভাবে বিজেপি দলের মনোনীত প্রার্থীর গাড়িতে দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়াতে গোটা কুর্তি এলাকা জুড়ে এক চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে।

কংগ্রেস-এনসিপির

আটের পাতার পর

রাজ্য সরকারকে দায়ী করে এনসিপি নেতা ধনঞ্জয় মুণ্ডে বলেন, একাধিক দেওয়াল ধসে পড়ার ঘটনার পরে সড়ক, সেতু, আবাসনগুলি কেমন অবস্থায় রয়েছে, তা নিয়ে পূর্ণাঙ্গ অডিট হওয়া উচিত। মালাড, কল্যাণ, পুনেতে দেওয়াল ধসে ২৫ জন মানুষের মৃত্যু হয়েছে। জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছে মুম্বইয়ের রাস্তা। বৃষ্টি ছাড়া এই বিষয়ে দুর্নীতিও সমান ভাবে জড়িত। দুর্নীতিতে যারা মত্ত তাদের হয়তো ক্লিনচিট দিতে পারে রাজ্য সরকার। কিন্তু যারা মারা গিয়েছে তাদের কি ফিরিয়ে আনা যাবে। জল জমে যাওয়ার ফলে বহু মানুষ আটকে পড়েছে। রেল পরিষেবাও কার্যত ভেঙে পড়েছে।

কংগ্রেস নেতা মিলিন্দ দেওয়া বলেন, দেওয়া ধসে গিয়ে মৃত্যু হওয়ার ঘটনা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। মুম্বই-আহমেদাবাদ বুলেট ট্রেনের জন্য ৫৪০০০ গাছ কাটা হয়েছে। এই গাছগুলিই এতদিন পর্যন্ত ঝড়, বৃষ্টি থেকে দেশের বাণিজ্য নগরীকে রক্ষা করে চলত।

ভারতের কাছে পরাস্থ বাংলা

আটের পাতার পর

সেঞ্চুরির দুটিতেই শুরুর দিকে জীবন পেয়েছিলেন রোহিত। এই ম্যাচেও সেটির চড়া মূল্য বুঝিয়ে দিয়েছেন প্রতিপক্ষকে। ৭ চার ও ৫ ছক্কায় ৯২ বলে করেছেন ১০৪।

এবারের আসরে রোহিতের যেটি চতুর্থ সেঞ্চুরি। এক বিশ্বকাপে চারটি সেঞ্চুরি আছে কেবল আর কুমার সাঙ্গাকারার।

লোকেশ রাহুলের সঙ্গে রোহিতের উদ্বোধনী জুটিতে ভারত তোলে ১৮০ রান। বিশ্বকাপে বাংলাদেশের বিপক্ষে প্রথম জুটিতে সর্বোচ্চ রান এটিই। ওই ক্যাচ ছাড়া তেমন কোনো সুযোগ আর তৈরি করতে পারেনি বাংলাদেশ। কেবল সাকিব ছাড়া শুরুর দিকে কারও বোলিংয়ে ছিল না ধার। ১০৫ বলে আসে জুটির শতরান, পরের পঞ্চাশে লাগে কেবল ৩৫ বল।

রোহিত ফিফটি স্পর্শ করেন ৪৫ বলে। পরের পঞ্চাশেও লেগেছে ঠিক ৪৫ বল। এই বিশ্বকাপে এটি তার চতুর্থ ও ওয়ানডেতে ২৬তম সেঞ্চুরি। অনেক সময়ই সেঞ্চুরির পর আরও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠেন রোহিত। এ দিন সুযোগটি দেননি সৌম্য সরকার। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ম্যাচের মতো আবারও দলকে ব্রেক থ্রু এনে দেন এই অনিয়মিত বোলার। তার স্লোয়ার উড়িয়ে মারতে গিয়ে ফেরেন রোহিত।

সঙ্গীকে হারানোর পর বেশি দূর যেতে পারেননি রাহুল। স্লোয়ারে ফেরেন তিনিও। ৯২ বলে ৭৭ রান করা ওপেনার বিশ্বকাপে এবার রুবেলের প্রথম শিকার।

চোখধাঁধানো কয়েকটি শটে বিরাট কোহলির রান রথ ছুটতে শুরু করেছিল। ইনিংসের বাংলাদেশের সেরা সময়টুকু আসে তখনই। মুস্তাফিজের দুটি কাটার দলকে উপহার দেয় দুটি উইকেট। পুল শট সীমানায় সোজা ফিল্ডারের হাতে তুলে দেন কোহলি। নতুন ব্যাটসম্যান হার্দিক পান্ডিয়া দ্বিতীয় বলেই শূন্য রানে ফেরেন স্লিপে সৌম্য সরকারের দারুণ ক্যাচে। ডাবল উইকেট মেডেনে যে চাপ সৃষ্টি করেছিলেন মুস্তাফিজ, পরের ওভারে সাইফকে টানা তিন বাউন্ডারিতে তা আলগা করে দেন রিশাভ পান্ত।

৪১ বলে ৪৮ রান করা পান্তকে পরে বিদায় করেন ইনিংস জুড়ে দারুণ বোলিং করা সাকিব। অনেকটা কমে আসে ভারতের রানের গতি। শেষ পর্যন্ত মহেন্দ্র সিং ধোনির ৩৩ বলে ৩৫ ভারতকে নিয়ে যায় তিনশর ওপারে।

শেষ ১০ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ভারত তুলতে পারে ৬৩ রান। শেষ ওভারে দুটি উইকেট নিয়ে মুস্তাফিজ পূরণ করেন ৫ উইকেট।

এই প্রথম বিশ্বকাপে ৫ উইকেট পেলেন বাংলাদেশের কোনো পেসার। ক্যারিয়ারের প্রথম ৯ ওয়ানডেতেই ৩ বার ৫ উইকেট নেওয়া মুস্তাফিজ আরেকটি ৫ উইকেটের স্বাদ পেলেন ৪৩ ম্যাচ পর।

তখনও বেঁচে বাংলাদেশের আশা। কিন্তু ব্যাটসম্যানরা বইতে পারলেন না ভার। ম্যাচ শেষ হতেই গ্যালারির গর্জনের মাঝে যখন উল্লাস করছে ভারতীয় ক্রিকেটাররা, অপরাজিত ব্যাটসম্যান সাইফ তাকিয়ে রইলেন অসহায় চোখে। সেটি যেন গোটা বাংলাদেশেরই দৃষ্টি!

সংক্ষিপ্ত স্কোর:

ভারত: ৫০ ওভারে ৩১৪/৯ (রাহুল ৭৭, রোহিত ১০৪, কোহলি ২৬, পান্ত ৪৮, পান্ডিয়া ০, ধোনি ৩৫, কার্তিক ৮, ভুবনেশ্বর ২, শামি ১, বুমরাহ ০*; মাশরাফি ৫-০-৩৬-০, সাইফ ৭-০-৫৯-০, মুস্তাফিজ ১০-১-৫৯-৫, সাকিব ১০-০-৪১-১, মোসাদ্দেক ৪-০-৩২-০, রুবেল ৮-০-৪৮-১, সৌম্য ৬-০-৩৩-১)।

বাংলাদেশ: ৪৮ ওভারে ২৮৬ (তামিম ২২, সৌম্য ৩৬, সাকিব ৬৬, মুশফিক ২৪, লিটন ২২, মোসাদ্দেক ৩, সাব্বির ৩৬, সাইফ ৫১*, মাশরাফি ৮, রুবেল ৯, মুস্তাফিজ ০; ভুবনেশ্বর ৯-০-৫১-১, বুমরাহ ১০-১-৫৫-৪, শামি ৯-০-৬৮-১, চেহেল ১০-০-৫০-১, পান্ডিয়া ১০-০-৬০-৩)।

ফল: ভারত ২৮ রানে জয়ী

ম্যান অব দা ম্যাচ: রোহিত শর্মা

প্রার্থীরা

● **প্রথম পাতার পর**

গ্রহণ করা হোক। এবিষয়ে তিনি বিজেপি প্রদেশ সভাপতি তথা মুখ্যমন্ত্রী এবং নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষন করেছেন। ভয়মুক্ত পরিবেশ তৈরি হলে সিপিআইএম প্রার্থীরা জয় নিশ্চিত করতে পারবেন বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন।

মনোনয়ন

● **প্রথম পাতার পর**

১৩জন। পঞ্চায়েত সমিতির ২৩টির মধ্যে সিপিএমের ১৪জন, বিজেপির ৮জন এবং কংগ্রেসের ১ জন ও জেলা পরিষদের ১০ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন।

মহিলা

● **প্রথম পাতার পর**

জওয়ানদের দেখতে পেয়ে তারা সেখান থেকে পালিয়ে যায়। সঞ্জীব কুমারের দাবি, এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে ১,১৮০টি ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার হয়েছে। যার বাজারমূল্য ৫ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা। ওই ইয়াবা ট্যাবলেটগুলি মধুপুর থানার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে, জানান তিনি।এদিকে, গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযানে নেমে সোনামুড়া থানাধীন এনসিনগর বিওপি-র জওয়ানরা রাঙ্গামাটিয়া গ্রামে সন্দেহভাজন পাচারকারী আব্দুল হাসেম (৩৫)-এর বাড়ি থেকে ৩১০টি ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে। পুলিশ ও বিএসএফ যৌথ অভিযানে নেমে তার বাড়ির পাশে পুকুর থেকে দুটি ছোট প্যাকেট উদ্ধার করে। ওই প্যাকেটের ভিতরে ইয়াবা ট্যাবলেট পাওয়া গিয়েছে। সঞ্জীব কুমার জানিয়েছেন, উদ্ধারকৃত ইয়াবা ট্যাবলেটের বাজারমূল্য ১ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা। ওই ইয়াবা ট্যাবলেট সোনামুড়া থানার পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে বিএসএফ, জানান তিনি। অন্যদিকে, তেলিয়ামুড়ায় লক্ষাধিক টাকার ব্রাউন সুগার সহ এক মহিলাকে আটক করা হয়েছে। ধৃত মহিলার নাম দিপীকা দাস। বাড়ি চাকমাঘাটে। গোপন সূত্রের ভিত্তিতে শিলচর-আগরতলা ট্রেন থেকে তেলিয়ামুড়া স্টেশনে ওই মহিলাকে আটক করা হয়। পুলিশ রেল স্টেশন থেকে মহিলাকে আটক করে। তার কাছ থেকে বিস্তর পরিমাণ ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করা হয়। জানা গিয়েছে, ওই মহিলা দীর্ঘদিন ধরেই নেশা চোরাচালানের সাথে জড়িত।

মুখ্যমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সহ প্রত্যেক ব্যক্তিকে এগিয়ে আসতে হবে। সকলের সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমেই সবুজ ত্রিপুরা গড়ে তুলতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব বলেন, রাজ্যের নতুন সরকার বন আইনে বাঁশকে ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন নিয়মনীতির ছাড় দিয়ে বাঁশের ব্যবহারকে সহজলভ্য করেছেন। তার ফলে ত্রিপুরাবাসী বিশেষ করে জনজাতি অংশের জনগণ উপকৃত হবেন। ত্রিপুরার বাঁশ, বেত ও বনজ সম্পদকে কেন্দ্র করে যে কুটির শিল্প রয়েছে তা রাজ্যের বাইরে বাজারজাত করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরার কুটির শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যেতে রাজ্যের বাঁশ এবং বনজ সম্পদকে রক্ষা করতে হবে। নতুন গাছ লাগাতে হবে। গাছকে রক্ষা করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার আগর গাছের ব্যবহার ও বিক্রির জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর ফলে বেসরকারীভাবে আগরগাছ চাষীরাও উপকৃত হবেন। আগর গাছকে কেন্দ্র করে কর্মসংস্থানেরও সৃষ্টি হবে। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার সমস্ত পাকা রাস্তার দুই ধারে ফুল ও ফলের গাছ লাগানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। প্রথম দিকে সমস্ত পর্যটন কেন্দ্রগুলিকে কেন্দ্র করে এগুলি লাগানো হবে এবং চলতি বছরেই এই কাজ শুরু হবে। এই পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে ফুল ও ফলের গাছ লাগানোর ফলে এই কেন্দ্রগুলি আরও সবুজ ও সুন্দর হয়ে উঠবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা রাজ্যকে জঞ্জালমুক্ত করারও অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছে। খুব কম সময়ে ত্রিপুরা সরকার পুরনিগম, সব পুরপরিষদ, নগর পঞ্চায়েত এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলির সহযোগিতায় জঞ্জাল মুক্ত ত্রিপুরা গড়ে তুলবে। তিনি বলেন, সমস্ত শহর-নগর গুলিকে যেমন জঞ্জালমুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে তেমনি জঞ্জালগুলি রি-সাইক্লিং করে নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন সম্পদ সৃষ্টি করা হবে। এর ফলে কর্মসংস্থানের যেমন সৃষ্টি হবে তেমনি সবুজ ত্রিপুরা, আবর্জনামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার অঙ্গীকার সার্থক হবে।

অনুষ্ঠানে বনমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া বলেন, এই বছরের বনমহোৎসবের ভাবনা 'ইচ ওয়ান প্ল্যান্ট ওয়ান' এই ভিত্তিতে প্রত্যেককে ১টি করে গাছ লাগাতে হবে। ঐ গাছ ভবিষ্যতে নিজের এবং ভাবী প্রজন্মের জীবন জীবিকা রক্ষার কাজে ফলপ্রসু হবে। রাজ্যের প্রত্যেক মানুষকে গাছ লাগাতে তিনি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে বন দপ্তরে কর্মরত ৩ জন কর্মীকে বনরক্ষা এবং বনসৃজনের ক্ষেত্রে উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য পুরষ্কার প্রদান করা হয়। 'ফরেষ্টার অব দি ইয়ার- ২০১৯' পেয়েছেন ফরেষ্টার সুকান্ত দাস। বনরত্ন পুরষ্কার পেয়েছেন ফরেষ্টার অমিয় সুত্রধর। 'শ্রেষ্ঠ অংশীদারি বনায়ন পরিচালক' পুরষ্কার পেয়েছেন ফরেষ্টার বিশ্বদীপ দাস। মুখ্যমন্ত্রী তাদের হাতে পুরষ্কার তুলেদেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক শঙ্কর রায়, অরুণ চন্দ্র ভৌমিক, জোলাইবাড়ী বি এ সি'র চেয়ারম্যান অংক্য মগ চৌধুরী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, স্বাগত ভাষণ রাখেন প্রধান মুখ্য বন সংরক্ষক ড অলিন্দ রাস্তোগী। রাজ্যভিত্তিক বনমহোৎসব অনুষ্ঠান শুরুর আগে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আগর বৃক্ষের একটি চারা রোপন করেন।

জোর প্রচার

আটের পাতার পর

উদ্যোগে মঙ্গলবার দলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক ভগবান দাস এক সাংবাদিক সম্মেলনের ডাক দেন।

তিনি জানান এবারেই দল প্রথম পুরো একটি পঞ্চায়েতে মহিলা প্রার্থী নির্বাচিত করেছে।যেটি হল পাবিয়াছড়া বিধানসভার উজান দুধপুর পঞ্চায়েত এখানে ৫ টি ওয়ার্ডের ৯টি আসনেই রয়েছে মহিলা প্রার্থী।

পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপি মনোনিত প্রার্থীরা বিপুল ভোটে জয়ী হবেন বলেও সাংবাদিক সম্মেলনে দৃড় প্রত্যয় ব্যাক্ত করলেন বিধায়ক। আগামীকাল অর্থাৎ ৩রা জুলাই পাবিয়াছড়া বিধানসভার প্রার্থীরা মনোনয়ন দাখিল করবেন বলে জানা গেছে।

রথযাত্রা উৎসব

আটের পাতার পর

থেকে শুরু হবে জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা উৎসব। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ওরিয়েন্ট চৌমুহনির গুরুজি কনফারেন্স হলে ৭দিনব্যাপী শ্রীশ্রী জগন্নাথ অবস্থান করবেন। গুরুজি কনফারেন্স হলের সামনেই নয়দিনব্যাপী নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়েছে। দেশ বিদেশের বহু ভক্ত তাতে অংশ নেবেন। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল অধ্যাপক কাপ্তানি সিং সোলাঙ্কি সহ অন্যান্যরা উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে। এছাড়াও ৯দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানে উপমুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য মন্ত্রী সহ বিশিষ্টজনেরা অনুষ্ঠানে শামল হবেন। মঙ্গলবার ইশকন মিশনের পক্ষ থেকে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এই বিষয়ে তথ্য জানানো হয়।

অবস্থান বিক্ষোভ

আটের পাতার পর

আগমন বন্ধ করতে হবে, যাতে করে কলেজের ছাত্রীরা নিজেদের আরও সুরক্ষিত বোধ করে। দ্বিতীয়ত, রাজ্যের বিভিন্ন কলেজে বিষয়ভিত্তিক অধ্যাপক অধ্যাপিকা নেয়। আমাদের অবস্থান বিক্ষোভে রয়েছে সেই সমস্ত শূন্যস্থান পূরণেরও দাবি। কলেজের অনার্সের আসন বেচাকেনা বন্ধ করে যোগ্য পড়ুয়াদের জন্য সেই আসনের ব্যবস্থা করা হোক। এছাড়াও কলেজে পরিশোধিত পানীয় জল, কলেজকে নেশা মুক্ত করা, কলেজকে ধূমপানমুক্ত এলাকায় পরিণত করা ইত্যাদি।' এবিভিপির তরফ থেকে আরও জানানো হয়, 'এই সকল দাবি ছাড়াও আমাদের অবস্থান বিক্ষোভের আরও মূল দাবি হলো কলেজে নির্বাচন ফিরিয়ে নিয়ে আসা।

খেলা

রোহিত শর্মা সেঞ্চুরি ইনিংস খেলে ভাঙলেন ধোনির বিশ্বরেকর্ড

ভারত আর বাংলাদেশের মধ্যে বিশ্বকাপ ২০১৯এর ৪০তম ম্যাচ বার্মিংহ্যামের এজবাস্টন ক্রিকেট স্টেডিয়ামে খেলা হচ্ছে। এই ম্যাচের টস ভারতীয় দল জেতে আর প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়। প্রথমে ব্যাট করে ভারত দুর্দান্ত শুরু করেছে। রোহিত শর্মা আর কেএল রাহুল প্রথম উইকেটের হয়ে ১৮০ রানের এক বড়ো পার্টনারশিপ গড়েছেন।রোহিত শর্মা করলেন ১০৪ রানের দুর্দান্ত সেঞ্চুরিভারতীয় দলের তারকা ওপেনার রোহিত শর্মা এই ম্যাচে ৯২ বলে ১০৪ রানের ঝোড়ো সেঞ্চুরি করেন। তিনি নিজের ইনিংসে ৭টি চার আর ৫টি ছক্কা মেরেছেন। জানিয়ে দিই যে রোহিত শর্মা আজ নিজের ওয়ানডে কেরিয়ায়রের ২৬তম সেঞ্চুরি করেছেন। অন্যদিকে এই বিশ্বকাওপে এটি তার চতুর্থ সেঞ্চুরি ছিল।ধোনিকে ছক্কার বিষয়ে ফেললেন পেছনেএই ম্যাচে ভারতীয় দলের তারকা ওপেনার ব্যাটসম্যান রোহিত শর্মা ইতিহাস গড়ে ফেলেছেন। ভারতীয় দলের তারকা ওপেনার রোহিত শর্মা ছক্কার বিষয়ে এমএস ধোনিকে পেছনে ফেলে দিয়েছেন। আসলে রোহিত শর্মা ধোনিকে পেছনে ফেলে ভারতের হয়ে ওয়ানডে ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি ছক্কা মারা খেলোয়াড় হয়ে গিয়েছেন। এমএস ধোনি ভারতীয় দলের হয়ে ২২৮টি ছক্কা মেরেছিলেন, কিন্তু রোহিত তাকে পেছনবে ফেলে মোট ২৩০টি ছক্কা ওয়ানডে কেরিয়ারে মেরে ফেললেন।দীর্ঘ থেকেছে এখনো পর্যন্ত ক্রিকেট কেরিয়ার রোহিত শর্মার এখনো পর্যন্ত ওয়ানডে ক্রিকেটে মোট ২১৩টি ম্যাচ খেলা হয়েছে। যার মধ্যে তিনি ৪৮.৮৮র দুর্দান্ত গড়ে ৮৫৫৪ রান করেছেন। এর মধ্যে তার স্ট্রাইকরেট থেকেছে ৮৮.৪৭। এখনো পর্যন্ত ২৬টি সেঞ্চুরি এবং ৪২টি হাফসেঞ্চুরি তিনি ভারতের হয়ে করেছেন। তার সর্বোচ্চ স্কোর ২৬৪। ৭৫২টি চার আর ২৩০টি ছক্কা তিনি ভারতের হয়ে মেরেছেন। ভারতের এই তারকা ওপেনার যেখানে ২৭টি টেস্ট ৩৯.৬২ গড়ে ১৫৮৫ রান করেছেন। অন্যদিকে তিনি নিজের খেলা ৯৪টি টি-২০ ম্যাচে ৩২.৩৭ গড়ে ২৩৩১ রান করেছেন। বিশ্বকাপে চতুর্থ সেঞ্চুরি করলেন রোহিত শর্মা। এই বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ রান রয়েছে রোহিতের ঝুলিতে। সেইসঙ্গে ভেঙেছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের রেকর্ড। বিশ্বকাপে সৌরভের তিনটি সেঞ্চুরি ছিল।লোকেশ রাহুলের ব্যাটে ভর করে ভাল শুরু করে ভারত। প্রথম জুটিতে রোহিত ১০৪ আর রাহুল ৭৭ রানে আউট হন। বাংলাদেশের পেসাররা খুব বেশি কাবু করতে পারেনি ভারতকে। আর তার জেরেই লম্বা রানের টার্গেট খাড়া করেছে ভারত। সাকিব অল হাসান এসে রান কিছুটা বাঁধার চেষ্টা করলেও বাকিরা ব্যর্থ। রোহিতের ক্যাচ ফেলে দেন তামিম। এই বিশ্বকাপে এটাই ভারতের এখনও সব থেকে ভাল শুরু। লম্বা টার্গেট।বিশ্বকাপে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টসে জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়। বার্মিংহামে এই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে ভারতীয় দলে এসেছেন চোট সারিয়ে সুস্থ হওয়া ভুবনেশ্বর কুমার এবং কেদার যাদবের জায়গায় দীনেশ কার্তিক। বাংলাদেশ দলে দুটি বদল করা হয়েছে। মাহমুদউল্লাহ চোট থেকে সুস্থ না হয়ে ওঠায় তাঁর জায়গায় দলে ফিরেছেন সাব্বির রহমান। আর মেহেদি হাসান মিরাজের জায়গায় খেলছেন পেসার রুবেল হোসেন। চার পেসার নিয়ে মাঠে নামছে বাংলাদেশ।৩১৪ রান ৯ ইউকেট ৫০ ওভার। বাংলাদেশকে করতে হবে ৩১৫ রান।

চিলির বিরুদ্ধে পেনাল্টি মিস! ফুটবলারকে খুনের হুমকি

আজকাল ওয়েবডেস্ক: ফের খুনের হুমকি দেওয়া হল কলম্বিয়ার এক ফুটবলারকে। কোপা আমেরিকায় চিলির বিরুদ্ধে টাইব্রেকারে শট মিস করেছিলেন কলম্বিয়ার জাতীয় দলের ফুটবলার উইলিয়াম টেসিলো। যার ফলে কোপা থেকে ছিটকে যেতে হয় কলম্বিয়াকে। তারপরই সোশ্যাল মিডিয়ায় খুনের হুমকি দেওয়া হয়েছে টেসিলোকে। ফুটবলারটির স্ত্রী ড্যানিয়েলা মেজিয়া তাঁর ইনস্টাগ্রামে মৃত্যুর হুমকির একটি স্ক্রিনশট তুলে দিয়েছেন। যা উস্কে দিয়েছে আন্দ্রে এসকোবারের হত্যার ঘটনাকে। ১৯৯৪ বিশ্বকাপে আত্মঘাতী গোল করে ফেলেছিলেন কলম্বিয়ার এই ফুটবলার। দেশে ফেরার পর এসকোবারকে গুলি করে হত্যা করে দুষ্কৃতীরা। টেসিলো বলেছেন, 'আমার স্ত্রীর কাছে খুনের হুমকি দেওয়া মেসেজ এসেছে। যেখানে আমাকে খুন করার কথা বলা হয়েছে।' গোটা ঘটনাটি প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। তারা তদন্ত শুরু করেছে। ফুটবলারটির

বিরাট, রোহিতকে সাহায্য করার মতো কাউকে চাই: শ্রীকান্ত

আজকাল ওয়েবডেস্ক: রবিবার ইংল্যান্ডের কাছে ভারত হারাতেই কোথায় খামতি তা নিয়ে কাটাছেঁড়া শুরু হয়ে গেছে। কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্তও করলেন। তাঁর মতে বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মাকে সাহায্য করার মতো কাউকে চাই। শ্রীকান্ত নিজের কথার ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন, 'এই ভারতীয় দলে কিছু সমস্যা আছে। যার সমাধান হওয়া দরকার। এই মুহূর্তে রান পাচ্ছে বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা। কিন্তু মিডল অর্ডারে ওদের সাহায্য করার মতো কাউকে চাই।' ভারতীয় বোলাররা রবিবার প্রচুর রান দিয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে শ্রীকান্ত বলেছেন, 'যশপ্রীত বুমরা, মহম্মদ সামি ভাল বল করলেও স্পিনাররা রবিবার প্রচুর রান দিয়েছে। তবে এক—আধটা দিন এরকম হতেই পারে।'তবে একটা হার নিয়ে চিন্তিত নন শ্রীকান্ত। বলেছেন, 'ইংল্যান্ডের কাছে ভারত হেরে গেলেও এটাকে বিপর্যয় বলব না। চাই, এই হার থেকে শিক্ষা নিয়ে ভারত বাকি দুটি ম্যাচ খেলুক।' ইংল্যান্ডকে নিয়ে শ্রীকান্তের মত, 'পরিকল্পনা করেই মাঠে নেমেছিল ইংল্যান্ড। বেন স্টোকস তো দুর্দান্ত। মিডল ওভারে প্লাঙ্কেটও বল হাতে দারুণ পারফর্ম করেছে। ইংল্যান্ডের কাছে ছিল মরণ—বাঁচন ম্যাচ। ভারতের মতো শক্তিশালী দলকে হারিয়ে ওরা নিজেদের ফিরে পেয়েছে। বুমরা শেষদিকে রান না আটকালে স্কোর আরও বড় হতে পারত। যোগ্য দল হিসেবেই জিতেছে ইংল্যান্ড।'

কুলদীপ, চাহাল ছন্দে না থাকলে সমস্যায় পড়বে ভারত: পানেসার

আজকাল ওয়েবডেস্ক: কুলদীপ যাদব ও যুজবেন্দ্র চাহাল ছন্দে না থাকলে সমস্যায় পড়তে হবে ভারতকে। মনে করছেন ইংল্যান্ডের প্রাক্তন স্পিনার মন্টি পানেসার। তিনি বলেছেন, 'ইংল্যান্ড ম্যাচ কুলদীপ ও চাহালের কাছে খারাপ দিন ছিল। এটা প্রমাণিত যে এই দু'জন ভাল বোলিং করতে না পারলে ভারত পার্থক্য গড়তে পারবে না। ইংল্যান্ড ম্যাচই তার প্রমাণ। ভারতকে ভাল কিছু করতে হলে এই দু'জনের মধ্যে অন্তত একজনকে সব ম্যাচে সফল হতেই হবে। যদি দু'জনই ভাল বোলিং করে তো দারুণ ব্যাপার। ভারত অনেকটা এগিয়ে যাবে।' বেয়ারস্টো এবং জেসন রয় কীভাবে সফল হয়েছেন এই দুই ভারতীয় স্পিনারের বিরুদ্ধে, তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন পানেসার। বলেছেন, 'বেয়ারস্টো ও রয় দুই স্পিনারের বিরুদ্ধে সাহসিকতার সঙ্গে ব্যাট করেছে। অনেকটা পা বাড়িয়ে খেলছিল। দু'জনের ভারসাম্যও খুব ভাল ছিল। কুলদীপ ও চাহাল যখনই ফ্লাইট করাচ্ছিল, এগিয়ে এসে আক্রমণ করছিল দুই ব্যাটসম্যান। ফ্লাইটে একেবারেই ভয় পায়নি।' ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ২০ ওভারে দুই স্পিনার দেন ১৬০ রান। বেয়ারস্টো ও রয় তাণ্ডব চালিয়েছিলেন কুলদীপ ও চাহালের উপর। এই ২০ ওভারই ম্যাচের পার্থক্য গড়ে দিয়েছে বলে মনে করেন পানেসার।

১২ বছর পর বিশ্বকাপ অভিষেক হল দীনেশ কার্তিকের

আজকাল ওয়েবডেস্ক: ১২ বছর পর বিশ্বকাপ অভিষেক হল দীনেশ কার্তিকের। ২০০৭ বিশ্বকাপে তিনি দলে ছিলেন। কিন্তু ভারত নক আউটে যেতে পারেনি। তিনটি ম্যাচে উইকেটরক্ষক ছিলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। খারাপ ফর্মের জন্য ২০১১ ও ২০১৫ বিশ্বকাপে সুযোগ পাননি কার্তিক। ২০১৯ বিশ্বকাপের চূড়ান্ত দলে ছিলেন। অবশেষে মঙ্গলবার বাংলাদেশ

ম্যাচে বিশ্বকাপ অভিষেক হল কার্তিকের। কেদার যাদবের বদলে দলে এসেছেন কার্তিক। বিশ্বকাপে চারটি ম্যাচে ছাপ রাখতে পারেননি কেদার। রান পেয়েছেন অপরাজিত ৯, ৫২, ৭ এবং অপরাজিত ১২। মাত্র একটি অর্ধশতরান। সেটাও আফগানিস্তান ম্যাচে। তবে স্লো ব্যাটিংয়ের জন্য সমালোচিত হয়েছেন। অবশেষে চলতি বিশ্বকাপে প্রথম একাদশে সুযোগ পেলেন কার্তিক। ২০০৪ সালে একদিনের আন্তর্জাতিকে অভিষেক হয়েছিল কার্তিকের। তারপর ২০০৭ বিশ্বকাপের দল নির্বাচনের আগে কয়েকটি ভাল ইনিংস তাঁকে জাতীয় দলে জায়গা করে দিয়েছিল। কিন্তু দুটি ওয়ার্ম আপ ম্যাচে রান পাননি। ফলে ২০০৭ বিশ্বকাপে একটি ম্যাচেও খেলানো হয়নি কার্তিককে। তারপর খারাপ ছন্দের জন্য দল থেকে একাধিকবার বাদ পড়েছেন। শেষমেশ ২০১৭ সালে ফের ছন্দে ফেরেন কার্তিক। টিম ইন্ডিয়াকে নিধহাস ট্রফিতে জেতান, শেষ বলে ছয় মেরে। ফিনিশার হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করেছেন। তারপরই ২০১৯ বিশ্বকাপের দলে সুযোগ পান। অবশেষে চলতি বিশ্বকাপে টিম ইন্ডিয়ার অষ্টম ম্যাচে প্রথম একাদশে দেখা গেল কার্তিককে। অর্থাৎ একদিনের আন্তর্জাতিকে অভিষেকের ১৫ বছর পর বিশ্বকাপে প্রথম টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে থাকলেন কার্তিক।

বোনকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানালেন জসপ্রীত বুমরা

এসবিবি : এই মুহূর্তে বিলেতের মাটিতে বিশ্বকাপ খেলছে যশপ্রীত বুমরা। বল হাতে বিপক্ষ দলের কাছে বেশ ভয়ঙ্করও হয়ে উঠেছেন তিনি। তবে নিজের ব্যস্ততার মধ্যেও দাদার কর্তব্য পালন করতে ভুললেন না তিনি। সোমবার বুমরার বোন জুহিকার জন্মদিন ছিল। আর ইংল্যান্ড থেকে বোনকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে এতটুকু ভুল করেননি দাদা যশপ্রীত।ট্যুইটার হ্যান্ডেলে জুহিকার সঙ্গে নিজের একটি ছবি পোস্ট করেন বুমরা। ছবির ক্যাপশনে লেখেন, ''শুভ জন্মদিন জুহিকা। তুমি আমার জীবনে খুব স্পেশাল একজন মানুষ। শুধু আমার ছোট বোন বলেই তুমি আমার কাছে এতটা স্পেশাল নও। তুমি আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় বন্ধুও। বছরটা তোমার খুব ভাল কাটুক, এই কামনাই আমি করি।'' ভাই-বোনের এই ছবি ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে।

শাকিবদের অপমান করতে বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্রনাথকেই কটূক্তি !

বিশ্বকাপের মঞ্চে ভারত-বাংলাদেশ! ভারত-পাক ক্রিকেট ম্যাচের উত্তেজনাকে সাম্প্রতিক কয়েক বছরে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে ভারত-বাংলাদেশ খেলার উত্তাপ। মঙ্গলবার দুই দলই নিজেদের পৃথক পৃথক লক্ষ্যে খেলতে নামছে। ভারতকে হারানো ছাড়া গতি নেই বাংলাদেশের। অন্যদিকে, ভারতের সামনে লক্ষ্যটা অন্যরকম। সেমিফাইনালের আগে ভারত আবার নিজেদের দুর্বলতা ঢাকতে মরিয়া। বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচে কোহলিরা চাইছেন নিজেদের রিগ্রুপ করে নিতে।এমন হাড্ডাহাড্ডি ম্যাচে সোশ্যাল মিডিয়ায় আলোচনা থাকবে না, তা হয় নাকি। ভারত-বাংলাদেশ ম্যাচের ঠিক আগের দিনেই বিতর্কিত বিজ্ঞাপন বানিয়ে শিরোনামে জনপ্রিয় আয়ুর্বেদিক কোম্পানি ''ডাবর''। সেই বিজ্ঞাপনে অভিযোগ, বাংলাদেশকে নিশানা বানাতে গিয়ে পরোক্ষে সমগ্র বাঙালিদেরই অপমান করা হয়েছে। ভিডিও-র বিষয়বস্তু কী? ২৫ সেকেন্ডের ভিডিওতে দেখা যায়, ভারতের জার্সি গায়ে এক ব্যক্তি বসে রয়েছেন সোফায়। তাঁর সামনে রাখা একটি বাটি তিলের নাড়ু।ওই বাটি থেকে নাড়ু খাচ্ছিলেন ওই ব্যক্তি। এ সময় অন্য প্রান্ত থেকে কেউ একজন জানতে চাইছিলেন, তিনি কী খাচ্ছেন?শাকিবদের আউট করলেই মুকুট বুমরার! রেকর্ডের ঔজ্জ্বল্যে চোখ ধাঁধাবেন ফেরওই ব্যক্তি বলে ওঠেন, বাংলাদেশ থেকে আনা তিলের নাড়ু খাচ্ছেন।

এ সময় ওই ব্যক্তিকে বলতে থাকেন, এখন তিনি বাংলাদেশি নাড়ু চিবোচ্ছেন। এই সময়েই তিনি ক্রিকেটের প্রসঙ্গ এনে বলতে থাকেন, বিশ্বকাপে ১১ ভারতীয় ক্রিকেটার শেষ করে ফেলবে বাংলাদেশ দলকে। ভিডিওর শেষ দিকে ওই ব্যক্তি আবার বিকৃত করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছড়া-পাঠ করেন, ''বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর।''ভিডিওটি ডাবরের ফেসবুক পেজে পোস্ট করার পরে মুহূর্তেই ভাইরাল হয়ে যায়। দুই বাংলার ক্রিকেট সমর্থকরাই নিকৃষ্টমানের এমন ভিডিওর বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন। বাংলাদেশিদের নিশানা করতে গিয়ে যেভাবে পুরো বাঙালিদের সংস্কৃতিকেই অপমান করেছেন, তা নিয়ে রীতিমতো ক্ষুব্ধ নেটিজেনরা। প্রসঙ্গত, নাড়ু, রবীন্দ্রনাথের কালজয়ী ছড়া বিজ্ঞাপনে যেভাবে নেতিবাচক ভঙ্গিতে উপস্থাপন করা হয়েছে, তা নিয়ে আপত্তি প্রত্যেকের। অনেকেই ডাবরের পন্য বয়কটের ডাক দিয়েছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। অনেকে আবার ভিডিওর চিত্রনাট্য যিনি লিখেছেন, তাঁকে নিয়ে ট্রোল করেছেন। ভিডিও নির্মাতা যথেষ্ট রিসার্চ না করেই যে বিতর্কিত ভিডিও তৈরি করেছেন, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।বিতর্ক তৈরি হতেই ভিডিওটি সরিয়ে ফেলা হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে।

যে কোনও পজিশনে ব্যাট করতে প্রস্তুত মায়াঙ্ক ঃ মুরলি

আজকাল ওয়েবডেস্ক: বিজয় শঙ্কর চোট পেয়ে ছিটকে যাওয়াতেই বিশ্বকাপ দলে আচমকাই ডাক পেয়েছেন মায়াঙ্ক আগরওয়াল। কিছুটা নার্ভাস হয়ে পড়েছেন। তবে ছোটবেলার কোচ আর মুরলিধরের সঙ্গে কথা বলেছেন মায়াঙ্ক। ইংল্যান্ড উড়ে যাওয়ার আগে। তারপর কিছুটা হলেও তরতাজা দেখাচ্ছে মায়াঙ্ককে। মুরলিধর বলেছেন, 'বাড়িতে বসেছিলাম। তখনই মায়াঙ্ক ফোন করেছিল। বলল, ডাক পেলাম। আমি বললাম কোথায়। ও বলল বিশ্বকাপ দলে। প্রথমে বিশ্বাস করতে পারিনি। তারপর শুভেচ্ছা জানিয়েছি।' এরপরই কোচের সংযোজন, 'কিছুটা নার্ভাস ছিল। আমি ভরসা দিলাম। বললাম সুযোগ পেলে নিজের স্বাভাবিক খেলাটা খেলতে। অস্ট্রেলিয়ায় টেস্ট সিরিজে ভাল পারফর্ম করেছিল। মায়াঙ্ককে বলেছি নিজের উপর বিশ্বাস রাখতে।' দেশের হয়ে এখনও একদিনের ক্রিকেট খেলেননি। তবে টেস্ট খেলেছেন। সুযোগ পেলেন একেবারে বিশ্বকাপ দলে। মায়াঙ্কের কোচ বলছিলেন, 'মায়াঙ্কের ব্যাটিংয়ে বৈচিত্র আছে। যে কোনও ঘরানায় দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে মুখিয়ে থাকে। চ্যালেঞ্জ নিতে ভালবাসে। তাই আমি নিশ্চিত সুযোগ পেলে মায়াঙ্ক নিজেকে প্রমাণ করবেই।' ধাওয়ান চোট পাওয়ার পর ওপেন করছেন রাহুল। চার নম্বরে বিজয় শঙ্কর ব্যর্থ হয়েছেন। ভারতের পরবর্তী ম্যাচে সম্ভাবনা রয়েছে মায়াঙ্ককে ওপেনে নিয়ে আসার।

সেক্ষেত্রে রাহুল চলে যেতে পারেন চারে। মায়াঙ্কের কোচ বলছিলেন, 'আমার মনে হয় সুযোগ পেলে মায়াঙ্ককে ওপেন করতে বলা হবে। অতীতে ওপেন করেছে। ওর পছন্দের পজিশন। নতুন বলে বাউন্ডারি মারার ক্ষমতা আছে মায়াঙ্কের। তবে চার নম্বরে ব্যাট করতেও মায়াঙ্ক প্রস্তুত। সবচেয়ে বড় কথা মায়াঙ্কের হারানোর কিছু নেই। ডাক পেয়েছে। সুযোগ পেলে সেরাটা দিক। কাপ জিতে দেশে ফিরুক।'

জাদেজাকে জায়গা না দেওয়ায় ক্ষুব্ধ হলেন তার বোন, অধিনায়কের উপর আনলেন এই অভিযোগ

আইসিসি বিশ্বকাপ ২০১৯ ভীষণই রোমাঞ্চকর ম্যাচগুলির সঙ্গে সেমিফাইনালের দিকে এগোচ্ছে। ৭টি ম্যাচের মধ্যে ভারত ৬টি ম্যাচে জয় হাসিল করেছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত ভারতীয় তারকা খেলোয়াড় রবীন্দ্র জাদেজা প্লেয়িং ইলেভেনে সুযোগ পাননি।হ্যাঁ আপনারা বেশ কয়েকবার তাকে ফিল্ডিং করতে দেখেছেন কিন্তু তিনি প্লেয়িং ইলেভেনে শামিল হয়ে নয় বর কোনো খেলোয়াড়ের আহত হওয়ার পরই মাঠে এসেছেন। জাদেজাকে এইভাবে প্লেয়িং ইলেভেনে শামিল না করায় তার বোন নয়না জাদেজা ক্ষুব্ধ হয়েছেন।নয়না জাদেজা বললেন জাদেজার হচ্ছে অপমানভারত এখন সেমিফাইনাল থেকে মাত্র এক পা দূরে রয়েছে। ৬টি ম্যাচ খেলে এখনো পর্যন্ত ৬টি ম্যাচের একটিতেও প্লেয়িং ইলেভেনে জাদেজাকে শামিল না করায় তার বোন নয়না জাদেজা ক্ষুব্ধ হয়েছেন। খবরের কথা ধরা হলে নয়না জাদেজা বলেছেন,' যখন অন্য খেলোয়াড়রা ভাল প্রদর্শন করছেন না, তো রবীন্দ্র জাদেজাকে কেন উপেক্ষা করা হচ্ছে? জাদেজার কাছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ১০ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে' নয়না আগে বলেন যে, 'রবীন্দ্র আইসিসি র্যা ঙ্কিংয়ে এক নম্বর অলরাউণ্ডার ছিল আর আইসিসি র্যাছঙ্কিংয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ বোলারও ছিলেন। তাও তাকে এইভাবে অপেক্ষা কেন করা হচ্ছে, এই বিষয়টা আমার বুদ্ধির বাইরে'।স্মরণ করালেন নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে খেলা ওয়ার্মআপ ম্যাচজাদেজার বোন নয়না আগে বলেন যে রবীন্দ্রকে নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। যেখানে ও বল আর ব্যাট দুটিতেই ভাল প্রদর্শন করেছিল। ওই ম্যাচে স্যার জাদেজা এক উইকেট নেওয়ার পাশাপাশি সবচেয়ে এবশি ৫৪ রানের ইনিংস খেলেছিলেন। এই প্রদর্শন সত্ত্বেও তাকে উপেক্ষা করে অপমান করা হচ্ছে। আমার মনে হয় যে এখন বাকি বাঁচা ম্যাচগুলিতে বিরাট কোহলির রবীন্দ্র জাদেজাকে খেলার সুযোগ দেওয়া উচিত।য়েন্টস টেবিলে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে টিম ইন্ডিয়াভারত এই বিশ্বকাপে এখনো পর্যন্ত খেলা ৬টি ম্যাচের মধ্যে একটিই ম্যাচ হেরেছে। বাকি বাঁচা ম্যাচে ৫টি জয় হাসিল করে ভারতীয় দল ১১ পয়েন্টস নিয়ে পয়েন্টস টেবিলে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত একটিও ম্যাচে জাদেজা সুযোগ পাননি।রবীন্দ্র জাদেজাকে বিশ্বের সবচেয়ে দুর্দান্ত ফিল্ডারদের মধ্যে গুনতি করা হয়। মাঠে কোনো খেলোয়াড়ের আহত হওয়ার কারণে তার জায়গায় জাদেজাকে ফিল্ডিং করতে অবশ্য দেখা যায়। গত ম্যাচে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে খেলে জাদেজা জেসন রয়ের ক্যাচ নিয়েছিলেন। এই ক্যাচ দুর্দান্ত বলে ধরা হচ্ছে আর এর জন্য কমেন্টেটরা তাকে ফ্লায়িং জাদেজাও বলেছিলেন।

REVISED SCHEDULE

After publication of 1st Round Counselling 2019 Merit List

Choice filling	3rd July, 2019 (up to 05.00 PM)
Publication of filled choices Candidates should check their filled up choices and if any discrepancies' found they may contact Office of the Director of Medical Education latest by 05.00 PM of 04-07-2019.	4th July, 2019
Publication of Result	5th July, 2019
Collection of Nomination from the Office of Directorate of Medical Education.	5th, 6th and 8th July, 2019
Last date of joining for MBBS/BDS	12th July, 2019
Last date of joining for BAMS/BHMS	23rd July, 2019
Last date of joining for BASLP	25th July, 2019

Documents of only those candidates of "All India other than Tripura Domicile" will be verified to whom seat will be allotted as per result published on 5th July, 2019.

Warning : Students are advised not to share their password or any other relevant information with anyone and also advised to change their password regularly for security reason.

ICA/D/455/19-20

(prof. Chinmoy Biswas)
Director of Medical Education
Government of Tripura.

ত্রিপুরা সরকার
সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তর
পুরাতন সেক্রেটারিয়েট কমপ্লেক্স, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা
দূরভাষ ঃ (০৩৮১) ২৩২৮২৩২, ২৩০০০৩৪

B.ED এবং D.El.Ed কোর্সে (২০১৯-২০) সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

ত্রিপুরা সরকারের সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হচ্ছে যে, সকল সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রী B.ED এবং D.El.Ed কোর্সে ২০১৯ইং সনে ভর্তির জন্য আবেদন করিয়াছেন এবং Counseling এর জন্য বিগত নির্দিষ্ট তারিখে উপস্থিত হতে পারেননি তাদের আগামী ০৪-০৭/২০১৯ থেকে ০৫/০৭/২০১৯ ইং তারিখে বেলা ১১ ঘটিকায় সমস্ত Original কাগজপত্র নিয়ে সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তরে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

উপরিউক্ত তারিখ ও সময়-সূচী অনুযায়ী আবেদনকারী সমস্ত Original কাগজপত্র নিয়ে সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তরে উপস্থিত না থাকিলে আবেদনকারীর দরখাস্ত বাতিল করিয়া গণ্য হইবে এবং Counseling এর জন্য আর কোন সুযোগ দেওয়া হবে না।

ইতি
(এস রিয়াং)
উপঅধিকর্তা
সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তর

ICA/D/458/19-20

CMYK

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2019

দুর্বল ছাত্র ছাত্রীদের ক্লাশ উপযোগী গড়ে তোলার জন্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষনে চিহ্নিত প্রশিক্ষকদের নিয়ে মঙ্গলবার আগরতলায় পর্যালোচনা বৈঠকের উদ্বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। ছবি- নিজস্ব।

ভারতের কাছে পরাস্থ বাংলা

বাংলাদেশের শেষ চারের আশা গুঁড়িয়ে বিশ্বকাপের সেমি-ফাইনাল নিশ্চিত করল ভারত। বার্মিংহামে মঙ্গলবার ভারতীয় সমর্থকে ঠাসা গ্যালারিকে উত্তাল করে দুইবারের চ্যাম্পিয়নরা জিতল ২৮ রানে।

পরাজয়ের ব্যবধান হয়তো খুব বড় মনে হচ্ছে না, তবে ম্যাচের উত্তেজনা অনেকটা শেষ হয়ে গেছে আসলে ম্যাচ শেষের বেশ আগেই। মূল ব্যাটসম্যানদের আলগা শটের মিছিলে বাংলাদেশের রান তাড়া জমে ওঠেনি সেভাবে।

বাংলাদেশের দুর্দশার শুরু ম্যাচের শুরুর দিকেই। ৯ রানে রোহিত শর্মার ক্যাচ ছাড়েন তামিম ইকবাল। জীবন পেয়ে ভারতীয় ওপেনার করেন রেকর্ড ছোঁয়া সেঞ্চুরি। ভারতের শুরুটা হয় দুর্দান্ত।

মুস্তাফিজুর রহমানের ৫ উইকেটের সৌজন্যে পরে ঘুরে দাঁড়ায় বাংলাদেশ। ভারতকে আটকে রাখা গেল ৩১৪ রানে। এই উইকেটে লক্ষ্য ছোঁয়া ছিল খুবই সম্ভব। বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা সেটিকে অসম্ভব করে তুললেন নিজেরাই। দুই ওভার বাকি থাকতে তাই ইনিংস শেষ ২৮৬ রানে।

৮ ম্যাচে ৩ জয় আর একটি পরিত্যক্ত ম্যাচ থেকে বাংলাদেশের প্রাপ্তি ৭ পয়েন্ট। পাকিস্তানের বিপক্ষে শেষ ম্যাচটি এখন আনুষ্ঠানিকতার। কিংবা পয়েন্ট টেবিলে অবস্থান একটু ভালো করার।

এবারের বিশ্বকাপে বাংলাদেশের উজ্জ্বলতম বিজ্ঞাপন সাকিব আল হাসান আবারও ছড়িয়েছেন আলো। দারুণ বোলিংয়ের পর ব্যাট হাতে করেছেন ফিফটি। কিন্তু বাকি ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতাই ছিটকে দিয়েছে দলকে।

৩১৫ রান তাড়ায় প্রয়োজন ছিল গোছানো ব্যাটিং। কিন্তু গুছিয়ে উঠতে উঠতেই একের পর এক ব্যাটসম্যান বিলিয়ে এসেছেন উইকেট। প্রথম ৫ ব্যাটসম্যানই ছাড়িয়েছেন ২০, ফিফটি কেবল সাকিবের। প্রথম চার জুটি ছুঁয়েছে ৩৫, পঞ্চাশে যায়নি একটিও। ম্যাচ হার একরকম নিশ্চিত হয়ে যায় তাতেই।

রান তাড়ার শুরুটা যদিও ছিল আশা জাগানিয়া। দারুণ তিনটি বাউন্ডারিতে তামিমের ব্যাটে ছিল শুভ ইঙ্গিত। রানের স্রোত তীব্র না হলেও উইকেট ধরে রাখা উদ্বোধনী জুটিতে ছিল আশার জোয়ার।

ভাটার টান আসার শুরু তামিমকে দিয়েই। দশম ওভারে স্টাম্পে টেনে আনলেন মোহাম্মদ শামির বাইরের বল। এই বিশ্বকাপে ষষ্ঠবার দুই অঙ্ক ছুঁয়ে বাংলাদেশের সফলতম ব্যাটসম্যান যেতে পারলেন না ফিফটিতে।

এরপর চলতে থাকল পুনরাবৃত্তি। একেকজন ব্যাটসম্যান থিতু হলেন। ভালো খেলতে খেলতেই রণে ভঙ্গ দিলেন আলগা শটে। অপমৃত্যু হতে থাকল একেকটি সম্ভাবনাময় জুটির।

সৌম্য সরকার, মুশফিকুর রহিম, লিটন দাস, সবাই আউট হলেন ৩০ গজ বৃত্তের ভেতর ক্যাচ দিয়ে। বাইরের বল স্টাম্পে টানলেন মোসাদ্দেক হোসেন।

আশার বাতি হয়ে ছিলেন সাকিব। বিশ্বকাপে ৭ ইনিংসে ষষ্ঠবার পেরিয়ে যান ফিফটি। কিন্তু ৬৬ রানে সেই আলো নিভে যায় হার্দিক পান্ডিয়ার স্লোয়ারে। ব্যাটিংয়ে শূন্য রানে ফেরা পান্ডিয়ার সেটি তৃতীয় উইকেট! সাব্বির রহমান ও মোহাম্মদ সাইফ উদ্দিন এরপর লড়াই করেছেন। একটু হলেও জাগিয়ে তুলেছেন আশা। তবে জাসপ্রিত বুমরাহ বোলিংয়ে ফিরে বুঝিয়ে দিয়েছেন, কেন ডেথ ওভারে তিনি বিশ্বের সেরা বোলার। সাইফের ৩৮ বলে ৫১ রানের অপরাজিত ইনিংসটি তার ভবিষ্যতের উজ্জ্বল বার্তা দিল বটে, তবে বিশ্বকাপে দলের ভবিষ্যৎ তখন আর কিছু নেই।

সকালে বাংলাদেশের হতাশার শুরু টস হার দিয়ে। সেই রেশ আরও দীর্ঘায়িত হলো তামিমের ক্যাচ মিসে। মুস্তাফিজের বলে পুল করেছিলেন রোহিত, স্কয়ার লেগ থেকে মিড উইকেটের দিকে ছুটে বলের নিচে গেলেও তামিম পারেননি হাতে জমাতে।

বিশ্বকাপে এবার আগের তিন ছয়ের পাতায় দেখুন

প্রবল বৃষ্টিতে জলমগ্ন মহারাষ্ট্রে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৩৫

মুম্বই, ২ জুলাই (হি.স.): প্রবল বৃষ্টির জেরে নাজেহাল পুণে, মুম্বই ও থানে-সহ মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রান্ত। দেওয়াল চাপা পড়ে মহারাষ্ট্র, থানে, পুনেতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে অন্তত ৩৫। মুম্বইয়ের বেহাল অবস্থার জন্য শিবসেনা পরিচালিত বৃহন্মুম্বই পৌরনিগমকে দায়ী করেছে কংগ্রেস এবং এনসিপি। অন্যদিকে প্রবল বৃষ্টিপাতের জন্য জলবায়ু পরিবর্তনকে দায়ী করেছে শিবসেনা। পৌরনিগমের তরফ থেকে পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে নিহতদের পরিবারবর্গকে আর্থিক সাহায্যের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এমনকি আহতদের চিকিৎসার খরচও বইবে রাজ্য সরকার।

অবিরাম বৃষ্টির কারণে মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রান্তে ভেঙে পড়ছে দেওয়াল ও বহু পুরানো বাড়ি। গত শনিবারই পুণের কোন্ধওয়াল এলাকায় আবাসনের বিশালাকার দেওয়াল ভেঙে ধ্বংসস্তুপের তলায় চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছিল চারটি শিশু ও দু''জন মহিলা-সহ ১৫ জনের। তাছাড়া মঙ্গলবার ভোররাতেই উত্তর মুম্বইয়ের শহরতলি পূর্ব মালাদ-এ দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে ১৮ জনের। পরে সেই মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ২১। নিহতদের পরিবারবর্গকে ৫ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণের ঘোষণা রাজ্য সরকারের।পূর্ব মালাদ-এর বিয়োগান্তক ঘটনার কয়েকঘন্টা আগেই পুণের আম্বেগাঁও-এ ভেঙে পড়ল সিংহগড় কলেজের দেওয়াল। ধ্বংসস্তুপের তলায় চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে ৬ জন শ্রমিকের। পুলিশ সূত্রের খবর, সোমবার গভীররাত ১.১৫ মিনিট নাগাদ আচমকাই সিংহগড় কলেজের দেওয়াল ভেঙে পড়ে। সেই সময় দেওয়ালের পাশেই ঝুপড়িতে ছিলেন বেশ কয়েকজন শ্রমিক। খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ) এবং পুলিশ। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ধ্বংসস্তুপের তলায় চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে ৬ জন শ্রমিকের। এছাড়াও ৩ জন আহত হয়েছেন। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, অবিরাম বর্ষণের কারণেই ভেঙে পড়েছে সিংহগড় কলেজের দেওয়াল। এ প্রসঙ্গে জেলাশাসক এন কিশোর রাম জানিয়েছেন, ''বিল্ডিং নির্মাতার বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ২৮৭টি সাইটের ঝুঁকি মূল্যায়ন করা হয়েছে, এই সাইটটির মূল্যায়ন করা যায়নি, কারণ অনুমতি ছিল না।'' জেলাশাসকের কথায়, প্রবল বৃষ্টির জেরে একটি গাছ ভেঙে পড়ে সিংহগড় কলেজের দেওয়ালে। এরপরই দেওয়াল ভেঙে পড়ে ঝুপড়িতে। মৃত শ্রমিকদের নাম হল-মমতা রাধেলাল প্যাটেল (২২), রাধেলাল প্যাটেল (২৫), জেঠুলাল প্যাটেল (৫০), তাঁর স্ত্রী, জিতু রাবতে এবং প্রহ্লাদ রাবতে। মৃতদের প্রত্যেকের বাড়ি ছত্তিশগড় এবং মধ্যপ্রদেশে।

অন্যদিকে, সোমবার গভীররাতেই মহারাষ্ট্রের থানে জেলার কল্যাণ শহরে ভেঙে পড়ে ন্যাশনাল উর্দু স্কুলের দেওয়াল। এই ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের, এছাড়াও আহত হয়েছেন একজন। পুলিশ সূত্রের খবর, ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে সোমবার রাত ১২.৩০ মিনিট নাগাদ কল্যাণ শহরে ভেঙে পড়ে ন্যাশনাল উর্দু স্কুলের দেওয়াল। ধ্বংসস্তুপের তলায় চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। গুরুতর আহত অবস্থায় একজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

অতিরিক্ত বৃষ্টির জেরে দেশের বাণিজ্য নগরী মুম্বইতে বেহাল অবস্থা। শহরের একাধিক জায়গায় জল জমে যাওয়ার ফলে জনজীবন ব্যাহত গোটা মুম্বইতে। এমন পরিস্থিতির জন্য মহারাষ্ট্রের বিজেপি-শিবসেনা জোটকে দায়ী করল কংগ্রেস। একই ইস্যুতে নিন্দায় সরব এনসিপি।

শিবসেনা শাসিত বৃহন্মুম্বই পৌরনিগমকে কটাক্ষ করে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অশোক চবন বলেন, মুম্বইকে ডুবিয়ে দেওয়ার শহরবাসীর কাছে ক্ষমতা চাওয়া উচিত শিবসেনার। প্রাকবর্ষার সময় শহরের নিকাশি ব্যবস্থা খতিয়ে দেখা উচিত ছিল উদ্ভব ঠাকরের। লোকসভা নির্বাচনের পর মন্দির থেকে সাংসদদের বের করে এনে বর্ষায় জল যাতে না জমে তার জন্য কাজে লাগানো উচিত ছিল। এমন করলে এমন পরিস্থিতি তৈরি হত না। অন্যদিকে দেওয়াল ধসে পড়ে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় মৃত্যু ঘটনায় রাজ্য সরকারকে দায়ী করে এনসিপি নেতা ধনঞ্জয় মুণ্ডে বলেন, একাধিক দেওয়াল ধসে পড়ার ঘটনার পরে সড়ক, সেতু, আবাসনগুলি কেমন অবস্থায় রয়েছে, তা নিয়ে পূর্ণাঙ্গ অডিট হওয়া উচিত। মালাড, কল্যাণ, পুনেতে দেওয়াল ধসে ২৫ জন মানুষের মৃত্যু হয়েছে। জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছে মুম্বইয়ের রাস্তা। বৃষ্টি ছাড়া এই বিষয়ে দুর্নীতিও সমান ভাবে জড়িত। দুর্নীতিতে যারা মত্ত তাদের হয়তো ক্লিনচিট দিতে পারে রাজ্য সরকার। কিন্তু যারা মারা গিয়েছে তাদের কি ফিরিয়ে আনা যাবে। জল জমে যাওয়ার ফলে বহু মানুষ আটকে পড়েছে। রেল পরিষেবাও কার্যত ভেঙে পড়েছে।

কংগ্রেস নেতা মিলিন্দ দেওয়া বলেন, দেওয়া ধসে গিয়ে মৃত্যু হওয়ার ঘটনা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। মুম্বই-আহমেদাবাদ বুলেট ট্রেনের জন্য ৫৪০০০ গাছ কাটা হয়েছে। এই গাছগুলিই এতদিন পর্যন্ত ঝড়, বৃষ্টি থেকে দেশের বাণিজ্য নগরীকে রক্ষা করে চলত। জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত হয়েছে। মঙ্গলবার বৃহন্মুম্বই পৌরনিগমের বিপর্যয় নিয়ন্ত্রণের কার্যালয়ে দাঁড়িয়ে এমনই জানালেন শিবসেনা নেতা আদিত্য ঠাকরে।

অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের জেরে বেহাল অবস্থা মুম্বাই সহ গোটা মহারাষ্ট্রের। এমন পরিস্থিতিতে কংগ্রেস এবং এনসিপি দায়ী করেছে শিবসেনা শাসিত বৃহন্মুম্বই পৌরনিগমকে। অন্যদিকে বিরোধীদের যাবতীয় দাবিকে খণ্ডন করে দিয়ে আদিত্য ঠাকরে বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য এমন বৃষ্টিপাত হয়েছে। পরিস্থিতি জটিল। অযথা বিতর্ক তৈরি করা উচিত নয়। একদিনে প্রায় ৪০০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে মুম্বইতে। দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছে মুম্বইতে। সোমবার থেকে গত ২৪ ঘন্টায় বিপুল বৃষ্টিপাত হয়েছে মুম্বইতে। ২০০৫ সালের পর যা সর্বাধিক বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস।

বৃহন্মুম্বই তরফে ট্যুইট বার্তায়, এমন বৃষ্টিপাত আগে কখনও হয়নি। গত এক দশকে সর্বাধিক বৃষ্টিপাত হয়েছে এখানে। গোটা জুন মাসে যে পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়েছে সেই পরিমাণ বৃষ্টিগত ২৪ ঘন্টায় হয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার জন্য যথ্যাথ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজে এবিভিপির অবস্থান বিক্ষোভ

সিউড়ি, ২ জুলাই (হি. স.) : এবিভিপি তরফ থেকে সারা রাজ্যের সাথে সাথে বীরভূমের সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজের অবস্থান বিক্ষোভ করা হয়। অবস্থান-বিক্ষোভ মঞ্চ থেকে এবিভিপি সদস্যরা বেশ কতগুলি দাবি-দাওয়া তুলে ধরে।

এবিভিপি''র বীরভূম জেলার সহ-সভাপতি সমরেশ ঘোষ জানান, রাজ্য জুড়ে আজ তাদের এই অবস্থান বিক্ষোভ এর পিছনে রয়েছে বেশ কতকগুলি দাবি দাওয়া। সেই দাবি দাওয়া গুলিকে ছিনিয়ে নিতে এই অবস্থান বিক্ষোভ। দাবি দেওয়া প্রসঙ্গে তারা জানান, 'কলেজে বহিরাগতদের ছয়ের পাতায় দেখুন

পঞ্চায়েত ভোট খোয়াইয়ে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করল বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২ জানুয়ারি ঃ মঙ্গলবার খোয়াই বিজেপি মণ্ডল কার্যালয়ে বিকাল ৩টায় এক সাংবাদিক সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের খোয়াই পঞ্চায়েত সমিতি ও খোয়াই আর ডি ব্লকের অধীন ২৫টি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি মনোনিত প্রার্থীর নামে তালিকা ঘোষণা করেন। এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই মণ্ডল সভাপতি সুব্রত মজুমদার, খোয়াই জেলা কমিটির সম্পাদক সমির দাস সহ অন্যান্যরা। সুব্রত মজুমদার খোয়াই পঞ্চায়েত সমিতি ও পঞ্চায়েত বিজেপি প্রার্থীর তালিকা ঘোষণা করেন। খোয়াই পঞ্চায়েত সমিতির মোট ১৩টি আসন। ১৩টি আসনের নামের তালিকা প্রকাশ করেন। পুরুষ-৪জন, মহিলা ৫ জন। তার মধ্যে সাধারণ(ইউ আর) ৪ জন, (এসসি)-৪, (এসটি) ১ জন। খোয়াই মোট আসন সংখ্যা ২৪৭টি। ২৪৭টি আসনেই প্রার্থী নামে তালিকা ঘোষণা বিজেপি। পুরুষ আসন সংখ্যা ১৪২ জন মহিলা আসন ১০৫জন। আগামী কিছু দিনের মধ্যে মানোনয়ন পত্র দাখিল শুরু হবে বলে জানান মণ্ডল সভাপতি। তিনি আরো বলেন খোয়াই পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ এবং গ্রাম পঞ্চায়েত সব আসনে বিজেপি মনোনিত প্রার্থী বিপুল ভোটে জয় যুক্ত হবেন।

প্রশাসনের ব্যর্থতার জন্যই বৃষ্টিপাতের জেরে বেহাল অবস্থা মুম্বইতে, দাবি কংগ্রেস-এনসিপির

মুম্বই, ২ জুলাই (হি.স.) : অতিরিক্ত বৃষ্টির জেরে দেশের বাণিজ্য নগরী মুম্বইতে বেহাল অবস্থা। শহরের একাধিক জায়গায় জল জমে যাওয়ার ফলে জনজীবন ব্যাহত। এমন পরিস্থিতির জন্য মহারাষ্ট্রের বিজেপি-শিবসেনা জোট সরকারকে দায়ী করল কংগ্রেস। একই ইস্যুতে নিন্দায় সরব এনসিপি।

শিবসেনা শাসিত বৃহনমুম্বই পৌরনিগমকে কটাক্ষ করে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অশোক চবন বলেন, মুম্বইকে ডুবিয়ে দেওয়ার জন্য শহরবাসীর কাছে ক্ষমতা চাওয়া উচিত শিবসেনার। প্রাকবর্ষার সময় শহরের নিকাশি ব্যবস্থা খতিয়ে দেখা উচিত ছিল উদ্ভব ঠাকরের। লোকসভা নির্বাচনের পর মন্দির থেকে সাংসদদের বের করে এনে বর্ষায় জল যাতে না জমে তার জন্য কাজে লাগানো উচিত ছিল। এমন হলে এই পরিস্থিতি তৈরি হত না। অন্যদিকে দেওয়াল ধসে পড়ে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় মৃত্যু ঘটনায় ছয়ের পাতায় দেখুন

আগামী ১০ জুলাই থেকে নাগাল্যান্ডেও আদি বাসিন্দা নাগরিকপঞ্জি প্রক্রিয়া শুরু করবে সরকার

কোহিমা (নাগাল্যান্ড), ২ জুলাই (হি.স.) : এবার নাগাল্যান্ড সরকারও রাজ্যের ভূমিপুত্রদের চিহ্নিত করে এক তালিকা প্রস্তুত করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। রাজ্যের গৃহ কমিশনার এ সম্পর্কে এক বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন।

সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, নাগাল্যান্ডের আদি বাসিন্দা নাগরিকপঞ্জি (রেজিস্টার অব ইন্ডিজেনাস ইনহেভিট্যান্টস অব নাগাল্যান্ড সংক্ষেপে আরআইআইএন)-র প্রস্তুতির কাজ আগামী ১০ জুলাই থেকে শুরু হবে। এই প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার ৬০ দিন অর্থাৎ দু-মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ করতে বলা হয়েছে সংশ্লিষ্ট দফতরকে। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, অবৈধ ব্যক্তিদের আদি বাসিন্দার প্রমাণপত্র (আইআইসি) প্রদান বন্ধ করতে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

বলা হয়েছে, এই প্রক্রিয়া রাজ্যের প্রতিটি গ্রাম এবং ওয়ার্ড বাসিন্দাদের ওপর ব্যাপকহারে সর্বেক্ষণের মাধ্যমে চলবে। এতে নাগরিকদের হাতে উপলব্ধ সরকারি তথ্যাবলি গ্রাহ্য হবে। সর্বেক্ষণে কোনও আদি বাসিন্দা তাঁর স্থায়ী বাসগৃহে বসবাস করছেন কিনা, না-অন্য কোথাও চলে গিয়েছেন, যদি অন্যত্র চলে যান তা-হলে কেন গিয়েছেন ইত্যাদি নানা বিষয় খতিয়ে দেখা হবে।

গৃহ কমিশনার তাঁর বিজ্ঞপ্তিতে বলেছেন, একবার সব বাসিন্দার তথ্যাবলি লিপিবদ্ধ হওয়ার পর আদি বাসিন্দাদের প্রারম্ভিক তালিকা প্রকাশ করা হবে। এই তালিকার যথার্থতা নির্ণয় করবেন সংশ্লিষ্ট গ্রাম এবং ওয়ার্ড কর্তৃপক্ষ। গ্রাম ও ওয়ার্ড এবং প্রত্যেক জেলা প্রশাসনের ওয়েবসাইটে তালিকাগুলো আগামী ১১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে প্রকাশ করা হবে। এর ভিত্তিতে দাবি ও আপত্তির জন্য বাসিন্দাদের ৩০ দিনের সময় দেওয়া হবে।

এই প্রক্রিয়া চালাতে রাজ্যের সব গ্রাম পঞ্চায়েত ও জনজাতীয় পরিষদকে অবগত করতে জেলাশাসকদের টিম গঠন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আধিকারিকরা সরকারি তথ্য এবং প্রদর্শিত নথিপত্রের ওপর ভিত্তি করে দাবি ও আপত্তির নিষ্পত্তি করবেন। প্রত্যেক আদি বাসিন্দাকে একটি ইউনিক আইডি দেওয়া হবে। তার ভিত্তিতে আগামী ১০ ডিসেম্বর বা তার আগে চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুত করা হবে বলেও সরকারিভাবে জানানো হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক নাগাল্যান্ড সরকারের গৃহ দফতরের জনৈক উচ্চপদস্থ আধিকারিকের বক্তব্য, 'এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হলে সব ভূমিপুত্রকে আদি বাসিন্দার প্রমাণপত্র (আইআইসি) দেওয়া হবে। এর পর স্বাভাবিকভাবে তাঁদের বর্তমান আইআইসিগুলো বাতিল বা অকেজো হয়ে যাবে।' তিনি জানান, 'একবার এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার পর কোনও নতুন আদি বাসিন্দার প্রমাণপত্র ইস্যু করা হবে না। তবে কোনও আদি বাসিন্দার নবজাতক সন্তানদের আইআইসি প্রদান করা হবে এবং তার নাম আদি বাসিন্দার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবে।'

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, অসমে জাতীয় নাগরিকপঞ্জি (এনআরসি) নবায়ন প্রক্রিয়া চলছে। তা প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। গত বছরের জুলাই মাসে এনআরসি-র চূড়ান্ত খসড়া প্রকাশিত হয়েছিল। ওই খসড়ায় ২,৮৯,৮৩,৬৭৭ জন নাগরিকের নাম অন্তর্ভুক্ত হলেও বাদ পড়েছিল ৪০,০৭,৭০৭ জনের নাম। দেশের সর্বোচ্চ আদালতের নিরীক্ষণে চলমান এনআরসি-র চূড়ান্ত তালিকা আগামী ৩১ জুলাই প্রকাশিত হবে।

পঞ্চায়েত ভোট ঃ উত্তর জেলায় বিজেপির জোর প্রচার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২ জুলাই ।। আগামী ২৭ জুলাই রাজ্যে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন।এই নির্বাচন লড়তে গোটা রাজ্যে পুরোপুরি প্রস্তুত শাসক দল বিজেপি।নির্বাচনকে সামনে রেখে ঊনকোটি জেলাতেও দলের প্রস্তুতি তুঙ্গে।গোটা জেলায় নির্বাচনে মোট পঞ্চায়েত সমিতির আসন রয়েছে ৩৯টি,জেলাপরিষদ ১৫ এবং পঞ্চায়েতের আসন সংখ্যা রয়েছে ৫৮৯ টি।

তার মধ্যে পাবিয়াছড়ায় রয়েছে ৯টি পঞ্চায়েত আসন। নির্বাচনকে সামনে রেখে দলের সবকটি আসনেই প্রার্থী বাছাই এর প্রক্রিয়া সম্পন্ন।এক কথায় নির্বাচনে অংশ নিতে ঊনকোটি জেলায় বিজেপি সর্বতোভাবে প্রস্তুত।নির্বাচনকে সামনে রেখে বিজেপি ঊনকোটি জেলা কমিটির ছয়ের পাতায় দেখুন

রথযাত্রা উপলক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুলাই।। রথযাত্রা উপলক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানিয়েছেন । এক শুভেচ্ছাবার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রথযাত্রা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ধর্মীয় উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সাড়ম্বরে পালিত হয়।

রথযাত্রা উৎসব হচ্ছে সার্বজনীন ভালবাসা এবং সৌভ্রাত'ত্বের প্রতীক। এই উৎসব সকল ধর্মপ্রাণ মানুষের সম্পীতির মেলবন্ধনকে সুদ'ঢ় করে। ধর্মীয় এই উৎসব আমাদের রাজ্যের ঐতিহ্যগত সংস্ক'তির বিকাশকে আরো উজ্জিবিত করুক এবং ভগবান জগন্নাথদেবের আশির্বাদ রাজ্যের মানুষকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার স্বপকে সফল করবে বলে আমার বিশ্বাস।

ইসকন মিশনের উদ্যোগে এবারও হবে রথযাত্রা উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুলাই।। আগামী ৪ঠা জুলাই শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা উৎসব। এ উপলক্ষ্যে সেজে উঠছে গোটা রাজ্য। ধর্মপ্রাণ মানুষ জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা উৎসবে শামিল হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। প্রস্তুত বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্টানগুলিও। এবছর আগরতলার ইশকন মিশন চতুর্থ বর্ষ রথযাত্রা উৎসবের আয়োজন করেছে। রথযাত্রা উৎসবকে দৃষ্টিনন্দন ও ভাবগম্ভীর করে তোলার জন্য ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ৪ঠা জুলাই মঠচৌমুহনিস্থিত ইশকন মন্দিরের সামনে ছয়ের পাতায় দেখুন

শ্রেণীকক্ষের স্বল্পতার কারণে বিবিআই স্কুলে পঠন পাঠন লাটে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুলাই ।। ধর্মনগর তথা উত্তর ত্রিপুরা ঐহিত্যবাহী স্কুল হচ্চে বীর বিক্রম ইন্সটিটিউশন। বিশাল অট্টালিকা সুলভ পাকা বাড়ি থাকলেও, ক্লাস করানোর মতো শ্রেণী কক্ষ না থাকায় পঠন পাঠন লাটে উঠেছে। ১ জুলাই থেকে একাদশ শ্রেণীর ক্লাশ শুরু হয়েছে কিন্তু ছাত্রদেরকে কোথায় বসাবেন তা নিয়ে চিন্তায় প্রবীন শিক্ষকরা। আজ এ ক্লাশ বন্ধ, কাল আরেক ক্লাশ বন্ধ এমন করেই চালাতে হচ্ছে। অনেক গুলি ক্লাসকে এক সাথে কয়েক দিনের জন্য বন্ধ করে দিচ্ছেন। নিরুপায় হয়ে এসব কাজ করতে হচ্ছে জানান প্রবীন শিক্ষক। কারণ একটাই সুদৃশ্য অট্টালিকা সুলভ পাকাবাড়ি এখনো কেন্দ্রীয় বাহিনীর দখলে। লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে নির্বাচনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সিআরপিএফকে আনা হয়েছিল। তাদেরকে অস্থায়ীভাবে বিবিআইতে রাখার ব্যবস্থা করে হয়েছিল। লোকসভা নির্বাচনের সব ধরনের কাজ শেষ হয়ে গেলেও নিরাপত্তার প্রশ্নে নাকি এখনো এদেরকে জরুরি বলে রেখে দেওয়া হয়েছে। তাই নতুন দ্বিতল পাকাবাড়ির প্রায় সম্পূর্ণটাই এদের দখলে রয়েছে। পুরোনো ভাঙা ঘরে কয়েকটি ক্লাস কোনভাবে করা সক্ষম হচ্চে। শৌচালয় জওয়ান এবং ছাত্ররা একই শৌচালন ব্যবহার করতে হচ্ছে। এই স্কুলেরই আরেক দিকে রয়েছে টিএসআর ক্যাম্প। এরা বেশ দীর্ঘদিন ধরেই এই জায়গা দখল করে আছে। এদিকে দেখতে দেখতে ছাত্রদের পরীক্ষা চলে আসছে অথচ ক্লাস করানো সম্ভব হচ্ছে না। তাহলে এই স্বনামধন্য বিবিআই এর ছাত্রদের ভবিষ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেঢা হচ্ছে না তো? শিক্ষামন্ত্রীর উদ্দেশ্যে অভিভাবকদের জিজ্ঞেসা রয়েছে, এখানে অন্তত পক্ষে শিক্ষার পরিবেশ গড়তেদিন।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।